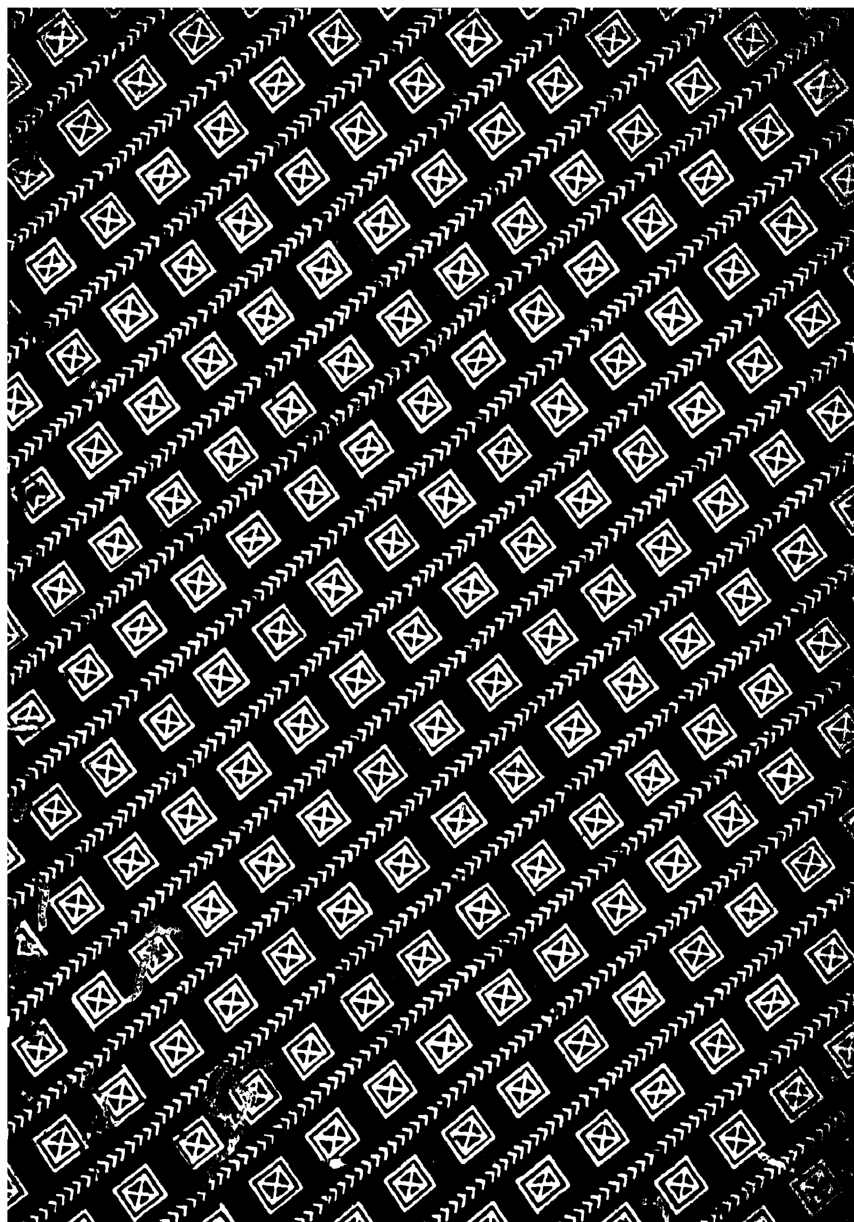


মায়ের ডাক

(উপন্যাস)

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীগৌরচন্দ্র দেব
বঙ্গ-সাহিত্য-তীর্থ
২২।৫ এ ঝামাপুকুর লেন, কলিকতা।

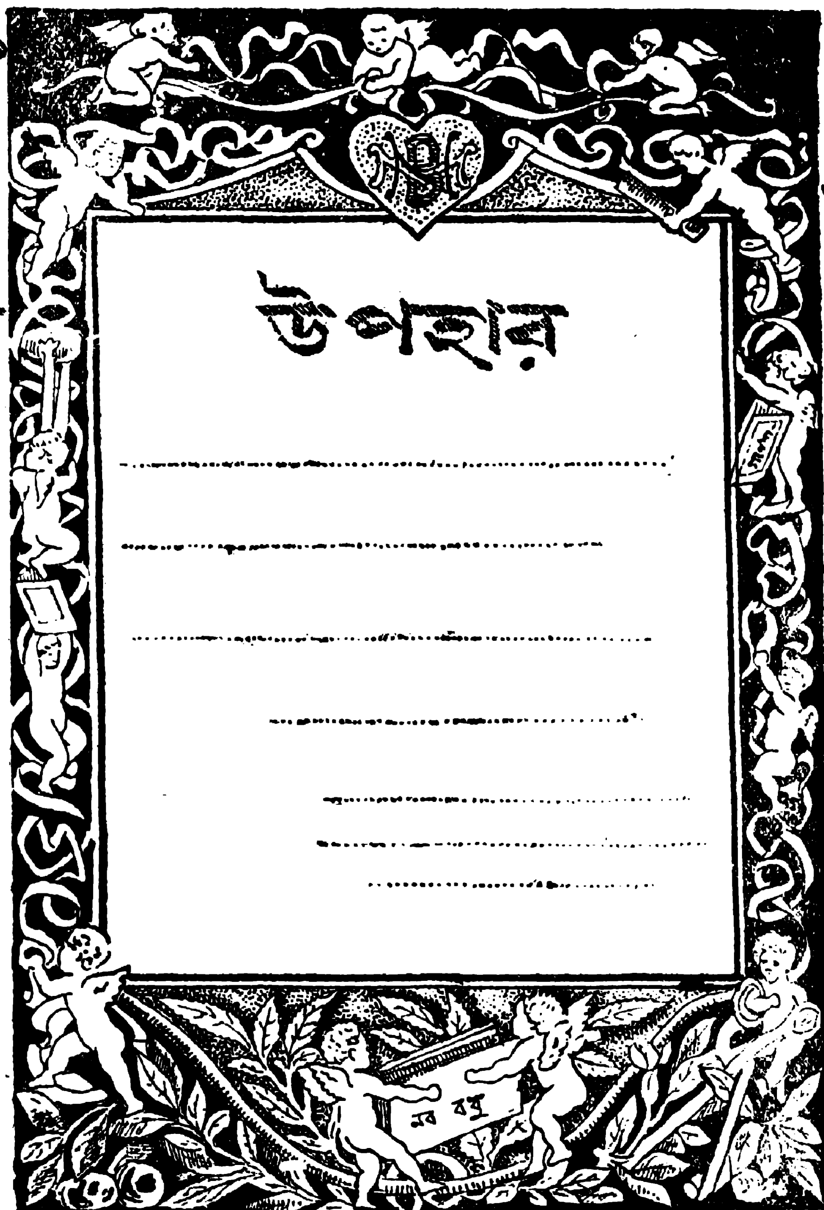
সাহিত্য গুরু—বন্দেমাতরম গুরু—উপন্যাস গুরু 'বঙ্কিমচন্দ্রের' ভাস্কর সম বংশধর—'দামোদর মুখুজ্জ্যের' 'দৌহিত্র.' 'মিলন-শঙ্খ' 'রাজপুতের মেয়ে,' অমর উপন্যাস রচক সাহিত্যশ্রী—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত—

বেগম সাহেবা

যাঁর গুরুগম্ভীর কামান নিনাদে বঙ্গোপসাগর বিলোড়িত হয়ে উঠেছিল—নামে যাঁর বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার বক্ষ কেঁপে উঠতো—মহা বিস্ময়ে আজও যাঁর গাথা দেশে দেশে দেশ-দেশান্তরে সঘনে নিনাদিত—সেই বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার অধীশ্বর নবাব সিরাজউদ্দৌলার অপ্রকাশিত একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে গ্রথিত। আর নবাব আলিবর্দ্দীর বেগম সাহেবা—নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাতামহী ইতিহাস প্রসিদ্ধা মহা তেজস্বিনী রণরঙ্গিনী

বেগম সাহেবা
এই উপন্যাসের নায়িকা।

কলিকাতা—৭ নং বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট,
"গাঙ্গুলী প্রেস"
শ্রীশ্যামাপদ গাঙ্গুলী।


উপহার

জননী প্রথম যেদিন স্বরগ হইতে

করিলে ধরায় চরণ দান।

গভীর প্রণবে সাম ঝঙ্কারে

দেবতা মানব গাহিল গান॥

ধবল ফেনিল পীযূষ ধারায়

তৃষিত জগত করিল পান।

পূজি গো জননী রক্ত কমল চরণে—

অর্ঘ্য করিয়া দান॥

সাহিত্যদেবী, তোমার অমল বিমল করুণাধারায় আজ বাংলার বক্ষ নির্ম্মল-আলোকস্পর্শে—বিমল আনন্দহর্ষে সম্মোহিত।

মাইকেল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তোমার পূজকগণ নব শোভায়—নব আভায়—নব আভরণে—নব রত্ন ভূষণে তোমার পুষ্প অঙ্গে সুশোভিতা করেছিলেন। কিন্তু মা, তোমার সাহিত্য-কানন এখন আগাছায় পরিপূর্ণ। তাই সৌরভিত পুষ্পে তোমায় পূজায় আমরা এই—

"বঙ্গ-সাহিত্য-তীর্থের"

প্রতিষ্ঠা করলুম।

বাধা বিঘ্ন অনেক,—আশীর্ব্বাদ কর মা যেন সব বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণে তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ করতে সক্ষম হই।

আমাদের ১৲ এক টাকা সংস্করণের উপন্যাস সত্যই এই নববর্ষের এক নব সৃষ্টি।

এত বড় বৃহৎ—ও চিত্রময়—সুন্দর এবং ঘটনা বৈচিত্রময়—উপন্যাস এক টাকা মূল্যে পাবার আশা সত্যই আগে আশাতীত ছিল। সেই—সেই নিরাশা আজ আপনাদের নিকট বিনা মূল্যে উপস্থিত। মাত্র ১৲ টাকা দিয়ে এই সুরঞ্জিত—সুচিত্রিত—সুবৃহৎ সৎসাহিত্য গ্রন্থ গ্রহণ করুন। আমরা এর অধিক আর চাই না—কেবল চাই আপনাদের সহানুভূতি।



মায়ের ডাক।

[১]

সেদিন পহেলা বৈশাখ। নিতাইয়ের হঠাৎ খেয়াল হইল, সে গঙ্গা স্নান করিবে। তাই ভোর চারটার সময় উঠিয়া কোচম্যানকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। সে বাবুর ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি দরকার বাবু?"

নিতাই উত্তর করিল—"গঙ্গা স্নান করতে যাব, শীগ্‌গির গাড়ী জুতে নিয়ে আয়।"

সে গাড়ী তৈয়ারী করিতে চলিয়া গেল।

কোচম্যান আসিয়া খবর দিল, গাড়ী তৈয়ারী। নিতাইও প্রস্তুত ছিল, অমনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তখন পাঁচটা বাজিয়াছে। কলিকাতার কোলাহল মুখর পথে, তখনও খুব বেশী লোক জন যাতায়াত সুরু করে নাই। কোথাও বা ম্যাথররা রাস্তা ঝাঁট দিতেছিল, কোথাও বা ময়লা ফেলা গাড়ীগুলা, তার ঘর্ঘর শব্দে সেই স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চলিয়াছিল। স্নানার্থী নর-নারীরা কেহ হাতে ঘটি, কেহ বা গামছা লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়াছিল। কতকগুলা ব্যাপারী শাক শব্জীর ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাজারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছিল। নিতাই এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বৈশাখ

মাসের প্রাতঃকালের বাতাসে তার শরীর স্নিগ্ধ করিতেছিল। কেননা সে বায়ু—শিশুর ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। তখনও কলিকাতার মলিনতা তাহাতে স্পর্শ করে নাই।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ী গঙ্গার ঘাটে আসিল। অপূর্ব্ব তরঙ্গিনী সুরধনী বয়ে চলেছে আনন্দে সুন্দর শান্তিময় ভাব। মনে হয় প্রাণ ভরিয়া সবটুকু উপভোগ করিয়া লই। গঙ্গার বক্ষে তখন অশান্তির চিহ্নমাত্র নাই। প্রাতঃসমীরণ গঙ্গাবক্ষে শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল। তটিনী যেন মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে সাগর সঙ্গমে ছুটিতেছিল। নিতাই এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে গঙ্গার জলে নামিল। গঙ্গার ঘাটেও তখন লোকজন ছিল না। পাশের ঘাটে তিন চার জন নারী স্নান করিতেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের দিকে চাহিয়া, নিতাই অবাক্ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকটীর সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা। যথেষ্ট সাবধান হইয়া স্নান করিতেছিল। তবুও অত সাবধানতা স্বত্ত্বেও তার মুখখানি একবার মাত্র দেখিয়া নিতাই মুগ্ধ হইয়া গেল। কি সুন্দর মুখ! জীবনে সে এত সুন্দর মুখ আর কোথাও কখনও দেখে নাই। চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে কিন্তু বুঝিবা সে মুখে কলঙ্ক নাই। নিতাই মুগ্ধ হইয়া সেই স্ত্রীলোকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে যদিও বুঝিতেছিল, স্ত্রীলোকের দিকে চাহিয়া দেখা অন্যায়, তবু সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিতেছিল না। কি জানি যদি আর একবার সেই মুখখানি দেখিতে পায়।

কিন্তু আর এই চুরী করিয়া দেখা অধিকক্ষণ চলিল না। অচিরেই তার চুরী করে দেখা রমণী ধরিয়া ফেলিল। রমণী আপন মনে অথচ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"আ মরণ! মিনষেটা হাঁ করে এদিকে তাকিয়ে

আছে দেখ!" নিতাই শুনিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল, এমন ভাবে জলে গা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল, যেন সে ইহার কিছুই জানে না। কিন্তু তবুও দেখা বন্ধ করিল না।

রমণী যখন স্নান করিয়া সিঁড়ির উপর উঠিল, তখন নিতাই তাকে দেখিয়া আরও মুগ্ধ হইয়া গেল। পাতলা ভিজা কাপড়ের ভিতর দিয়া তার দেহের স্বর্ণবর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সাধ্য কি যে, সে সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখিতে পারে? সুগোল নিটোল নিতম্ব তরঙ্গেরই ন্যায় তরঙ্গায়িত। তার অমল কমল তুল্য লাল রক্তবদন—তার ভ্রমর কৃষ্ণ নয়ন নিতাইকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। নিতাইয়ের মনে হইল যেন সাক্ষাৎ দেবকন্যা দয়া করিয়া ধরায় নামিয়া আসিয়াছেন।

রমণী কাপড় চোপড় ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। নিতাইও তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছাড়িয়া তার গাড়ীর দিকে চলিল। গাড়ীর কাছে গিয়া দেখিল—খানিক দূরে তারই মতন আর একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে, সেই রমণী উঠিল। স্ত্রীলোকটী যে বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে বা বধূ তা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। গাড়ীখানি চলিয়া গেল। নিতাই দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। যাক—আর ত দেখিবার কোন উপায় নাই?

গাড়ী ছুটিয়া চলিল। নিতাই গাড়ীতে বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ভাবিল—যদি এইরকম সুন্দরীকে পত্নীরূপে পাইত—যদি তার ভালবাসা লাভ করিতে পারিত, তবে তাহার জীবন ধন্য হইয়া যাইত।

বাড়ী আসিয়া মাতালের মতন টলিতে টলিতে সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। মাথার উপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত নারীর রূপে ভরিয়া গিয়াছিল। ঘোমটার ফাঁকে, সেই যে একটীবার মাত্র তার মুখখানি দেখিয়াছিল, সেই

হাসি হাসি মুখখানি—সেই সরলতামাখা মুখখানি—সেই অকলঙ্ক মুখখানি তার হৃদয়ে আঁকিয়া আছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো মেঘ মুক্ত হইলে যেমন শত শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তেমনি ঘোমটা ঢাকা সেই নারীর মুখখানিও তার কাছে তেমনি প্রতিভাত হইয়াছিল। তখন সে আপনাকে তার পায় বিকাইয়া দিতে আকুল হইয়াছিল। নিতায়ের মনে হইল সে সুন্দরী যেন শরীরী দেবীমূর্ত্তি—যেন চিত্রকরের সযত্ন অঙ্কিত সৌন্দর্য্য প্রতিমা। সে সুন্দরীকে দেখিয়া সুখ—তাকে ভালবাসিয়া সুখ—তার চিন্তাতেও সুখ।

---

[২]

নিতাইয়ের একখানি গহনার দোকান ছিল। সেই দোকানখানির আয় হইত যথেষ্ট। সেই বাড়ীখানি তার নিজের। তা ছাড়া কলিকাতায় তার আরো খানকয়েক ভাড়া বাড়ী ছিল। সুতরাং নিতাইয়ের সাংসারিক অবস্থা খুব ভাল ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু বাড়ীতে বেশী আত্মীয় স্বজন ছিল না। যা ছিলেন একমাত্র পিসিমা।

নিতাই অবিবাহিত। তার পিসিমা তাকে কতদিন বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু সে বিবাহে সম্মত হয় নাই। সে যে চিরকুমার থাকিবে বলিয়া বিবাহ করে নাই—তা নয়। মনের মতন পাত্রী পায় নাই বলিয়াই অবিবাহিত আজন্ম বিলাসের মধ্যে পালিত সে সৌন্দর্য্যকেই ভালবাসিত—সৌন্দর্য্যকেই সে পূজা করিত—তাই সে

সৌন্দর্য্যময়ী না পাইয়া বিবাহ করে নাই। অনেক পাত্রী সে দেখিয়াছিল কিন্তু তার মধ্যে তার মানস অঙ্কিত সৌন্দর্য্য না দেখিয়াই সে বিবাহে সম্মত হয় নাই।

অবশেষে ঘটক বিরক্তিভরে পাত্রী সন্ধানে জবাব ছিল—পিসিমাও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন একটু তিক্তকণ্ঠে পিসিমা নিতাইকে বলিলেন—"বিয়ে করবি কি না, ঠিক করে বল বাবা! আমি আর পারি না। আমি কোথা মনে করচি, তোব বৌ এনে তাকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে আমি কাশী বাস করব, আর তুই কিনা আমায় এমনি করেই কষ্ট দিবি।"

নিতাই হাসিয়া জবাব দিল—"আমি বিয়ে করব না, এমন কথা ত বলছি না পিসিমা! পাত্রী পছন্দ হলেই করব।"

"তোর যে কি রকম পছন্দ তা ত বলতে পারি না।"

"তা এত ব্যস্ত হবার দরকার কি? না হয় দুদিন অপেক্ষাই করলে।"

"কি জানি বাবা, তোর সবই বিপরীত। আমাদের সময় ত ছেলেরা এমন ছিল না। মা বাপ যাকে দেখে দিলে, তাকে নিয়েই সুখে ঘর করলে। তা নয় পছন্দ মত চাই—সে আবার কি রকম পছন্দ তা জানি না।"

আজ গঙ্গার ঘাটে সুন্দরীকে দেখিয়া সে স্থির করিল, যদি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে হয় ত এই রকম রমণীকেই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিতাই স্থির করিল—এই সুন্দরীকে পাওয়া চাই—নচেৎ তার জীবন বিফল। কিন্তু কেমন করিয়া পাইব? সে যদি অপরের বিবাহিতা স্ত্রী হয়—তবে?

সে নারী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা তাতো লক্ষ্য করি নাই! সে কি

জাতি—কোথায় বসতি তাও তো কিছু জানি না—তবে? তবে যেমন করে হোক সে নারীর সন্ধান করিবেই করিবে। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইব। আর একটী দিনের জন্যও কি সে স্নানের জন্য আসিবে না। এবার এলে তার অনুসরণ করবো।

সেদিন রাত্রে নিতাই এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। যেন জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে সেই রমণী তার শিয়রে আবির্ভূতা। মুখে তার হাসি—সর্ব্বাঙ্গে তার রূপরাশি। অধীর আবেগে নিতাই তাকে আলিঙ্গনে হস্ত প্রসারণ করিল। রমণী স্মিত হাস্যে বিদ্যুতের মত সহসা অন্তর্হিত হইল। নিতাইয়ের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইল। নিদ্রাভঙ্গে দেখিল তখনও ঊষার উদয় হয় নাই। সে বিনিদ্র অবস্থায় প্রভাতের অপেক্ষায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

---

[৩]

সাড়ে ছটার সময় নর্ম্মদা বাড়ী পৌঁছিল। স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনও তার স্বামী ঘুমাইতেছে। তাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—"শুনচ—ওঠো শীগ্‌গির। আমি মেয়ে মানুষ ভোর বেলা উঠ্‌তে পারি, আর তুমি পুরুষ মানুষ এতখানি বেলা অবধি ঘুমুবে?"

নর্ম্মদার স্বামী নির্ম্মলকান্ত; চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"তোমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি হলে স্ত্রীলোক পুণ্যি নিয়েই আছ রোজ গঙ্গা স্নান করচ। আমরা হলুম পাপী—আমাদের কথা আলাদা। যাক্ সর এখন—নইলে ছুঁয়ে ফেলব।"

নর্ম্মদা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিস—"বেশ লোক তুমি। তোমায় ছুঁলে বুঝি আমার দোষ আছে?"

"তুমি গঙ্গা নেয়ে এলে—আর আমি এখনও বিছানায় পড়ে আছি। এই জন্য বল্‌ছি।"

"তা হলেই বা—স্বামী সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর পূজনীয়। তোমায় ছুঁলে আমার ক্ষতি কি? নাও উঠে মুখ ধোও—জল এনে রেখেচি।"

নির্ম্মল মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিল। নর্ম্মদা হাসিতে হাসিতে বলিল—"দেখ আজ গঙ্গার ঘাটে একটা বড় মজা হয়েছিল। আমি আর তিন চার জন মেয়ে মানুষ নাইছিলুম। এমন সময় পাশের ঘাটে একজন পুরুষ নাইছিল। সে গঙ্গার ঘাটে নেমে থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। কি বেহায়া সে! অমনতর বেহায়া পুরুষ আমি কখন দেখিনি।

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—"আর তুমি তাকে দেখ নাই?"

"কি পাগলের মতন বল তার ঠিক নেই। পরপুরুষকে অমনি দেখলেই হলো!

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—"না তুমি এরকম ভোর বেলা গঙ্গা নাইতে গিয়ে কোনদিন বিভ্রাট ঘটাবে আর কি? শেষে আমায় কাঁদাবে দেখছি।"

"তোমার কোন কথা শুনিনি? গঙ্গা নাইতে যাওয়ার কথা বলতে পার কতকটা জোর করে যাচ্ছি। তা আর এমন অন্যায় কি? স্ত্রীলোক বলে কি গঙ্গা নাইতে যেতে নেই! তা ছাড়া আমারও কি তোমার উপর জোর নেই একটু। কাঁদবে কেন আর একটা বিয়ে করবে।"

"তা নয়। এই ত তুমি নিজেই বলছিলে তোমার দিকে কে তাকিয়েছিল!"

"শুধু ত আর আমার একার দিকে নয়?"

"কিন্তু তোমার মতন সুন্দরী আর কোথায় পাব? না—না—তুমি আর গঙ্গা স্নানে যেও না। নজরে নজরে শেষে নজরের বাইরে যাবে।"

"তাই যদি দেখে, ত দেখ্‌বে, তাতে আর আমার ক্ষতি কি? লোকের চোখ্‌কে ত আর কেউ ঢেকে রাখ্‌তে পার্‌বে না? আর কে কখন দেখে ফেল্‌বে। এই ভেবে, যে বাড়ীর বার হতে পারব না, সেও ত একটা কথা নয়। স্ত্রীলোক বলে কেউ দেখ্‌লে ত জাত যাবে না"

"তোমার সঙ্গে আর কথায় কে পারবে বল। যা ইচ্ছা হয় তাই করবে। আমায় বল্‌লে, তাই বল্‌লুম।"

নর্ম্মদা চা আনিতে চলিয়া গেল।

পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, এই নর্ম্মদাই সেই স্ত্রীলোক; যাহাকে দেখিয়া নিতাই মোহিত হইয়াছিল।

নর্ম্মদার ছেলেবেলার ইতিহাস একটু অদ্ভুত রকমের। তা না হইলে সে যে রকম গরীবের মেয়ে, তাহাতে তার সঙ্গে নির্ম্মলের বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইত।

নির্ম্মল এক বন্ধুর গৃহে মৎস্য শিকারের নিমন্ত্রণে বেড়াইতে গিয়াছিল। নির্ম্মল একদিন তার বন্ধুর পুকুরে বসিয়া মৎস্য শীকার করিতেছিল—এমন সময় দেখিল, একটী কিশোরী পাশের ঘাটে জল আনিতে আসিল। তার কাঁখে ছিল একটী কলসী—বয়স হবে তার বার বৎসর। টুক্‌টুকে কাঁচা সোনার মতন রং, মাথার চুলগুলি হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, চোখ, মুখ সমস্তই সুচিত্রিত। মেয়েটীর গায়ে গহনা ছিল না, হাতে গাছকয়েক মাত্র কাঁচের চুড়ি ছিল। পরণের কাপড়খানিও খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু তা হইলে কি হয়, সেগুলি তার রূপের প্রভাকে কিছুমাত্র ম্লান করিতে পারে নাই। তার সঙ্গে আর একটী ছোট ছেলে

ছিল। পুকুরে অনেক লালপদ্ম ফুটিয়াছে দেখিয়া সে সেই কিশোরীকে বলিল—"দিদি আমায় ওই ফুল এনে দাও না, আমি নেব।"

মেয়েটী ভাইকে বল্লে—তোর ফুল তুল্‌তে কি আমি ডুববো।

দিদির কথায় ছোট ভায়ের চোক দুটী ছল ছল করে উঠ্‌লো। করুন নয়নে সে ফুলগুলির প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহা দর্শনে নির্ম্মল সন্তরণে ফুল তুলিয়া বালককে দিল। বালকের হাসি ফুটিল—বালিকারও বদনে ঈষৎ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। প্রীতিপূর্ণ নয়নে সে একবার নির্ম্মলের প্রতি চাহিল। সে সুন্দর চাহনীটী—হাসিটী নির্ম্মল হৃদয়ে অঙ্কিত হইল।

নির্ম্মল বলিল—"বাঃ এ মেয়েটীত বেশ!"

তার বন্ধু শচীন বলিল—"কেন বল দেখি?"

"দেখ না যেমন চালাক চতুর, তেমনি দেখ্‌তে সুন্দর মধুর?"

শচীন হাসিয়া বলিল—"বিয়ে করবি নাকি?"

নির্ম্মল মনে মনে বলিল—"যদি বিয়ে করতে হয়, ত এমনি মেয়েকেই। প্রকাশ্যে বলিল—"ওর বাবার নাম কি?"

"সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।"

"ওদের বাড়ী কোথা দেখাবে ভাই?"

শচীন গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—"কিহে প্রেমে পড়লে না কি?"

"এখনো পড়ি নি। তবে পড়লে ক্ষতি কি? সত্যি বল্‌তে কি, আমার এই মেয়েটীকে খুব ভাল লেগেছে।"

———

[৪]

সেদিন নির্ম্মল আর মাছ ধরিতে পারিল না। শচীন একটা বড় মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিল।

তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে; শচীন নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সুরেন বাবু কলিকাতার কোন আফিসে সামান্ত মাহিনার চাকরী করিতেন। সেদিন তাঁর ছুটী ছিল। কাজেই তিনি বাড়ীতে ছিলেন। অবশ্য নর্ম্মদার বাবা বড়লোক হোক বা গরীব হোক তাহাতে কিছু আসে যায় না—সে চায় নর্ম্মদাকে। তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তায় তাঁর কুল, শীল জানিয়া বুঝিল—তাকে পাওয়া দুরাশা নহে। সুতরাং সে দ্বিধা না করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল।

নর্ম্মদার পিতা এই কথা শুনিয়া এতই আশ্চর্য্য হইলেন যে, তিনি বুঝিতে পারিলেন না, একথা সত্য কিনা। কেননা—শচীনের বন্ধু ধনবান—গুণবান। নির্ম্মল যে, তাঁর মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিবে, এ কথা কল্পনারও অতীত। যখন তিনি বুঝিলেন এ কথা সত্য, তখন তিনি এতই সুখী হইলেন যে, তিনি বলিলেন—"বাবা এতে আমার আবার অমত করবার কি আছে? তুমি যে দয়া করে আমার মতন গরীবের মেয়েকে নিতে চাইচ—এই আমার পরম ভাগ্য।"

নির্ম্মলের ইঙ্গিতে শচীন একবারে কথা পাকা করিয়া ফেলিল। তার কারণও ছিল। কেননা নির্ম্মলের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তার মা তাঁর কাযে বাধা দিবেন না, বরং সে যে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেছে তাহাতে তিনি সুখী হইবেন। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

গরীবের মেয়ে হইলেও শচীনের চেষ্টায় বিবাহ বিনা আড়ম্বরে শেষ হয় নাই। বরযাত্রীগণ নর্ম্মদার পিতার ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

যথাসময়ে নির্ম্মল বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিল। বধূর মুখ দেখিয়া মা সত্যই মুগ্ধ হইলেন, মনে মনে বলিলেন—"হাঁ ছেলের পছন্দ বটে।"

নর্ম্মদা দেখিল স্বামীর মস্ত বাড়ী, অনেক লোকজন, মোটরকার, এমনি আরো কত কি? অনেক জিনিষ সে কখনো চোখে দেখে নাই। গ্রামের পাশের রাস্তা দিয়া যখন মোটর ছুটিয়া যাইত, তখন সে ছুটিয়া দেখিতে যাইত। আর আজ সে সেই মোটরে চাপিয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। তাকে বাপের বাড়ী কত না কাজ করিতে হইত, এখানে সে সব কিছুই হয় না বরং গোটাকয়েক ঝি তার হুকুম পালন করিতে হাজির থাকে। এই অবস্থা অনেকেরই ভাল হইবার কথা, কিন্তু নর্ম্মদার সে সব কিছুই ভাল লাগিত না।

নির্ম্মল বড়লোক। সে ভাবিত নর্ম্মদাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে পরম অনুগৃহীতা করিয়াছে। তাই তার সঙ্গে ব্যবহারে ভালবাসার চেয়ে দয়ার ভাবই বেশী ফুটিয়া উঠিত।

কিন্তু নর্ম্মদার কাছে তা ভাললাগিত না। স্বামীর কাছে সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ হইয়া চলিতে হইবে—একি রকম কথা! স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধও কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ নয়—ভালবাসার সম্বন্ধ। সুতরাং তার মধ্যে কৃতজ্ঞতার স্থান নাই, করুণার স্থান নাই, স্থান একমাত্র ভালবাসার। সুতরাং সে স্বামীর সঙ্গে সেই রকমই ব্যবহার করিত। যখন তার স্বামী জানাইত যে, এ তার অনধিকার চর্চ্চা, তখন সে জানাইতে ছাড়িত না যে, এ তার মোটেই অনধিকার চর্চ্চা নয়। তার অধিকার আছে কেননা সে তার স্ত্রী, তার সহধর্ম্মিণী।

সুতরাং নির্ম্মল কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিল, নর্ম্মদাকে বিবাহ করিয়া

তার ভুল হয়ে গেছে। নর্ম্মদার যে গুণ ছিল না তা নয়। স্বামী যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত, নর্ম্মদা তার আদেশ প্রতীক্ষায় থাকিত। তার যাতে এতটুকু অসুবিধা না হয়, সে বিষয় দৃষ্টি রাখিত। তার যখন যা দরকার সমস্ত গুছাইয়া রাখিত, কথনো নির্ম্মলকে বলিতে হইত না। সামান্য অসুখ হইলেও নর্ম্মদা প্রাণপণে সেবা করিত। এ সমস্ত ভাবিলে নির্ম্মল মুগ্ধ হইত। কিন্তু ঐ একটা অসুবিধা তাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিত। তার স্বাধীনতায় তার স্ত্রীর হস্তক্ষেপ। না—তা হইতেই পারে না।

বড় লোকের সাধারণতঃ যে সব দোষ হয়, নির্ম্মলও সে সব দোষের হাত এড়াইতে পারে নাই। পান দোষ খুব ছিল, অনেক দিন রাত্রে বাড়ীও আসিত না। তার একখানি বাগানবাড়ী ছিল, সেখানে বন্ধু বান্ধব লইয়া মাঝে মাঝে আমোদ প্রমোদ চলিত। নর্ম্মদা স্বামীর এই সব দোষ ছাড়াইতে অনেক চেষ্টা করিত। একদিন নর্ম্মদা বলিল—"তুমি যে বেশ্যার বাড়ী গিয়ে পড়ে থাক, সেখানে কি সুখ পাও?"

নির্ম্মল বলিল—"আমি যে বেশ্যার বাড়ী যাই—তা তুমি কেমন করে জান্‌লে?"

"আমি তোমার স্ত্রী, আমি তা জানি না? তোমার মুখ দেখ্‌লে আমি তোমার মনের কথা টের পাই।"

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল।

নর্ম্মদা ছাড়িল না, বলিল—"তোমায় বল্‌তেই হবে, তুমি সেখানে কি সুখ পাও। কেন সে কি আমার চেয়ে বেশী সুন্দরী?"

"না।"

"তবে সে কোন গুণে শ্রেষ্ঠা?"

"সেখানে যাই আমোদের জন্য। সে নাচ্‌তে পারে, গাইতে পারে, একটু আমোদ করা যায়, এই আর কি?"

"আচ্ছা আমিও গান শিখ্‌ব, দেখি আমার গান তোমার ভাল লাগে কি না।"

নির্ম্মল খুসী হইয়া বলিল—"শিখ্‌বে ?"

"নিশ্চয় শিখ্‌ব তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও।"

"আচ্ছা তা দেব।"

নর্ম্মদা একাগ্র তন্ময়ত্ত্বতায় অল্প দিনেই গান শিখিয়া ফেলিল। তার গানে নির্ম্মল বাস্তবিকই মুগ্ধ হইল। নর্ম্মদা যে এমন সুন্দর গান শিখিতে পারবে তা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

কিন্তু নর্ম্মদা গান শেখাতে নির্ম্মল একটু মুস্কিলে পড়িল। গান শোনার দোহাই দিয়া সেরকম আর যাওয়া চলিত না।

নর্ম্মদা তখন তার পান দোষ কমাইতে আরম্ভ করিল। মদ খাওয়ার কত অপকারিতা তা প্রায়ই বুঝাইত। যাতে না খায়, তার জন্য কত অনুরোধ করিত। একদিন নির্ম্মল বলিয়া ফেলিল—"কি করব বল, না খেলে থাক্‌তে পারি না।"

নর্ম্মদা বলিল—"বেশ না খেলে থাক্‌তে না পার, কম করে খাবে।"

"মনে করি কম করে খাব, কিন্তু খেতে আরম্ভ করলে আর সে সব কথা মনে থাকে না।"

নর্ম্মদা বলিল—"আচ্ছা আমি নিজে তোমায় খেতে দেব। তবে কম করে দেব। দেখি এতে কমাতে পারি কি না, কিন্তু আমার গা ছুঁয়ে বল—বাইরে আর কোথাও মদ খাবে না।"

নির্ম্মল বলিল—"হঠাৎ এরকম প্রতিজ্ঞা করতে পারি না। তবে ভেবে দেখি পারব কি না।"

নির্ম্মল যদিও সে রকম প্রতিজ্ঞা করে নাই, তবে তার পান দোষ অনেক কমিয়াছিল একথা ঠিক।

সপ্তাহে দুইবার তার বাগান বাড়ীতে আমোদ প্রমোদ হইত, ক্রমশঃ ক্রমশঃ বন্ধ হইতে লাগিল। তার বন্ধুর দল বিরক্ত হইয়া অনেকে সরিয়া পড়িতে লাগিল।

নর্ম্মদা সর্ব্বদা বেশভূষা করিয়া থাকিত। সে একে সুন্দরী, তার উপর এইরূপ বেশভূষায় তাকে আরও সুন্দরী দেখাইত। নির্ম্মল তার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। তা ছাড়া—তার ব্যবহার, তার কথাবার্ত্তা ইত্যাদিতে সে এমন মুগ্ধ হইয়া থাকিত, যে তাকে ছাড়িয়া বাহিরে আমোদ প্রমোদ তার সব সময় ভাল লাগিত না।

* * * * *

খানিক পরে নর্ম্মদা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল। নর্ম্মদার প্রস্তুত চা, নির্ম্মল খুব পছন্দ করিত বলিয়া সে নিজেই চা প্রস্তুত করিত।

চা পান শেষ হইলে নর্ম্মদা বলিল—"তা হ'লে কি আমার গঙ্গা স্নান বন্ধ না কি ?"

নির্ম্মল বলিল—"কই তোমায় তো এমন কথা বলিনি আমি ?"

"তা বলনি, তবে কি জানি পুরুষ মানুষের মন, ভাল করে জেনে রাখা ভাল।"

"বেশ জেনে রাখ আপত্তি নেই।"

———

পরদিন ভোর বেলা নিতাই পুনরায় গঙ্গাস্নানে গেল, এবং সেই ঘাটেই গেল। দেখিল যে নর্ম্মদাও গঙ্গাস্নানে আসিয়াছে। যাক—তাহা হইলে সে মনে মনে যা আন্দাজ করিয়াছিল তা বিফলে যায় নাই। যতটুকু দেখা যায় আজ তাহাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল।

একদিন সে স্থির করিল, এই নারী কোথায় যায় দেখিতে হইবে। নর্ম্মদা যখন গাড়ীতে উঠিল, নিতাই ও তার কোচম্যানকে সেই গাড়ীর পিছন পিছন গাড়ী চালাইতে বলিল। গাড়ী অনেক দূর আসিয়া বিডন ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। নিতাই চাহিয়া দেখিল বাড়ীখানি খুব বড়, বোধ হয়, গৃহস্বামী খুব ধনী। সে বাড়ীর নম্বর লিখিয়া লইয়া গাড়ী: চালাইতে বলিল।

এমনি করিয়া আরও দুই তিন দিন কাটিল। নিতাই ঠিক সময়ে গঙ্গাস্নানে আসে, আর নর্ম্মদার সঙ্গে দেখাও হয়। তখন দেখার সুবিধা হয়, কেননা ঘাটে বেশী লোক থাকে না।

নর্ম্মদা কিন্তু এ সব ব্যাপারের কিছুই জানিত না। নিতাই যে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত তাও সে লক্ষ্য করে নাই।

সে স্থির করিল বাড়ীওয়ালী বাদামের কাছে যাইবে সে নিশ্চয় তার কোন উপায় বলিয়া দিতে পারিবে। সেদিন কোনগতিকে কল শেষ করিয়া, সন্ধ্যার সময় বাদামের বাড়ী গেল।

বাদাম এক সময় রূপের বেশাতি করিত। এখন বয়স হওয়ার সঙ্গে সে রূপ নাই, কাজেই আর রূপের বেশাতি চলে না। এখন

সে বাড়ীওয়ালী হইয়াছে। নিতাই বাদামের বাড়ী মাঝে মাঝে আসিত, সেই সূত্রে তার সঙ্গে পরিচয়।

নিতাইকে দেখিয়া বাদাম হাসিয়া বলিল,—"কি ভাগ্য! যে আপনার দর্শন পেলুম।" না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম। যাক, হঠাৎ এ অধীনাকে মনে পড়ল কেন?"

একটা জরুরি কল আছে। আমার বোধ হয়, তুমি এ কাজ পারবে। যদি করে দিতে পার, তা হলে, অনেক টাকা পাবে।"

অনেক টাকা শুনিয়া তার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—"তা বলুন না ব্যাপারটা কি? যদি কাজ করে দিতে পারি তবে ত টাকা পাব?"

"তবে শোন" বলিয়া তার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া পাছে কেহ শুনিতে পায় এজন্য আস্তে আস্তে বলিল—আমি এক মেয়েমানুষ দেখে মুগ্ধ হয়েছি—আমি তাকে চাই। যদি তুমি তাকে এনে দিতে পার, তবে দশহাজার টাকা পাবে, একটুও নড়চড় হবে না।"

বাদাম বলিল—"কোথায় দেখ্‌লেন এ মেয়েটীকে?"

"গঙ্গার ঘাটে। আমি অনেক সুন্দরী দেখেছি, কিন্তু এমন সুন্দরী কখনো আমার নজরে পড়েনি। তাকে আমি চাই, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব। তাই বল্‌ছি—যদি তুমি এই কাজের ভার নাও।"

"আপনি বসুন একটু, আমি গোলাপকে ডেকে আনি। সে আমার সই।"

বাদাম চলিয়া গেল, এবং খানিক পরেই গোলাপকে সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। গোলাপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু সেই মেয়েটীকে আমাদের দেখাতে পারেন?"

খুব পারব।"

"কখন ?"

"কাল ভোর বেলা গঙ্গার ঘাটে দেখাব। সে রোজ গঙ্গা স্নান করতে আসে কি না!"

"বেশ, কাল ভোর বেলা আমরা যাব। তাহলে আগে দেখে এসে তারপর সব ঠিক করা যাবে।"

নিতাই খুসী হইয়া বলিল—"বেশ, তোমরা তাহলে তৈরী থেক, আমি ভোর বেলা গাড়ী করে এখানে আসব, তোমরা আমার গাড়ীতে যাবে।"

বাদাম বলিল—"বেশ, ভাল কথা, তবে এই কথাই রইল, আপনি আস্‌বেন কাল।"

পরদিন ভোর বেলা নিতাই, বাদাম ও গোলাপকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিল। তখন নর্ম্মদাও আসিয়াছিল। নিতাই তাহাদের চিনাইয়া দিল। তাহারাও সেই ঘাটেই স্নানের জন্য গেল। নর্ম্মদার সঙ্গে দুই একটী কথা কহিতেও ছাড়িল না।

বাদাম জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বাড়ী কোথায় মা ?"

নর্ম্মদা বলিল—"আমার বাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে * * * নম্বর বাড়ী।"

"তা হলে ত আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের বাড়ীও ওইখানে * * * নম্বর। যাক ভালই হ'ল, তবু রোজ একসঙ্গে আশা যাবে। পাড়ার লোক ত আমরা।"

"আপনারা কি রোজ গঙ্গাস্নানে আসেন না কি ?"

"না আগে আস্‌তুম না, তবে এইবার মনে করচি আস্‌ব। হাজার হোক বয়স হচ্চে ত ? কোন দিন ডাক পড়বে। তুমি ত এই বয়স থেকেই গঙ্গাস্নান আরম্ভ করেছ। এখন দেখি আমাদের মা গঙ্গা দয়া করেন কি না।"

তারপর আরও নানা রকমে তাকে আপ্যায়িত করিয়া তারা উঠিয়া

আসিল। নিতাই তখনও সেখানে আসে নাই। বাদাম গোলাপকে বলিল—"কি রকম বুঝলি, কাজ হাঁসিল করতে পারব?"

গোলাপ বলিল—"মনে ত হয় পারব। কেননা খুব সরল মানুষ। আমাদের চাতুরী ধরতে পারবে না।"

"তা হলে নিতাই বাবুর কথা ঠিক করে ফেলি "

"নিশ্চয়! তারপর না পারি দেবেন না।"

"তা ত নিশ্চয়, তবে আগাম কিছু টাকা নিতে হবে। কেননা অন্যান্য খরচ আছে ত?"

"তা বলব এখন।"

নর্ম্মদা আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। বাদাম বলিল—"চল মা, আমরাও পেছুন পেছুন যাচ্ছি—এই আমাদের গাড়ী।"

নর্ম্মদা "বেশ আসুন" বলিয়া গাড়ী চালাইতে বলিল।

নিতাই অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে আসিতেই তারা গাড়ীতে উঠিয়া সেই গাড়ী যেদিকে যাইতেছিল সেইদিকে চালাইতে বলিল। কেননা নর্ম্মদার বিশ্বাস উৎপাদন করার সুবিধা হইবে।

বাদাম নিতাইকে বলিল—"তাহলে দশ হাজার দেবে—মনে থাকে যেন।"

"নিশ্চয় দেব। হাল কি রকম বুঝলে বল "

"ভালই! আশা করি কাজ উদ্ধার করতে পারব। তোমায় কিছু টাকা দিতে হবে। আর গাড়ীখানাও রোজ দিতে হবে।"

"তা দেব।"

বাড়ী পৌঁছিয়া বাদাম ও গোলাপ কি করিয়া কাজ উদ্ধার করা সম্ভব স্থির করিল।

পরদিন থেকে তারা রোজ গঙ্গাস্নানে যাওয়া সুরু করিল। এমন

সময় যাইত, যে রোজই নর্ম্মদার সঙ্গে দেখা হইত। তারা স্নান করিয়া উঠিয়া দীন দরিদ্রকে পয়সা দিত। সেইজন্য কিছুদিনের মধ্যেই সকলের পরিচিতা হইয়া উঠিল। প্রতিদিন সকালবেলা অনেক দরিদ্র সেই ঘাটে দানের আশায় বসিয়া থাকিত।

এই কয়দিন একসঙ্গে স্নানের আশায় নর্ম্মদার সঙ্গে তারা খুব পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ এই দানের জন্য, নর্ম্মদা তাহাদের খুব ভক্তি করিত। খুব ভাগ্যবতী বলিয়া তাহাদের খুব প্রশংসা করিত। তারাও দানরূপ গেরুয়ার আড়ালে নিজেদের বীভৎস রূপ লুকায়িত রাখিয়া, বেশ অভিনয় করিতে লাগিল। নর্ম্মদার সাধ্য কি যে, সে সব চালাকি ধরে।

প্রথমতঃ তারা স্থির করিল, নর্ম্মদার কোচম্যানকে হাত করা দরকার। যারা কত শত পুরুষকে রূপের বহ্নিতে পুড়াইয়াছে, তাদের পক্ষে একজন মূর্খ কোচম্যানকে হাত করা বিশেষ কষ্টকর নয়। তারা তাকে নিজেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া, টাকা কড়ি দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিল।

---

[৬]

বাদামের কথামত, একদিন কোচম্যান নর্ম্মদার জন্য অপেক্ষা করিল না। তাহাকে নামাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। নর্ম্মদা কিন্তু এই ব্যাপারের কিছুই জানিল না। স্নান করিয়া আসিয়া দেখে যে তার গাড়ী নাই। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে কিছুই বুঝিতে

পারিল না। এতদিন গঙ্গাস্নানে আসিতেছে এমন ত কখনও হয় নাই! তার গাড়ী রোজই যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত। তাইত সে কি করিবে? অবশ্য একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু কে গাড়ী আনিয়া দিবে? ইত্যাদি নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

বাদাম ও গোলাপ তার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। তাদের কার্য্য উদ্ধারের বেশী দেরী নাই ভাবিয়া খুব খুসী হইল। বাদাম নর্ম্মদাকে বলিল—"হঠাৎ এরকম করে দাঁড়িয়ে আছ কেন মা?"

নর্ম্মদা কিছু গোপন না করিয়া বলিল—"আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমার গাড়ী দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কি জানি কোথায় গেল! এখন আমি কেমন করে যাব তাই ভাবছি।"

"গাড়ী কি আর কোথাও যাবার কথা ছিল?"

"না। ও গাড়ী আমার জন্যই কিনা। আমি গঙ্গা নাইতে আসি আমায় নিয়ে আসে, তারপর আর কোন কাজ নেই ওর।"

বাদাম বলিল—"যাক যা হবার তা হয়েছে। তবে তোমার যাবার জন্য ভাবনা নেই, আমাদের গাড়ীখানা ত রয়েছে, তোমায় বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাব এখন।"

নর্ম্মদা ভাবিল এ যুক্তি মন্দ নয়। সে একা কতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কেই বা তাহাকে সাহায্য করিবে? তার চেয়ে এঁদের সঙ্গে যাওয়াই ভাল, আর এঁরা ত পাড়ার লোক ক্ষতি কি? সে বলিল—"তাহ চলুন তবে, আপনাদের গাড়ীতেই যাই!"

তাহারা সকলে গাড়ীতে উঠিল। তাদের কথামত সোজা রাস্তা দিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে মানিকতলা চলিল। গাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল সেজন্য নর্ম্মদা কিছুই জানিল না, বা তার কোন সন্দেহ হইল না। সে নির্ভাবনায় যাইতে লাগিল।

মানিকতলার একটা গলির ভিতর একখানা বাড়ীর সামনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী থেকে নামিয়া সে অবাক হইয়া গেল। কোথায় আসিল সে? সে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় আনলেন, এতো আমাদের বাড়ী নয়?"

বাদাম বলিল—"তা জান মা এ তোমাদের বাড়ী নয়। আগে বলতে ভুলে গেছি, এখানে এঁর একটু দরকার আছে সেইটা সেরে তোমাদের বাড়ী তোমায় পৌঁছে দিয়ে আমরা বাড়ী যাব। এখানে এঁর এক বোনের বাড়ী, তার সঙ্গে দেখা করে যাবে। তুমিও বাড়ীর ভেতর চল না মা, পুরুষ মানুষ কেউ নেই ওখানে।"

নর্ম্মদা এবারও ঠকিল। সে ভাবিল এত অনুরোধ করিতেছে যখন তখন না যাওয়াটা যেন অভদ্রতা হইবে। বিশেষতঃ তারা যখন ভদ্রতা করিয়া তাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেছে। কাজেই সে তাদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। বাদাম তাকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিল—"এইখানে বোস মা আমরা আসছি।"

নর্ম্মদা সেইখানে বসিয়া রহিল। ঘরখানি বেশ বড়, তবে তাতে জিনিষ পত্র বিশেষ কিছুই নাই, খালি পড়িয়া আছে। দেখিলে মনে হয়, সে ঘর সচরাচর কেহ ব্যবহার করে না। অনেকক্ষণ হইয়া গেল, অথচ কেহ আসিল না, সেজন্য সে জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। বাড়ীর পাশে সব খোলার বাড়ী, ইতর শ্রেণীর লোক জন বাস করে বলিয়া বোধ হইল। নর্ম্মদা এদিকে তাকাইয়া আছে এমন সময় সে দরজা বন্ধের শব্দ পাইল। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়া বুঝিল, দরজা বাহির হইতে বন্ধ! এতক্ষণে সে বুঝিল যে সে ঘোর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছে।

ঘরের ভিতর একটা ভাঙা চেয়ার ছিল, সে সেই চেয়ারে বসিয়া

মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাকে এখানে এরকম ভাবে আনিবার উদ্দেশ্য কি? সে বুঝিল, সেই দুষ্টা নারীই এই ষড়যন্ত্রের মূল। তারা কার্য্যোদ্ধারের জন্য, অকারণ তার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া ভাব করিয়াছিল। ঘাটে অনেক দীন দরিদ্রকে দান করিত। তাই তাদের উপর তার বিশ্বাস হইয়াছিল, আর সেই বিশ্বাসের জন্য তাদের গাড়ীতে সে আসিয়াছিল।

তার ভয় হইল তাহাকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া তাহার উপর যদি কোন অত্যাচার করে! তখন সে কেমন করিয়া নিজেকে রক্ষা করিবে। কেমন করিয়া নিজের সতীত্ব রক্ষা করিবে? এত বিপদে পড়িয়াও সে ভগবানে বিশ্বাস হারাইল না, সে মনে মনে বলিল—"হে ভগবান, আর যে সাজাই দাও মাথা পেতে নিতে রাজী আছি কিন্তু আমার সতীত্ব যেন নষ্ট না হয়" সে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তার স্বামী না জানি এতক্ষণ কি করিতেছেন। তিনি নিশ্চয়ই তার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। তিনি এতক্ষণ তার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না? কিন্তু তিনিই বা কেমন করিয়া খোঁজ পাইবেন? না জানি ভগবানের মনে কি আছে।

বেলা বারটার সময় একটী নারী দরজার চাবী খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তার হাতে একটী থালা—তাতে কিছু খাবার, আর হাতে এক গেলাস জল। বলিল—"এ গুলো খেয়ে ফেলুন।"

নর্ম্মদা বলিল—"আমায় কি জন্য এখানে এনেছে বল্‌তে পার?"

"তা কেমন করে জান্‌ব। আমি এ বাড়ীর ঝি, আমায় খাবার দিয়ে যেতে হুকুম করেছে—আমি দিয়ে গেলুম।"

"ও খাবার তুমি নিয়ে যাও আমায় ছেড়ে না দিলে আমি খাব না।"

"না খান ত আর আমি কি করব। আমি রেখে চল্লুম, আপনার যা ইচ্ছা হয় করবেন।" এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নর্ম্মদা চাবী দেওয়ার শব্দ শুনিল। সে খাবার স্পর্শ করিল না, কেননা তার খাইতে প্রবৃত্তি ছিল না।

---

[৭]

অনেকখানি বেলা হইল, অথচ নর্ম্মদা ফিরিল না। নির্ম্মলের মা ঝি কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ ঝি বৌমা কি আজ গঙ্গা নাইতে যায় নি?"

ঝি বলিল—"কেন মা তিনি ত যেমন যান ঠিক তেমনি গেছেন।"

"তবে এখনও এলো না যে?"

"তা কেমন করে জান্‌ব।"

"সকাল সাতটার মধ্যে ফিরে আসে, বোধ হয় বেলা আটটা বাজলো।"

"তার চেয়ে ও বেশী হয়েচে।"

"তবে? এতো ভাবনার কথা! সে ত এরকম কখনও করে না। ঘরের বৌ গেলই বা কোথায়? নির্ম্মল ঘুম থেকে উঠেছে?"

"না এখনো উঠেন নি। গিন্নী তাড়াতাড়ি ছেলের ঘরে ঢুকিলেন, দেখিলেন এখনও নির্ম্মল ঘুমাইতেছে। রোজ নর্ম্মদা আসিয়া ঘুম

ভাঙাইলে তবে তার ঘুম ভাঙ্গে। কিন্তু আজ আর সে আসে নাই কাজেই তার ঘুম ভাঙে নাই। মা ডাকিলেন—"নির্ম্মল ও নির্ম্মল ওঠ, শীগ্‌গির ওঠ। এতখানি বেলা হ'ল তবু এখনও ঘুম ভাঙল না। কি ঘুম বাবা তোমার।"

মার ডাকে নির্ম্মল চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"কি হয়েছে মা এত ডাকাডাকি কেন?

"একবার দেখ দেখি বাবা—বৌমা কেন এখন এল না, সে ত কখন গঙ্গা নাইতে গেছে এত দেরী ত কখন করে না।"

"হয় ত কোন পরিচিতার সঙ্গে দেখা হয়েচে মেয়েমানুষের কাণ্ড ত বসে বসে গল্প করচে। তা ছাড়া ভাবনার কারণ কি রয়েছে! কোচম্যান রয়েচে সেখানে। কোন বিপদ আপদ হলে সে ও ত সাহায্য করবে।

বাহির হইতে একজন ঝি বলিল—"আমার বোধ হচ্ছে যেন কোচ-ম্যান ফিরে এসেছে। তাকে যেন আস্তাবলে দেখ্‌লুম।"

নির্ম্মল বলিল—"সত্যি দেখেছ তুমি? তার ত ফিরে আসার কথা নয়। কারুকে খবর দাও দেখি, তাকে ডেকে আনুক।"

একজন চাকর কোচম্যানকে ডাকিয়া আনিল। নির্ম্মল তাকে প্রশ্ন করিল—"তুমি কেবল একা এলে কেন?"

কোচম্যান বলিল—"কি করব বাবু, গঙ্গার ঘাটে নেমে বৌমা বল্‌লেন, আমায় গাড়ী নিয়ে চলে আস্‌তে।"

"কেন চলে আস্‌তে বল্‌লেন?"

"তা কেমন করে জান্‌ব।"

"সেখানে কেউ ছিল?"

"না, সেখানে আর কেউ ছিল না।"

"তুমি কতক্ষণ এখানে এসেছ ?"

"প্রায় দেড়ঘণ্টা হবে।"

"আমাদের খবর দাওনি কেন ?"

"তিনি ত আস্‌বেন খানিক পরে সেই ভেবে আর খবর দিই নি।"

নির্ম্মলের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিল বটে, কিন্তু তার কথা বলার ধরণে, তার মুখের ভাবে তার কেমন একটা সন্দেহ হইল। কিন্তু তার উপর সন্দেহের কথা প্রকাশ করিল না। বলিল—"চল তা হ'লে আমায় দেখাবে কোথায় সে তোমায় ফিরে আস্‌তে বলেছিল।"

অমনি চাকরকে মটর তৈয়ারী করিবার জন্য সংবাদ দিতে বলিল। নিজে কাপড় চোপড় পরিয়া প্রস্তুত হইল। সকালে উঠিয়া চা খাওয়া অভ্যাস আজ আর তাও হইলনা। চা তৈয়ারী করিয়া দিবার লোক যে আজ নাই। মা কে বলিল—মা তাহ'লে সন্ধান করে আসি।" তারপর কোচম্যানকে সঙ্গে করিয়া মোটরে গিয়া বসিল, এবং ড্রাই-ভারকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইতে বলিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছাইতে বেশী দেরী হইল না। নির্ম্মল সেইখানে নামিয়া কোচম্যানকে বলিল—"কোথায় দাঁড়িয়ে তোমায় ফিরে যেতে বলেছিল ?"

"এইখানে বাবু।"

নির্ম্মল তখন গঙ্গার ঘাটের চারিদিকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। এতখানি বেলা হইল সে বাড়ীতে ও গেল না, অথচ ঘাটেও নাই তবে সে কোথায় গেল ? অপর কোথাও যাইবার কথা থাকিলে সে তার অনুমতি না লইয়া ত যাইবে না ? তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হয় নাই ত ? সে অমনি মোটরে উঠিয়া বলিল—"থানায় নিয়ে চল।"

থানায় পৌঁছিয়া নির্ম্মল পুলিশকে খবর দিল। সেখানকার দারোগা নির্ম্মলের পরিচিত। তাহাকে খাতির করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি এত সকালে যে?"

নির্ম্মল বলিল—"ভাই আমি বড় বিপদে পড়েছি। ভোর বেলা আমার স্ত্রী গঙ্গা নাইতে গিয়েছেন, এখনও সে বাড়ী যায় নি। সে এই রকম রোজই যায়। তার জন্য গাড়ী আছে। গাড়ী গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকে—সে গঙ্গা নেয়ে আমার গাড়ী করে চলে আসে। আজ কোচম্যান বল্‌চে, তিনি বাড়ীতে গাড়ী নিয়ে চলে আস্‌তে বলেছিলেন। অথচ কেন যে বলেছিলেন তার কোন কারণ বল্‌তে পার্‌চে না।"

পুলিশ নির্ম্মলকে প্রশ্ন করিয়া তার কাছে আরও অন্য খবর জানিয়া লইল। তারপর বলিল—"আমি একবার কোচম্যানকে চাই।"

নির্ম্মল বলিল—"বেশ ত সে ত গাড়ীতেই রয়েচে তাকে ডাকিয়ে আনুন।"

তাকে ডাকিবার জন্য একজন লোক পাঠান হইল কিন্তু খবর পাওয়া গেল সে গাড়ীতে নাই। তিনি শুনিয়া বলিলেন—"যাক ও ঠিক হয়েচে, আর কি তাকে পাওয়া যায়। সে সরে পড়েচে। এত বড় কলকাতা সহরে তাকে এখনি কি ধরা সহজ! আপনি তাকে বুদ্ধি খরচ করে যেমন এনেছিলেন—তেমনি যদি এখানে সঙ্গে করে আস্‌তেন, তবে বুদ্ধিটা পাকা হতো। যাক এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আপনার স্ত্রী বিপদে পড়েছে। আর কোচম্যান ও আর সঙ্গে জড়িত। তাকে পেলে—খোঁজ করার সুবিধা হত। একটা বড় সুযোগ হারান গেল। যাক এখন আমাদের খোঁজ কর্‌তে হবে কোথায় যাওয়া সম্ভব। আমি ডিটেক্টিভ পুলিসকে খবর দিয়ে তারই হাতে এই কেশটা দিয়ে দিই। তাতে খোঁজ করার সুবিধা হবে। আপনার বোধ হয় তাতে আপত্তি নেই?"

"না আমার আপত্তি কি জন্য থাক্‌বে ?"

"বেশ, তা হ'লে আপনি যান, আমি সে সব ব্যবস্থা করচি। বিকাল-বেলা তাঁকে নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব এখন।"

"আচ্ছা ভাই তুমি তাহ'লে বিশেষ যত্ন নিয়ে যাতে শীগ্‌গির একটা কিনেরা হয় তার চেষ্টা কর।"

"নিশ্চয়! আপনার এই বিপদ আর আমি সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করব না? একি একটা কাজের কথা? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান। অনেক বেলা হয়েচে।"

"আচ্ছা ভাই তা হলে আসি,নমস্কার।" বলিয়া নির্ম্মল গাড়ীতে উঠিল।

নির্ম্মল যখন বাড়ী আসিয়া পৌছিল তখন বেলা বারটা। মা শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু খবর পেলি ?"

"না মা কিছু খবর পাই নি। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি। সে ত বল্‌লে বোধ হয় কোন বিপদে পড়েছে। আমি যখন পুলিশের সঙ্গে ঘরের ভেতর কথা কইচি, সেই অবসরে কোচম্যানটা কোথায় চলে গেছে। পুলিশ বল্‌লে সেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তাকে পাওয়া গেলে খুব সুবিধা হত! ডিটেক্‌টিভের হাতে কেশ দিয়েছে, ওবেলা আবার সবাই আস্‌বে আমার বাড়ী।"

"যাক—বেশ হল। আমি বারণ করেছিলুম ওরকম ভাবে গঙ্গা নাইতে যেও না, তা সে ত আমার কথা শুন্‌ত না। নিজে যা ভাল বুঝত তাই করত,সেই বলে গুরুজনের কথা না শোন কাণে—এখন ভুগুগ তার ফল।"

মার কথায় কোন জবাব না দিয়া নির্ম্মল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মা বলিলেন আর এখন চুপ করে ভেবে কি হবে বাবা, যান কাপড় ছেড়ে নেয়ে ফেল; তারপর দুটো খা। এতখানি বেলা অবধি ঘুরে ঘুরে মুখ শুকিয়ে গেছে।

মার কথায় নির্ম্মল উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কোন কাজে আর তেমন মন লাগিতেছিল না। নর্ম্মদা বিহনে তার সবই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। সে ঘরের প্রত্যেক জিনিষের সঙ্গে যে নর্ম্মদার স্মৃতি জড়িত আছে। আপনার কাপড়গুলি তারই হাতের গোছান, আল্‌মারির বইগুলি তারই হাতের সাজান ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রগুলি তারি হাতের গোছান এখনও তেমনি আছে। নির্ম্মল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গায়ের জামা খুলিয়া আন্‌লায় রাখিয়া দিল। তার পরে স্নান করিতে বাহির হইয়া গেল।

খাওয়া শেষ করিয়া যখন ঘরে আসিয়া বসিল, তখন বেলা দুটো বাজিয়া গিয়াছে। এতখানি বেলায় সে কখনও খায় না। তার মনে পড়িল, এই সময় নর্ম্মদা তার কাছে আসিয়া বসিত, দুজনে কত গল্প হইত। এই সময় বড় সুখে কাটিত। কিন্তু হায়রে সে আজ কোথায়? নর্ম্মদা যদি দুর্বৃত্তের হাতে পড়িয়া থাকে তবে না জানি কত কষ্টই হইতেছে! হয়ত তার উপর কত অত্যাচার করিতেছে। সে এত যন্ত্রণা সহিতে পারিবে কি? তারপর আবার তাকে উদ্ধার করিতে পারিবে কি? তাই বা কে জানে? হয়ত এ জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হইবে না।

তার ইচ্ছা হইল এখন বাড়ী থেকে বাহির হইয়া যায়। কেননা এখানে থাকিলেই তার বেশী যন্ত্রণা হইবে। কিন্তু বিকাল বেলা পুলিশ আসিবার কথা, সেইজন্য বাহিরে যাইতে পারিল না। সেইখানে বসিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা—নির্ম্মল খবর পাইল পুলিশ আসিয়াছে। সে বাহিরে আসিয়া বৈঠকখানার ঘরে তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তার বন্ধু অপর লোকটীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ইনি" হলেন

ডিটেক্‌টিভ, এঁরই হাতে কেশটা দিন। আমি আশা করি ইনি কৃতকার্য্য হবেন।"

নির্ম্মল বলিল—"তা হলে ত নিশ্চিন্ত হই। আপনি যদি সফল হন, আমি নিজে আপনাকে পুরস্কার দেব। তারপর আপনি গবর্ণমেণ্টের কাছে যদি কিছু পান ত পাবেন।"

তিনি বলিলেন—"যাক—সবই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। অবশ্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, দেখি কি হয়।"

তারপর আরও কথাবার্ত্তার পরে, তাঁহারা কতকগুলি কথা জানিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

———

[৮]

ঘরের ভিতরে বসিয়া নর্ম্মদা নানা কথা ভাবিতেছিল। আজ পাঁচ ছদিন সে এমনি ভাবে বন্দিনী আছে। মুক্তির কোন আশা পায় নাই। সে ভাবিতেছিল, হঠাৎ মানুষকে বিশ্বাস করার মতন এমন অন্যায় আর কিছুই নাই।

এই কয়দিনে তার শরীরেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ঘরে আবদ্ধ থাকায়, অত্যন্ত চিন্তায় তার এতখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যে সে একমাস রোগ ভোগ করিয়াছে।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। একটা আলো হাতে করিয়া গোলাপ ঘরে ঢুকিল। ঘরের এক কোণে আলোটা বসাইয়া রাখিয়া সে তার কাছে

গিয়া বসিল। তারপর মৃদু হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আমি যা বলছি শোন, তোমার ভাল হবে।"

নর্ম্মদা মিনতি করিয়া বলিল—"মাপ কর আমায়, আমি তা পারব না।"

তবুও সে নিরুৎসাহ হইল না। বলিল—"নিতাইয়ের অবস্থা তোমার স্বামীর চেয়ে অনেক ভাল, সে যখন তোমায় পাবার জন্য এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করছে, তখন তোমার এ রকম করা ত ভাল দেখায় না। তোমার এখন সতীত্ব সতীত্ব করে চেঁচালে চল্‌বে না; যখন তোমায় ধরে নিয়ে এসেছে, তখন লোকের চক্ষে, তুমি অসতী হয়েচো। তুমি কি মনে কর আবার তুমি স্বামীর সংসারে ফিরে যেতে পারবে? তোমায় নেবে না, বাড়ীতে ঠাঁই দেবে না। তোমায় নানা দুঃখ পেতে হবে। হয়ত কোথাও গতর খাটিয়ে খেতে হবে, না পাবে জীবনে সুখ, না পাবে শান্তি। তার চেয়ে আমি যা বল্‌ছি তা কর, সুখে থাক্‌বে।"

নর্ম্মদা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"আমি বলচি, তা আমি পারব না। তুমি কেন আমায় বিরক্ত করচ? আমায় স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দাও। তিনি নিন বা না নিন, সে আমি বুঝব। তোমাদের সে সব ভাব্‌বার দরকার নেই।"

"তোমার ভাল হবে তাই বলছিলুম, নয়ত আমার আর কি? দেখে সুখ। তখন বল্‌বে যে হাঁ গোলাপীর বুদ্ধি আছে। এখনও ভাল করে ভেবে দেখ। নয়ত এই অন্ধকার ঘরে পচে মরতে হবে তা বলে দিচ্ছি।"

নর্ম্মদা কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া বলিল—"অন্ধকার ঘরে পচে মরা চের ভাল। তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও। লজ্জা করে না তোমার এই সব কথা কইতে। অনেক পাপ ত করেছ—আর কেন?

তোমায় কি মর্‌তে হবে না? এটা ঠিক জেনো, তোমার পাপের সাজা পাবেই।"

নর্ম্মদার এই সব কথায় গোলাপের মনে কিছুমাত্র দাগ বসিল না। সে বলিল—"আচ্ছা এখন মিনতি করচি, এরপর দেখ্‌বে কি হয়। নিতাইকে বলব—সে জোর করে তোমার সতীত্ব নষ্ট করবে। দেখি তুমি কেমন করে নিজেকে রক্ষা কর্‌তে পার। এমন বাড়ী এ, তুমি চীৎকার করলেও কেউ শুন্‌তে পাবে না।"

নর্ম্মদা কাঁদিয়া ফেলিল। সে বলিল—"আমি ত এমন কোন অপরাধ করিনি, আমার উপর তোমাদের এরকম অত্যাচারের কারণ কি? একজনের সতীত্ব নষ্ট করে তোমাদের লাভ কি? তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি আমায় ছেড়ে দাও, ভগবান তোমার ভাল করবেন। আমি আমার স্বামীর কাছে আবার ফিরে যাই।"

বাঘকে বৈষ্ণব হইতে অনুরোধ করা যেমন বিফল, তেমনি তার এ অনুরোধও তেমনি বিফল হইল। সে নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া রহিল। তারপর হাসিয়া বলিল—"যাক—এখনও তোমায় ভাব্‌তে সময় দিলুম। কাল আবার আস্‌ব—যা হয় জবাব দেবে। ভেবে দেখো, সমাজ তোমায় ত্যাগ কর্‌বে, আর আমরা তোমায় মাথায় করে রাখব। তুমি সমাজে হেয় হয়ে থাক্‌বে, কি এখানে সম্মানের সঙ্গে বাস কর্‌বে!" আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। নর্ম্মদা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

খানিক পরে নিতাই ঘরে ঢুকিল। তাড়াতাড়ি গিয়া পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"নর্ম্মদা! তুমি আর আমায় কষ্ট দিও না। তোমায় না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব, আমায় দয়া কর। তুমি জাননা আমি তোমায় কত ভালবাসি। চিরজীবন তোমার দাস হয়ে থাকব।

নর্ম্মদা জোর করিয়া পা দুটী টানিয়া লইয়া বলিল—"এত অপদার্থ তুমি! তুমি এসেছ একটা নারীর পা ধর্‌তে? লজ্জা করে না তোমার? যাও আমার সাম্‌নে থেকে। মরে যাই সেও ভাল। আমি তোমার ঐ ঘৃণিত প্রস্তাবে রাজী নই।"

নিতাই পুনরায় মিনতি করিয়া বলিল—"তোমার কথা শুনে আমার বুকে শেল হান্‌চে। তোমায় নাকি নিতান্ত ভালবাসি, তাই তোমায় এত অনুরোধ কর্‌চি। আবার বলচি আমায় দয়া কর।"

"পুনরায় বল্‌ছি, বার বার আমার সামনে ওসব কথা মুখে এনো না। যাও—আমার সুমুখ থেকে।"

এইবার নিতাইয়ের ভদ্রতার খোলস খুলিয়া গেল। সে বলিল—"মিনতি করে বল্‌লুম, পায়ে পর্য্যন্ত ধর্‌তে চাইলুম তা হল না। এইবার গায়ের জোরে তোমায় অপমান করব দেখি এখানে কে তোমায় রক্ষা করে।"

নর্ম্মদার বুক দুর দুর করিয়া উঠিল, কিন্তু তখনি যেন মনে মনে কি শক্তি অনুভব করিল। সে তখনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"খবরদার আমার সাম্‌নে এস না, হয় তুমি মর্‌বে, না হয় আমি মরব। ভেবনা এখানে কেউ নেই, আমার ভগবান আছেন, তিনিই আমায় এই অন্যায় থেকে রক্ষা করবেন।"

তার পাশব প্রবৃত্তি দমিয়া গেল। সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে নিজের মধ্যে যেন একটা দুর্ব্বলতা, একটা আশঙ্কা অনুভব করিল। সে ভাবিল—ভয়ানক বাড়াবাড়ি হইয়াছে, এখন থাক। অন্য একদিন চেষ্টা করিয়া দেখিবে। এই ভাবিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।"

নর্ম্মদা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল এখান থেকে

উদ্ধার পাইবার কোন উপায় আছে কি না। যে স্থানে তাকে আনিয়াছে। পুলিশ হাজার চেষ্টা করিলেও বোধ হয় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। তারপর ইহারা হয়ত পুলিশকে হাত করিতেও পারে। এখন দুটী মাত্র উপায় তার আছে—এক কোন উপায়ে পালান বা স্বামীকে খবর দেওয়া, আর নয়ত আত্মহত্যা করা।

---

[৯]

পরদিন ঝি খাবার দিতে আসিয়া বলিল—"এ রকম করে কতদিন থাক্‌বে মা?"

"যতদিন কাটে।"

"কিন্তু না খেয়ে ত বাঁচবে না মা!"

"বাঁচতে ত চাইনা ঝি। এ রকম জীবন রেখে লাভ কি? যত শীগ্‌গির এ জীবন যায় ততই ভাল।"

"কি জানি মা, তোমার কি মতলব। এরকম ধরে আনা ত আর নতুন নয়। মাঝে মাঝে এক একজনকে এখানে আনে। নতুন এসে দিন কয়েক কাঁদা কাটা করে, খেতে চায় না, তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। তখন ওরা এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে ভাল করে খেতে দেয়, ভাল কাপড় চোপড় দেয়, তার পর নিজের পথ বেছে নেয়। কিন্তু এতদিন হল তোমার কিছু পরিবর্ত্তন দেখলুম না।"

"স্বামীর কাছ থেকে, আত্মীয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে আন্‌লে মনের

অবস্থা কি রকম হয়, তা তুমিই বল দেখি? তারপর এই কুপ্রস্তাব। কেন নারী কি এতই খেলার জিনিষ, এতই হেয়, সে কেবল ইন্দ্রিয় লালসা তৃপ্তি করবে! তুমি জাননা কি আমি দিন রাত্রি কি রকম যন্ত্রণা ভোগ করচি। যখন আমার কাছে পাপ প্রস্তাব করতে শুনি, তখন আমার মনে হয়, আমার কানে কে যেন গলিত শীষা ঢেলে দিলে!"

"কিন্তু এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায়ও ত নেই মা!"

"আছে, নিশ্চয় আছে। তা না হলে বল্‌ব ভগবান নেই। আমার মনে হয়; তোমার একটু প্রাণ আছে, আমার একটা কথা রাখ্‌বে? যদি করতে পার, তা হলে আমার যে কি উপকার করা হবে, তা আর কি বল্‌ব।"

"কি বল।"

"আমি একটী কাজ বল্‌ব সেইটী করবে। সেটা তোমার খুব গোপন রাখ্‌তে হবে, এর জন্য তুমি বখ্‌শিশ পাবে। এখন আমার তাগা জোড়াটা তোমায় দেব, এর পর বাড়ী গিয়ে স্বামীকে বলে, তোমায় নগদ হাজার টাকা দেব। তোমায় এ জীবনে আর এ জঘন্য চাকরী করতে হবে না। তা ছাড়া সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য, যদি তুমি সাহায্য কর, তবে ভগবানও তোমার মঙ্গল করবেন।"

ঝি অনন্ত জোড়াটীর দিকে চাহিয়া বুঝিল উহা দামী।

ঝি বলিল—"কি কাজ কর্‌তে হবে মা?"

ঝির উত্তরে নর্ম্মদার প্রাণটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে বলিল—"আমায় একখানা চিঠির কাগজ, একখানা খাম, আর একটা পেনশিল এনে দেবে। আমি একখানা চিঠি লিখে দেব, সেইটা আমার স্বামীর কাছে পৌছে দেবে, আর তাঁর জবাব আন্‌বে।"

"আচ্ছা মা তা করব। তবে দেরী হবে। কেননা জানত কি রকম

লোক ওরা, সুবিধা মত সময় বুঝে আনতে হবে। তারপর রাত্রি বেলা কাজ শেষ করে বাড়ী যাবার সময় এই চিঠি পৌঁছে দেব। তবে খুব সাবধানে করতে হবে, জানতে পারলে মেরে ফেলবে।"

"আচ্ছা তুমি সময় বুঝে এনো তা'হলেই হবে।"

ঝি বলিল—"তা হলে চললুম এখন মা, সুবিধা হলে বলব।"

ঝি চলিয়া গেলে নর্ম্মদা জোড় হাতে ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলিল—"হে ভগবান আর আমায় কষ্ট দিও না প্রভু। তুমি ঝির সুমতি দিও, যেন আমার উদ্ধার হয়।"

পরদিন সন্ধ্যার সময়, ঝি তাহাকে একখানা চিঠির কাগজ, খাম ও পেনসিল আনিয়া দিল। বলিল—"খুব সাবধান যেন ওরা জানতে না পারে। কাল ওরা কালিঘাট যাবে, সেই সময় চিঠি নিয়ে গিয়ে একবারে জবাব নিয়ে আসব। কি জানি যদি রাত্রে দেখা না পাই।"

ঝির হাতে আলো ছিল সেই আলোয় নর্ম্মদা তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল। তারপর চিঠিখানা খামে ভরিয়া উপরে ঠিকানা লিখিয়া দিল। বলিল—"উপরে ঠিকানা দেওয়া রইল, লোককে জিজ্ঞাসা করে নিও কোন বাড়ী?"

ঝি তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লুকাইয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলা তাহাদের কালিঘাট যাইবার কথা। সে মনে করিল, এইবার বোধ হয় সে যাইবে।

সেদিন দুপুরবেলা আহারের পর নির্ম্মল বিছানায় শুইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল, আজ কয়দিন হইল নর্ম্মদার কোন খোঁজই মিলিল না, মিলিবে কি না তাইবা কে জানে? অবশ্য মা বলিয়াছেন, যে নারী একবার ঘরের বাহির হইয়াছে তার সন্ধান না মিলিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না, সে কথাও অবশ্য মিথ্যা নয়। তবু একটা খোঁজ করা,

এবং অপরাধীর সাজা দেওয়া দরকার। নির্ম্মল এই সব কথা ভাবিতেছে এমন সময়ে ঝি সেই ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল—"একজন মেয়েমানুষ আপনার নামে চিঠি এনেছে।"

নির্ম্মল একটু আশ্চর্য্য হইয়াই বলিল—"তাকে নিয়ে এস এ ঘরে।"

তথনই নর্ম্মদার প্রেরিত ঝি ঘরে ঢুকিয়া নির্ম্মলের হাতে সেই চিঠিখানি দিল, ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা থেকে আস্চো ?"

সে বলিল—"বাবু ঐ চিঠিখানা পড়ে দেখ্লেই সব বুঝতে পারবেন।"

নির্ম্মল চিঠিখানা খুলিয়া দেখিল—সেখানি নর্ম্মদার লেখা। আনন্দের আতিশয্যে সে লাফাইয়া উঠিল। তখনি চিঠিখানা পড়িয়া সব ব্যাপার বুঝিল। অমনি একখানা চিঠির জবাব দিয়া ঝির হাতে দশটা টাকা দিয়া বলিল—তুমি আমার বড় উপকার করেছ এই টাকা তোমার বকশিস। এই চিঠিখানা দিলুম, নিয়ে গিয়ে দাওগে। আমিও এখুনি যাচ্ছি।" ঝি চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলও পুলিশকে সংবাদ দিতে বাহির হইল।

সেইদিন দুপুর বেলা ঝি যখন খাবার দিতে আসিল। সেই সময় তার চিঠির জবাব আনিয়া দিল। লেখা দেখিয়া বুঝিল তার স্বামীর লেখা। তার যে কি আনন্দ হইল তা সেই জানে। হাত হইতে তাগা জোড়াটা খুলিয়া ঝির হাতে দিয়া বলিল—"এই নাও তোমার বক্শিস। আমি বাড়ী গেলে আমার সঙ্গে আবার দেখা করো।"

তাগা জোড়াটা লুকাইয়া ঝি বাহির হইয়া গেল। নর্ম্মদা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল, কখন তার স্বামী উদ্ধার করিতে আসিবেন।"

পুলিশ নির্ম্মলের মুখে সব শুনিয়া বলিল, "কেমন করে আপনি জান্তে পারলেন ?"

"আমার স্ত্রী নিজে চিঠি লিখেচে।"

"তা হলে আর দেরী করার দরকার নাই, এখুনি যাওয়া যাক চলুন।"

তারা সকলে যাত্রা করিল। যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল।

বাদাম, গোলাপ, ও নিতাই, সেইমাত্র কালিঘাট থেকে ফিরিয়াছে। তারা বসিয়া বসিয়া নানা গল্প করিতেছে। এমন সময় পুলিশের ইন্সপেক্টর, নির্ম্মল এবং আরও দুই একজন পুলিশ গিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

পুলিশ দেখিয়া তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহারা সব ব্যাপার জানিতে পারিয়াছে। তবুও মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"কি চান আপনারা?"

ইন্সপেক্টার কর্কশস্বরে বলিল—"কি চাই তা জান তোমরা। স্ত্রীলোকটীকে কোথা রেখেছ শীঘ্র বার করে দাও।"

বাদাম বলিল—"আমার বাড়ী স্ত্রীলোক! কি বল্‌ছেন আপনি! না আমার বাড়ী স্ত্রীলোক কেউ নেই!"

"নেই? আচ্ছা আমরা সব ঘর দেখ্‌তে চাই। সব ঘরের তালা খোল।"

বাদাম দেখিল—আর কোন উপায় নাই; কাজেই ঘর খুলিয়া দিতে হইল। ইন্‌পেক্টার নির্ম্মলকে বলিল—"আপনি ভেতরে গিয়ে তাঁকে বার করে আসুন।"

নির্ম্মল ঘরের ভিতর, ঢুকিয়া দেখিল, নর্ম্মদা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সম্ভবতঃ সে বাহিরের গোলমাল শুনিতে চেষ্টা করিতেছিল। তার পরণের বস্ত্র মলিন, তার দেহের অবস্থা দেখিবার সুযোগ হইল না।

নির্ম্মল বলিল—"বেরিয়ে এস তুমি।"

স্বামীর কথায় সে বাহির হইয়া আসিল। তার আর কোন ভয় নাই। সে যে এখন স্বামীর সঙ্গে মিলিতে পারিয়াছে। বাহিরে আসিয়া দেখিল পুলিশ ততক্ষণে, বাদাম, গোলাপ ও নিতাইয়ের হাতে হাত কড়া লাগাইয়াছে।

বাদাম ও গোলাপ সুর তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওরে নিতাই মুখপোড়া রে, তোর মনে এই ছিল রে—

পুলিশ চীৎকার করিয়া বলিল—"চুপ করে থাক্, ফের চীৎকার করলে মজা দেখ্‌তে পাবি—"

তারা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিতাই চুপ করিয়াছিল। কেননা সে বুঝিয়াছিল, অনর্থক কথা বলিয়াও কোন লাভ হইবে না। সব যখন প্রকাশ পাইয়াছে তখন মোকর্দ্দমার সময় যা হয় হইবে।

পুলিশ তখন ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আরও অন্যান্য জিনিষ নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। একস্থানে এক বাক্স মদ বাহির হইয়া পড়িল, তাহা পুলিস লইয়া গেল।

ইনেস্পেক্টর নির্ম্মলকে বলিল—"আপনি এখন স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী চলে যান। আমরা এদের নিয়ে থানায় যাই।"

———

গাড়ীতে উঠিয়া নর্ম্মদা স্বামীর চরণে প্রণাম করিল। নির্ম্মল বলিল—"এ কদিন তুমি বড় দুঃখই পেয়েছ। না?"

নর্ম্মদার চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল। তার দুঃখের কি সীমা ছিল? আজ কতদিন পরে স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে—তাই তাঁর মুখে সমবেদনার কথা শুনিয়া তার মনের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। চোখের জলে তার কণ্ঠরোধ হইল। খানিক পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"যত দুঃখই পেয়ে থাকি, এখন আর কোন দুঃখ নেই। কেন না আবার তোমায় পেয়েছি।"

নির্ম্মল বলিল—"সেখানে কি খেতে নর্ম্মদা?"

"প্রায় কিছুই খেতুম না। যখন খুব ক্ষিধে পেত—তখন একটা মিষ্টি খেয়ে এক গ্লাস জল খেতুম। তবে যেদিন মুক্ত হবার সম্ভাবনা হ'ল সেদিন কিছু খেয়েছিলুম। শুধু কি খাওয়া—রাত্রিতে ঘুম হত না—সর্ব্বদাই দুর্ভাবনা হত।"

"আচ্ছা তোমার—আমার জন্য ভাবনা হত?"

"ভাবনা আবার হত না? বেশ তুমি। তুমি কি বলে ধারণা করলে যে আমি তোমার জন্য ভাবিনি।" তারপর নির্ম্মল সেদিন নর্ম্মদা বাড়ীতে না পৌছান শুনিয়া কি কি করিয়াছিল সব কথাই বলিল।

নর্ম্মদা সমস্ত কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিল—"আচ্ছা মা কি বল্‌লেন?"

মীর কি মতামত, তা সে ভাল রকমই জানিত। কেননা তাঁর

কথাবার্ত্তায় সে যা বুঝিয়াছে, তাতে তিনি বোধ হয় নর্ম্মদাকে আর ঘরে ঠাঁই দিবেন না। কিন্তু সে কথা গাড়ীতে বলিয়া তার মন খারাপ করিতে তার প্রবৃত্তি হইল না। তাই সে বলিল—"মা বিশেষ কিছুই বলেন নি, কেবল খোঁজ করার কথা বলেছিলেন—আর রোজই খবর নিতেন, কোন খোঁজ হল কি না।"

নর্ম্মদা ভাবিল—তাহা হইলে মাও বোধ হয় কিছু বলিবেন না। সে এতক্ষণ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়ী ক্রমশঃ বাড়ীতে আসিল। নির্ম্মল গাড়ী থেকে নামিয়া সরাসর মার কাছে চলিয়া গেল। নর্ম্মদা নিজের ঘরে গেল। মা ঘরের ভিতর কাজ করিতেছিলেন, ছেলের সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৌমাকে কি সেখান থেকে আনলি ?"

"হাঁ মা।"

"তা বৌমাকে বাড়ী আনলি কি বলে ?"

নির্ম্মল যা ভয় করিয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। তবুও সে বলিল—"কেন মা বাড়ী আনতে দোষ কি ?"

মা মহামায়া রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন—"তুই কি পাগল হলি নির্ম্মল, আন্তে দোষ নেই! আমাদের বাড়ীর বৌ বাইরে কোথায় এতদিন কাটিয়ে এল, তাকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া! একটা কলঙ্কিনী বৌয়ের জন্য আমাদের বংশ মর্য্যাদা সব খোয়াব ?"

নির্ম্মল বলিল—"কিন্তু মা ওর কোন দোষ নেই।"

"দোষ নেই কি রকম ? ওরই সম্পূর্ণ দোষ। মেয়ে মানুষের একা ওরকম ভাবে বেরুনই অনুচিত। তখন আমি, কত বারণ করেছিলুম তা কি শুনেছিল ? তারপর ওকে ছুটো বেশ্যায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল,

এ সব কথা সবাই শুন্‌বে। ও যে নিষ্পাপ তা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি নিজেও তা বিশ্বাস করতে পারচি না।"

"তা হলে কি করব ?"

"কোন জায়গায় রেখে এস। আমি একদণ্ড ও ঘরে জায়গা দেব না। তা তুমি যাই মনে কর।"

নির্ম্মল মার কথায় বড় বিপদে পড়িল। সে যে কলঙ্কিনী নয় সে কথা বড় গলায় সে বোধ হয় প্রচার করিতে পারিবে না। অথচ স্ত্রীকে এ রকম ভাবে ত্যাগ করিতে মন সরে না। একটুখানি আগে যে তারে বলিয়াছিল—'যখন তোমায় পেয়েছি, তখন আর আমার কোন দুঃখই নেই।' যে তাকে এতখানি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে—তাহাকে সে কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে ? সে যে তার বড় আদরিণী।

নর্ম্মদা কাপড় চোপড় ছাড়িয়া শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার জন্য ঘরের বাহির হইতেছিল। নির্ম্মল গিয়া বলিল—"মা বল্‌চেন, তোমার এখানে থাকা হবে না। চল, আমার এক বন্ধু মণিমোহনের বাড়ীতে তোমায় রেখে আসিগে।"

স্বামীর কথা শুনিয়া তার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে সেইখানে বসিয়া পড়িল। ভাবিল কি সর্ব্বনাশের কথা। তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। কেন ? সে কি অপরাধ করিয়াছে ? আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—"তুমি একটু বস আমি একবার মার কাছে যাই—দেখি তিনি কি বলেন।"

"বেশ ত যাও তাঁর কাছে। যদি তাঁর মত করতে পার ত ভালই হয়।"

স্বামীর অনুমতি পাইয়া সে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। তিনি তখন ভাঁড়ার ঘরের ভিতর কাজ করিতেছিলেন, তার সাড়া পাইয়া বলিলেন—"ওইখানে দাঁড়িয়ে থাক ঘরের ভিতর ঢুকো না।"

সে আজ এত অপবিত্রতা যে ঘরের ভিতর ঢুকিলে ঘরের জিনিষ অপবিত্র হইবে। কিন্তু সে সব কথা ভাবিলে ত চলিবে না। সে চোখের অশ্রু মুছিয়া বলিল—"আমায় ত্যাগ করলেন কেন মা, কি অপরাধ করেছি আমি ?"

মহামায়া জবাব দিলেন—"কি করবো বল দোষ তোমার নয়—তোমার অদৃষ্টের। কিন্তু আমি তোমায় কেমন করে ঘরে ঠাঁই দেব ? লোকে আমায় কি বল্‌বে ?"

নর্ম্মদা বলিল—"মা আমি শপথ করে বল্‌তে পারি আমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, আমার কোন দোষই নেই।"

"তা হয়ত হতে পারে, সে না হয় আমি বিশ্বাস কর্‌লুম ; কিন্তু আমাদের আত্মীয় স্বজন তা বিশ্বাস করবে কেন ? তা ছাড়া তোমায় যে তারা ধরে নিয়ে গেছে, সেই একটা ভয়ানক দোষ। তোমার মতন কত স্ত্রীলোক গঙ্গা নাইতে যাচ্ছে কই কারুকে নিয়ে গেল না—আর তোমাকে নিয়ে যাওয়ার মানে কি ?"

"এর আর মানে কি মা ?"

"আমার মনে হয় তুমি ইচ্ছে করে গিয়েছিলে।"

"তা নয় মা,তারা আমায় চাতুরী করে নিয়ে গিয়েছিল। আমার গাড়ী চলে এসেছিল—কেন চলে এসেছিল তা জানিনে, অবশ্য তাকে জিজ্ঞাসা করলে জান্‌তে পারবেন, সেজন্য তারা বলে—আমাদের গাড়ীতে করে তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেব। তাদের বিশ্বাস করে গাড়ীতে উঠাই আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল। তাদের ষড়যন্ত্র ছিল—তারা ওখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে। "অবশ্য আমার দোষ হয়েছিল বটে, তা সে লোককে বিশ্বাস করে। তারা ঘাটে রোজ খুব দান ধ্যান করত, কথাবার্ত্তা বেশ ছিল—তারা বল্‌ত—তাদের বাড়ী এই ধারেই—কাজেই

তাদের বিশ্বাস করেছিলুম। কিন্তু মা আমি এখনো বড় গলায় বলছি, তারা আমার সতীত্বের অবমাননা করতে পারে নি।"

"আমিও তা না বলছি না। হয়ত তোমার কথা সত্যি হতে পারে। কিন্তু জানত—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতাও কলঙ্কের হাত এড়াতে পারেন নি।"

নর্ম্মদার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল—"তবে কি মা সত্যই আমায় ত্যাগ করলেন? আমার কি হবে মা?"

মহামায়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন—"তা ছাড়া আর উপায় কি?"

নর্ম্মদা শাশুড়ীর পা ধরিতে গেল—মহামায়া তিন হাত পিছাইয়া গিয়া বলিলেন—"ছুঁয়ো না আমায় বলছি, এই অবেলায় নাইতে পারব না।"

নর্ম্মদা বলিল—"হাঁ মা, আমি কি তোমার বাড়ীর ঝির চেয়েও অধম?"

"তা নয়ত কি?"

নর্ম্মদা বুঝিল আর কোন উপায় নাই, তাই সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"তা হলে মা চললুম। যদি ভগবান থাকেন তা হলে হয়ত একদিন এর বিচার হবে।"

সে স্বামীর কাছে ফিরিয়া গেল। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল?"

"কি আর হবে? তোমায় যা বলেছেন, আমাকেও তাই বললেন। আমাকে এখানে থাকতে দিতে চান না। আচ্ছা তুমিও কি আমায় মা'র কথামত ত্যাগ করবে? তোমারও ধারণা কি আমি অসতী?"

"না আমার সে ধারণা নেই।"

"তা হলে তুমি আমায় এমন করে ত্যাগ করছো কেন?"

"কি করব, মা তোমায় বাড়ীতে ঠাঁই দিতে চান না।"

"কিন্তু এর আগে ত কখন তোমায় এমন ভাবে মার কথামত চল্‌তে দেখিনি। তুমি ত এমন অনেক কাজ করেছ যা মা বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমার বেলাই বা এ রকম কেন? তোমার কি বিবেচনা করা উচিত নয়?"

"কি করব, মার আদেশ পালন করতে আমি ন্যায়ত, ধর্ম্মতঃ বাধ্য।"

"স্ত্রীকে রক্ষা করতে, পালন করতে ও তুমি ন্যায়ত, ধর্ম্মতঃ, বাধ্য। আমি আর বেশী কি বলব, তুমি আমার স্বামী তোমার বিবেক যা বলে তাই কর। আমার কপাল ভেঙেচে তা ত বুঝতে পারছি।" বলিয়া নর্ম্মদা পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিল।

নির্ম্মল বলিল—"কেঁদ না নর্ম্মদা, তোমায় ত আর একবারে ত্যাগ করা হচ্ছে না, এখন দিন কতক যাক, তারপর মার মত করে আন্‌লেই চল্‌বো।"

সরল প্রাণা নর্ম্মদা এবারেও ঠকিল। সে বলিল—"তবে তাই হোক।"

তারপর দুজনে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। সে আর স্বামীর সঙ্গে কথা কহিতে পারিল না। আর চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল।

খানিক পরে গাড়ী গিয়া মণিমোহনের দরজায় দাঁড়াইল। নির্ম্মল ডাকাডাকি করিতে এক চাকর দরজা খুলিয়া দিল। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ীতে আছেন?"

"হাঁ আছেন।"

নির্ম্মল নর্ম্মদাকে বলিল—"আমি আস্‌ছি তার সঙ্গে দেখা করে।"

গাড়ীতে বসিয়া নর্ম্মদা কত কথাই ভাবিতে লাগিল।

চাকর নির্ম্মলকে মণিমোহনের ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। মণিমোহন

ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মণিমোহনের বয়স প্রায় ত্রিশ বছর হইবে। রংটী সুন্দর—দেখিলে সুপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। কেবল নাকের মাঝখানটা একটু উঁচু। সে কখন উচ্চ শব্দ না করিয়া হাসিতে পারে না, তবে খুব আমুদে ও সরল প্রাণ। মণিমোহন নির্ম্মলকে দেখিয়া খুব খুসী হইয়া বলিল—"কি হে তোমার ব্যাপার কি? আজ কাল তোমার আর দেখা পাবার জো নাই। যাক—এখন কেমন আছ বল।"

"ভাল নয় ভাই। আমি একটা ভয়ানক বিপদে পড়েছি। সেই জন্য কদিন ধরে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি—তাই আর আসিনি। তোমার কাছে বিপদে পড়েই আজ এসেছি।"

মনিমোহন বলিল—"বল আমি তোমার কি করতে পারি?"

সে স্ত্রীর কথা সমস্তই খুলিল বলিল। তারপর বলিল—"মা ত তাকে কোন মতেই ঘরে ঠাঁই দিতে চান না।"

"কেন চান না?"

"তিনি বলেন,—একটা বদনামের পর সেই বৌকে কেমন করে ঘরে ঠাঁই দি। আমার ও ত সমাজের ভয় আছে—আত্মীয় স্বজনই বা আমায় বল্‌বে কি?"

"কিন্তু তোমার কি মত?"

"আমার কি মতামত এখনও স্থির কর্‌তে পারিনি।"

"কেন এমন কি গুরুতর ব্যাপার যে কিছুই স্থির করতে পারলে না। তুমি শিক্ষিত লোক হয়ে তোমার মন এত নীচু হয়ে পড়ল? তুমি মাকে বোঝাতে পারলে না? নিজের স্ত্রীকে এমনি করে ত্যাগ করছো।"

"না আমি ত্যাগ করব না। আমি মনে করেছি মোকর্দ্দমা মিটে

যাক, তারপর মাকে বলে কয়ে দেখি। মা যদি কোন মতেই রাজী না হন, তখন না হয় কারও একটা বাড়ীতে রাখ্‌বো। তাই এখন মতলব করেছি তোমার বাড়ীতে রেখে যাই।"

"আমার যতটুকু সাধ্য আমি তাঁকে সসম্মানে রাখ্‌বো। তবে তোমার মন যে রকম ছোট—অন্ততঃ তোমার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে যা বুঝতে পারছি তাতে আমার মতন লোকের কাছে একা রেখে ভরসা হবে তো? শেষ কালে আমার বাড়ীতে থাকার অপরাধে হয়ত কোন বদনাম দিয়ে একবারে ত্যাগ করবে। ভাই, আমি এখনও তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি, ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখ। স্ত্রীলোক বলে তাঁদের উপর তুমি অন্যায় ব্যবহার করতে পার না।"

নির্ম্মল বলিল—"তোমার উপর সে রকম অবিশ্বাস থাক্‌লে তোমার বাড়ীতে স্ত্রীকে রাখ্‌তে আস্‌তুম না।"

"বেশ তাঁকে গাড়ী থেকে নিয়ে এস। গাড়ীতে বসিয়ে রেখে মিথ্যে কষ্ট দেওয়া কেন?"

"তুমিও চলনা"—বলিয়া নির্ম্মল বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে মণিমোহন ও চলিল। সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নর্ম্মদাকে বলিল—"নেমে আসুন আপনি। আমায় লজ্জা করবেন না—আমায় আপনার লোক বলেই মনে করবেন।"

নর্ম্মদা আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নামিয়া আসিল। মণিমোহন আগে আগে আসিয়া একখানি ঘর খুলিয়া বাতি জ্বালিয়া দিয়া বলিল—"এই ঘরে আসুন।" তারপর নির্ম্মলকে বলিল—'তুমি জিজ্ঞাসা কর যে ঘর পছন্দ হল কি না।"

নর্ম্মদা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরখানি খুব সাজান এবং পরিষ্কার কোথাও এতটুকু ময়লা নাই।

তাই সে বলিল—"হাঁ আমার ঘর বেশ পছন্দ হয়েছে।"

নির্ম্মল মণিমোহনকে জানাইয়া দিল—"হাঁ ঘর পছন্দ হইয়াছে।" মণিমোহন চাকরের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সেখান থেকে চলিয়া গেল। নর্ম্মদা স্বামীকে বলিল—"তুমি আজ এইখানে থেকে যাও।"

নির্ম্মল বলিল—"তা হলে মা অত্যন্ত রাগ করবেন। জান্‌তো তাঁকে! হয়তো একটা কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বেন। তার চেয়ে আজ যাই—কাল আবার আসব এখন।"

"কাণ্ড আবার কি বাধাবেন? তুমি না গেলে তিনি খুব ভাববেন এই তো? বেশত এখানকার এই চাকরকে দিয়ে মাকে একখানা চিঠি লিখে পাঠাও যে আজ যেতে পারবে না। আজ কতদিন তোমায় দেখিনি, আজ আর তোমায় ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। আজ ইচ্ছে হচ্ছে আবার আগেকার মতন তোমার সঙ্গে বসে গল্প করি।"

"না নর্ম্মদা আজ কোন মতেই থাকা হয় না। বরং আবার কাল আস্‌ব।"

নর্ম্মদার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"আমি কি এতই হেয় যে আমার কাছে একদিন থাক্‌লে তুমি পতিত হয়ে যাবে। আজ রাত্রে থাক্‌লে মা রাগ করবেন বল্‌ছ কিন্তু তুমি যে অপর জায়গায় রাত কাটিয়ে আস্‌তে—কই তাতে ত মা কিছু বল্‌তেন না! আর তুমিও ত মার ভয় করতে না? যাক—তোমার মনে যা আছে তাই করবে, আমি বুঝতে পারছি আমার কপাল ভেঙেচে, নইলে তুমিও আমার উপর বিরূপ হও?"

নির্ম্মল এ কথার ভাল উত্তর দিতে পারিল না। সে বলিল—"না—না তা নয়—আমি কাল আবার ঠিক আস্‌ব। তবে চল্‌লুম এখন।"

নর্ম্মদা এবার আর কোন কথা বলিতে পারিল না। সে বাহিরে যাইতে মণিমোহন বলিল—"দেখ নির্ম্মল, আমার বাড়ী স্ত্রীলোক মোটেই নেই। চাকর ঠাকুর—আর আমি। বাড়ীতে এই তিনজন থাকি। তাতে ওঁর ভারি অসুবিধা হবে। তুমি যত শীগ্‌গির পার একটা ঝির জোগাড় করে দাও।"

নির্ম্মল বলিল—"আচ্ছা চেষ্টা করব দেখি কি হয়। আজ আমি চল্লুম।"

মণিমোহন বলিল—"কিন্তু আজ তোমার থেকে যাওয়াই উচিত ছিল। অপরিচিত জায়গায় নতুন এসেছেন—তার উপর বাড়ীতে একটাও স্ত্রীলোক নেই যে কথা কন। ওঁর অত্যন্ত কষ্ট হবে।"

নির্ম্মল বলিল—"না ভাই, আজ আর থাকা হয় না, মা অত্যন্ত ভাব্‌বেন। কাল আবার আসব।"

"তোমার আবার মাকে এতখানি ভয় হল কবে থেকে? মেয়েমানুষের বাড়ী তো সারারাত প্রায়ই কাটিয়ে দিতে, কই তখন তো মায়ের জন্ত ভাব্‌তে না? বেশ ভাই তোমাদের সবই সাজে! কখন যে কি মতলবে থাক তা ত আর বোঝবার জো নেই। যাক্—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া কর্‌বে, আমি তৃতীয় ব্যক্তি কথা না কওয়াই ভাল। তবে ওঁকে বলে দিয়ে যাও, যেন ঠাকুর চাকরকে লজ্জা না করেন। আর আমার বাড়ীতে এতদিন গিন্নী ছিল না—আজ থেকে উনি বাড়ীর গিন্নী। ঠাকুর চাকরের কাছ থেকে যেন সব বোঝাপড়া করে নেন।"

নির্ম্মল পুনরায় মণিমোহনের কথা তাহাকে বলিতে গেল। সে বলিল—"আমি সব শুনেছি।"

"আচ্ছা তবে ত ভালই হয়েছে। তা'হলে চল্লুম আমি।"

"আচ্ছা এস! তবে আমি আর কি বল্‌ব, তোমরা পুরুষ মানুষ সবই করতে পার।"

নির্ম্মল চলিয়া গেল। নর্ম্মদা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল—দৃষ্টির অতীত হইলে খাটের উপর হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া বলিল—"মা, বাবু আপনার জন্য খাবার আন্‌তে বল্‌লেন। বলুন কি আনবো?"

সে আজ সারাদিন অভুক্ত এ কথা সত্য। কিন্তু তাহার খাইতে ইচ্ছা ছিল না। যে বিপদ তার উপর দিয়া যাইতেছে তাহাতে কি কখন খাইতে ইচ্ছা হয়? তাই সে বলিল—"বাবুকে বল্‌বে, আমি কিছু খাব না।"

চাকর চলিয়া গেল। কিন্তু প্রায় পনর মিনিট পরে একটা ডিসে করিয়া কিছু খাবার ও এক গ্লাস জল আনিয়া তার সাম্‌নে রাখিল।

নর্ম্মদা বলিল—"কেন আবার ও সব আন্‌লে বাবা? আমি ত বারণ করেছিলুম—"খাব না ওসব।"

"বাবু বল্‌লেন, সারাদিন আপনার খাওয়া হয় নি। না খেয়ে কেমন করে আপনি থাকবেন। আপনাকে সব খেতে হবে, নইলে বাবু খুব দুঃখিত হবেন।"

তার বলার ধরণ দেখিয়া নর্ম্মদার হাসি পাইল। সে বলিল,—"আচ্ছা যা পারব তাই খাচ্ছি। তুমি এখন যেতে পার।"

———

[১১]

ওকালতী পাশ করার পর মণিমোহন একদিন মাকে বলিল,—"চল কলকাতায় বাস করিগে।"

পল্লীগ্রামের শান্তিময় ক্রোড়ে বাস করিয়া তার মা সুরূপার কলিকাতা তত ভাল লাগিত না। সেইজন্য তিনি বলিলেন,—"না বাবা, কাজ নেই কলকাতা গিয়ে—এখানে বেশ আছি।"

মনিমোহন বলিল—"কিন্তু মা আমি কলকাতাতেই ওকালতী করব। যদি হাইকোর্টে একবার পশার করে নিতে পারি, তবে যে কোন জেলা কোর্ট অপেক্ষা ঢের ভাল হবে। কাজেই কলকাতা না গেলে কেমন করে চল্‌বে?"

সুরূপা বলিলেন—"বেশ তুই গিয়ে থাক্‌গে। তোর বিয়ে দিয়ে বৌমাকে সেখানে রাখব, আমি যে কটাদিন আছি এই খানেই কাটিয়ে দেব।"

মায়ের দুর্ব্বলতা কোথায় তা মণিমোহনের অজানা ছিল না। তাই সে বলিল—"তা বেশ থাক। মলে কেউ দেখ্‌বে না। তখন জমিদার বলে খাতির করবে না। তারপর গঙ্গার ত কথাই নেই।"

সুরূপা অনুযোগের সুরে বলিলেন—"তোর মতন উপযুক্ত ছেলে থাক্‌তে আমার মৃতদেহের এতখানি অপমান হবে রে?"

মণিমোহন বলিল—"তা ত হবেই মা। জান ত পাড়াগাঁ, মৃত-দেহের সৎকার করতে কেউ বেরুবে না। তুমি মনে করছো আমরা জমিদার বলে আস্‌বে। তা ভেব না—কেউ আসবে না। তোমার

সঙ্গে তাদের আর ত তখন কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না! তারপর আমি যে কলকাতা থেকে ঠিক সময় আস্‌তে পারব এমন ত কোন কথা নেই। তাই বল্‌চি মা আমার সঙ্গে চল। আর বয়স হচ্ছে তো এখন কি অমনি একা থাকা ভাল? এখন মাঝে মাঝে অসুখ বিসুখ হতে পারে, কাছে থাক্‌লে কত সুবিধা হবে বল দেখি মা? তারপর গঙ্গাস্নানের কত সুবিধা—যেদিন ইচ্ছে করবে সেই দিনই যেতে পারবে।"

অগত্যা মাকেও তাই মানিয়া লইতে হইল। কেননা কথাগুলি খুব সত্যি। তখন বাড়ীর জিনিষ পত্রের বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতার বাড়ীখানি তাঁদের নিজের—কাজেই আরো সুবিধা হইল।

মণিমোহনের পিতার অবস্থা ভাল ছিল। তিনি মৃত্যুকালে কিছু জমিজায়গা ও কলিকাতায় তিনখানি বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁর পাড়াগাঁর বাড়ীও মন্দ ছিল না। সেখানকার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

মণিমোহন পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল। পুত্র ওকালতী করে। পুত্রও পিতার মনোরথ সিদ্ধি করিয়াছিল—কিন্তু পিতা দেখিতে পান নাই। তার আগেই তাঁর ডাক আসিয়াছিল।

মণিমোহন কলিকাতায় চলিয়া আসার পর জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই পরের উপর নির্ভর করিতে হইত। কেননা কলিকাতা থেকে আসিয়া জমিদারী দেখা সব সময় সম্ভব নয়।

সুরূপা ছেলেকে লইয়া খুব সুখী ছিলেন। কেননা ছেলে তাঁর মনের মতন ছিল।

সুরূপার ইচ্ছা ছিল—মণির বিবাহ দিয়া একটী টুকটুকে বৌ আনিয়া মনের সাধ মিটান। তাঁর ঘরে ত আর পাঁচটা ছেলে মেয়ে নাই? কিন্তু মণি কিছুতেই রাজী হইতেছিল না। সে বলিত, বিবাহ হইলে মাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারিবে না। সে বেশ আছে—কেন আবার বিবাহ দিয়া ঝঞ্ঝাট বাড়ান।

মা হাসিয়া বলিতেন—"এ আমার কি কথা রে? বিয়ে করলে বুঝি ঝঞ্ঝাট বাড়ে? তাহলে দুনিয়ার সবাই করে কেন? আমার মেয়ে হয় নি—একটী বৌ ঘরে এনে মেয়ের সাধ মেটাব।"

মণি হাসিয়া বলিল—"তোমার সাধ মিটিয়ে আর কাজ নেই মা। বিয়ে আমার সইবে না।"

সুরূপা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন তোর বিয়ে সইবে না—তার কারণ কি আমায় বল্‌তে হবে।"

মণি বলিল—"বিশেষ কিছু কারণ নেই। তবে আমার মনে হয়—বিয়ে করার মতন নারী খুব বেশী নেই। অধিকাংশ নারীর নারীত্ব যথার্থ বিকাশ পায় না—বিশেষতঃ আমাদের এই হিন্দু সমাজে।"

সুরূপা বলিলেন—"তোর ইচ্ছে কি তাহলে ব্রাহ্ম-কুমারী বিয়ে করবি?"

মণি হাসিয়া বলিল—"না মা মোটেই তা নয়। হিন্দুসমাজ হিসাবে তাঁরা শিক্ষিতা বটে, কিন্তু বিলাতী আদর্শে। সেজন্য আমাদের সমাজের সঙ্গে বেশ মিশ খায় না। আমি হিন্দুদের মধ্যে উপযুক্ত নারী পেতে চাই।"

"কিন্তু সে রকম নারী কি আমাদের হিন্দু-সমাজে নেই রে?"

"নেই যে এমন কথা বল্‌তে পারি না। তবে সচরাচর চক্ষে পড়ে না—এই যা।"

"যদি পড়ে তবে বিয়ে করবি ?"

"করবো।"

"বেশ, তবে আজ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর।"

"প্রতিজ্ঞার আবার দরকার কি মা—তোমার সাক্ষাতে বললুম—এই ত প্রতিজ্ঞা।"

মা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন—তবে ও কাজের নয়। কেননা তিনি বুঝিলেন, এ রকম পাত্রী মেলা খুব দুষ্কর। তবে তিনি পুত্রের স্বাধীন মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করিলেন না। কেননা যাহাকে লইয়া চিরজীবন বাস করিতে হইবে সে যদি মনের মতন না হয়, তবে কেহই ত সুখী হইতে পারিবে না। কাজেই বউটী যাতে মনের মতন হয় তিনি সেই সন্ধান করিতে লাগিলেন।

ছেলের বিবাহ দেখা তাঁর ভাগ্যে আর হইয়া উঠিল না। তাঁর উপরের ডাক আসিল। তিনি চলিয়া গেলেন। মার মৃত্যুতে মণিমোহনের বড় বেশী কষ্ট হইল। কেননা তার সংসারে একমাত্র অবলম্বন—এই মা। সেই মা হারাইয়া সে কেমন করিয়া থাকিবে ? তার যেন বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর উৎসাহ নাই, দেহে শক্তি নাই।

তার ওকালতীতে যথেষ্ট পশার হইয়াছিল, সুতরাং যথেষ্ট অর্থ উপায় হইতেছিল। এখন তার মনে হইল এ সব ছাড়িয়া দিয়া দিন কতক চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। হয়ত নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলে তার মনে শান্তি আসিবে।

মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন সদুপদেশ দিবার লোকের অভাব হইল না। তাহাদের অনুরোধে সে একটু একটু স্বাস্থ্যপান আরম্ভ করিল। সে বুঝিল, ইহাতে মনে অনেকটা শান্তি আসে—

কাজেই বন্ধুর কথামত স্বাস্থ্যপান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বন্ধুদের মনোরথ সিদ্ধি হইল।

রোজ সন্ধ্যার পর মণিমোহনের বাহিরের ঘরে রীতিমত আড্ডা বসিল—বোতল বোতল মদ শেষ হইতে লাগিল।

ওকালতীর কালে তার নির্ম্মলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। সে নির্ম্মলকে একটা খুব বড় মোকর্দ্দমায় বাঁচাইয়া দেয়। সেই থেকেই দুজনে বন্ধুত্ব হয়। তার পর হইতে মণিমোহনের বাড়ীতে নির্ম্মলের প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। কখনও বা নির্ম্মলের বাগান বাড়ীতেও তাহার নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু যখন নর্ম্মদা অনেক করিয়া বাগান বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল, তখন নির্ম্মল এখানেই আসিত।

মণিমোহন কি চরিত্রের লোক তা নির্ম্মলের অজানা ছিল না। এই রকম লোকের কাছে সে তার স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করিল না—অথচ নিরপরাধিনী স্ত্রীকে অসতী সন্দেহ করিয়া ত্যাগ করিতে পারিল। একদিন বাড়ীতে ঠাঁই দিতে পারিল না। কিন্তু তার কারণ কি? প্রথমতঃ মণিমোহন ছাড়া তাঁকে আশ্রয় দিতে পারে, এমন লোক তার সন্ধানে আর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সে নর্ম্মদাকে তেমন বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সাধারণতঃ মানুষ নিজের মতনই অপরকে ভাবে। কাজেই নর্ম্মদা যে এত বিপদে পড়িয়াও নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, তার তা বিশ্বাস হইল না। সুতরাং সে যেখানেই থাকুক না কেন, তাতে তার কোন ক্ষতি নাই।

———

[১২]

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই নর্ম্মদা উঠিয়া বসিল। ঘরের জানালা গুলা খুলিয়া দিতেই এক ঝলক রোদ আসিয়া ঘরে পড়িল। নর্ম্মদা চুপ করিয়া নিজের বিছানার উপর বসিয়া রহিল। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় চাকর আসিয়া বলিল—"মা বাবু আপনাকে জলখেতে বল্‌লেন। আরও বল্‌লেন—এখানে এমন কেউ নেই যে আপনাকে যত্ন করে দেবে, আপনি নিজে সব দেখে শুনে নিন। যা দরকার হবে বল্‌বেন আমি এনে দেব।"

নর্ম্মদা বলিল—"না বাবা, আমার তেমন খেতে কিছু ইচ্ছে নেই। বাবু খেয়ে বেরিয়ে গেলে, আমায় ডেকো আমি যা পারি দুটো ভাত খেয়ে আস্‌ব। আমার জন্য ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই।"

চাকর চলিয়া গেল—কিন্তু কয়েক মিনিট পরে একটা থালায় করিয়া কিছু খাবার আনিয়া দিয়া বলিল—"বাবু আপনাকে খেতে বল্‌লেন, আপনি না খেলে বড় দুঃখিত হবেন।"

নর্ম্মদা বলিল—"আচ্ছা আমি খাচ্ছি বাবুকে দুঃখিত হতে বারণ করো।"

খাবার তার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। অথচ কিছু না খাইলেও চলে না। কেননা হয়ত মণিবাবু দুঃখিত হইবেন। তাই সে কিছু খাইল।

খানিক পরে মণিমোহন কোর্টে বাহির হইয়া গেল। নর্ম্মদা

খাওয়া শেষ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘরের আলমারিতে অনেক বাংলা উপন্যাস ছিল—একখানা লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিল—কিন্তু পড়িতে ভাল লাগিল না। তার মনে হইল, এতক্ষণ স্বামী খাইতে বসিয়াছেন। সে যদি আজ বাড়ীতে থাকিত তবে আজ তাঁর কাছে বসিয়া খাওয়াইত। কতদিন তাঁকে খাইতে দিতে পারে নাই—আজ প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইত। তারপর খাওয়া শেষ করিয়া দুজনে কত গল্প করিত! সে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল—নর্ম্মদা স্থাণুর মতন সেই স্থানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যখন তিনটা বাজিল, তখন সে আশা করিল এইবার বোধ হয় তার স্বামী আসিবেন। এই কথা মনে হইতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল। গিয়া দেখিল—ঠাকুর ও চাকর দুজনে বসিয়া গল্প করিতেছে। চাকরকে বলিল—"তুমি বাবা এখন কোথাও যেও না—আর বাহিরের দিকে নজর রেখো, এক বাবু বোধ হয় এখুনি আস্‌বেন—তিনি না ফিরে যান। এলে পরে আমার ঘরে নিয়ে যেও।"

সে বলিল—"আচ্ছা মা নিয়ে যাব। তিনি কি এখনি আস্‌বেন?"

"বোধ হয়।"

"কাল যে বাবু আপনার সঙ্গে এসেছিলেন তিনি ত?"

"হাঁ তিনি।"

"ওঃ নির্ম্মল বাবু—তাই বলুন। আমি চিনি ত তাঁকে। তার জন্য ভাবনা কি তিনি এলেই আপনার কাছে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা" বলিয়া নর্ম্মদা আপনার ঘরে গিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। হায়রে মন!

চারিটা বাজিল, পাঁচটা বাজিল—তবুও নির্ম্মল আসিল না। সে ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িল। সাড়ে পাঁচটার সময় মনিমোহন আসিল। আসিয়াই চাকরকে দিয়া খোঁজ করিল—সে কেমন আছে এবং নির্ম্মল আসিয়াছিল কি না। সে তার জবাব দিতে মণিমোহন বাহির হইতে বলিল—"বোধ হয় রাত্রিতে আসবে। কেননা জানে এখন এসে আমার দেখা পাবে না। একেবারে দুজনের সঙ্গে দেখা করে যাবে।"

এই কথায় নর্ম্মদার মন কতকটা প্রবোধ মানিল। ভাবিল—মণিবাবুর কথাই ঠিক। তিনি বোধ হয় সন্ধ্যার সময় আসিবেন।

সন্ধ্যার পরই নর্ম্মদা কাপড় ছাড়িয়া ভাল কাপড় পরিয়া স্বামীর আশায় বসিয়া রহিল। বিরহিণী নারী যেমন স্বামীর আশায় বসিয়া থাকে ঠিক সেই রকমই। মনে সদাই ভাবিতে লাগিল, বুঝি বা এই আসেন। সামান্য একটু শব্দ হইলেই মনে হয় বুঝি নির্ম্মল আসিল। কিন্তু হায় কোথায় তিনি?

এইবার নর্ম্মদা সত্যই হতাশ হইয়া পড়িল। অন্ধকার রাত্রে দূরের ক্ষীণ আলোকের ন্যায় তার মনে যে একটা আশার প্রদীপ জাগিতেছিল এখন তাহা একবারে নিভিয়া গেল।

খানিকপরে চাকরকে দিয়া সংবাদ দিয়া মণিমোহন নর্ম্মদার ঘরে ঢুকিল। নর্ম্মদা মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল। মণিমোহন বলিল—"দেখুন আমি একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাই। আমার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নেই। সব কথা চাকরকে দিয়ে বলতে হয় সুতরাং আপনার অভাব ও অসুবিধার কথা জান্‌তে পারি না। তাও দুদিনের জন্য হ'লে না হয় চলে যেত। কিন্তু যতদূর বুঝছি, বোধ হয় আপনাকে অনেকদিন থাকৃতে হবে।

মোকর্দ্দমা না মেটা পর্য্যন্ত নির্ম্মল কোন ব্যবস্থা করবে না। তাই আমি বল্‌ছি, আপনি আমার সঙ্গে কথা ক'ন। কথা কইলে অনেক কথা জান্‌তে পারব, বা বল্‌তে পারব। আপনার অবশ্য তাতে আশঙ্কার কারণ কিছু নেই। আমি মাতাল বটে, কিন্তু আমি এমন অসভ্য লোক নই—যে স্ত্রীলোকের সম্মান রেখে কথা কইতে জানিনে।"

নর্ম্মদা বুঝিল—এবার আর কথা না কহিয়া থাকা অনুচিত। কেননা তাহা হইলে মণিবাবুর মনে ধারণা হইবে যে সত্যই সে মাতাল বলিয়া তাহার সঙ্গে সে কথা কহিতে রাজী নয়। আর মনিবাবুর ব্যবহারে অভদ্রতার কোন প্রমাণ ত পাই নাই। অধিকন্তু এত ভাল ব্যবহার করিয়াছে—যা সে আশা করিতেও পারে নাই। তাই সে বলিল—"না, আপনার সঙ্গে আমার কথা কইতে তো আপত্তি নেই। আপনার সম্বন্ধে আমার কোন মন্দ ধারণা ও নেই। তা ছাড়া আপনি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করছেন, তাতে আপনাকে সাধারণ মানুষের অনেক উঁচুতে স্থান দিতে ইচ্ছে করে।"

মণি বলিল—"আপনি আমার বন্ধুর স্ত্রী। কখনও আমার বাড়ী আসেন নি, আর হয়তো কখনও আসবেন না—সুতরাং আপনার উপর আমার যা ব্যবহার করা হচ্ছে, এ ব্যবহার আপনি ভাল বলে ধরে নিলেও আমি ত ধরতে পারি না। আমি বুঝতে পারছি। আমার অনেক দোষ ত্রুটী আছে। কিন্তু কি করবো সংসারে ত আর স্ত্রীলোক নেই। কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে সে রকম যত্ন করতে পারছি না।"

নর্ম্মদা বলিল—"আপনি ওকথা মনে ভাববেন না। আমার উপর এখন যা ব্যবহার হচ্ছে এর চেয়ে আরো ভাল হলে, আমি বোধ হয় আর নিতে পারতুম না। সংসারে যে সকলের অনাদৃত, আপনি

তার জন্য কেন এত চিন্তিত হচ্ছেন? আমি বেশ আছি। আপনার এই সদ্ব্যবহার আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মনে থাকবে।"

মণি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—"ভাল কথা, আপনার কাপড়ের কি হচ্ছে? কাল ত আপনাকে এক বস্ত্রে আস্‌তে দেখিছি।"

সে যখন চলিয়া আসে তখন সত্যই সে এক বস্ত্রে আসিয়াছিল। কেননা শাশুড়ী তাকে কোন জিনিস আনিতে দেন নাই। এখানে আসার পর নির্ম্মল খরচ করিবার জন্য তাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়াছিল। আজ সকালে সেই টাকা হইতে চাকরকে দিয়া একজোড়া কাপড় আনাইয়াছে। একথা অবশ্য সে মণির কাছে স্বীকার করিল না। তাহাকে বলিল—"কাল আসবার সময় তিনি একজোড়া কাপড় কিনে দিয়ে গেছেন। আবার কিনে দেবেন বলেছেন। সুতরাং আপনার কাপড় দেবার দরকার কি?

"তা হলেও একজোড়া কাপড়ে আর কি হবে বলুন। আপনাদের অন্ততঃ চার জোড়া কাপড় চাই বৈকি। আজ রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে কাপড় আনিয়ে দেব।"

নর্ম্মদার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল। তার পরণের কাপড় নাই, একথা স্বামীর বন্ধু পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছেন। নির্ম্মল-বাবুর স্ত্রীর আজ কাপড়ের অভাব! হায়রে তার অদৃষ্ট! সে অতি কষ্টে অশ্রু-দমন করিয়া বলিল,—"আজ তাঁর আসবার কথা ছিল—কিন্তু এখনও এলেন না। আমার ভাবনা হচ্ছে বোধ হয় তাঁর অসুখ করেছে। একবার চাকরকে পাঠিয়ে দিয়ে যদি তাঁর খবর নেন, তা হলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারব।"

মণি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল—সাড়ে নটা বাজিয়াছে। বলিল,—

আচ্ছা আমি এখনি লোক পাঠাচ্ছি। রাত ত খুব বেশী হয় নি এখনি খবর নিয়ে ফিরে আস্‌বে।”

সে তখনি ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল—এবং চাকরকে নির্ম্মলের খবর লইতে পাঠাইয়া দিল।

নর্ম্মদা বসিয়া বসিয়া এতক্ষণের কথা বার্ত্তার বিষয় ভাবিতে লাগিল। সে কথা কহিয়া ভাল করিল কি মন্দ করিল, মনে মনে এই সব যুক্তি তর্ক করিতে লাগিল। কিন্তু আগা গোড়া সমস্ত ভাবিয়া সে যে মন্দ করিয়াছে তা তার মনে হইল না। কেননা মণিবাবু তার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করিতেছে—নিতান্ত আপনার জন ও তার চেয়ে খুব ভাল ব্যবহার করিতে পারিত না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই চাকর ফিরিয়া আসিল। নর্ম্মদা উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল—তাই তাহাকে দেখিয়াই বলিল, “কি খবর আন্‌লে?”

“বাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি, তিনি কোথায় বেবিয়ে গেছেন।”

“কখন বেরিয়েছেন?”

“বিকাল বেলা।”

“সেই থেকে আর ফেরেন নি?”

“না।”

“আচ্ছা কেমন আছেন তিনি?”

“তা ত জিজ্ঞাসা করিনি। শুধু তিনি বাড়ীতে নেই, বিকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন শুনে চলে এলুম।”

নর্ম্মদা মনে করিল—তাহা হইলে বোধ হয় ভালই আছেন। নইলে বেড়াইতে যাইবেন কেমন করিয়া। কেননা অসুখ হইলে তিনি কখনই বাহির হইতেন না। চাকরকে বিদায় দিয়া এই সব কথাই ভাবিতে লাগিল।

খানিক পরে ঠাকুর খাইবার জন্য ডাকিতে আসিলে সে বলিল,—"আমি খাবনা ঠাকুর, আমার মোটেই ক্ষিধে নেই। তোমরা খেয়ে শোও গে।" চাকর চলিয়া গেলে সেও বাতি নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। তার মনে হইল—"এই অন্ধকারই আমার ভাল। লোকের কাছে এ পোড়া মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করে না। যদি আজ তার মৃত্যু হয় তবে কত না সুখের হয়। তার মতন অভাগিনী কি ভগবানের এতখানি করুণা পাইবে?"

নর্ম্মদা খায় নাই খবর পাইয়া মণিমোহন খানিক পরেই দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নর্ম্মদা বলিল "আমার শরীরটা ভাল নেই বলে আমি খাইনি আজ।"

মণি বলিল—"আপনার শরীর ভাল নেই একথা আপনি বলেন নি ত আমাকে তা হ'লে আমি ডাক্তার আনাবার ব্যবস্থা করতুম।"

নর্ম্মদা বলিল—"আমার শরীর এমন কিছু খারাপ হয় নি। যে ডাক্তার আন্‌তে হবে।"

"তা যদি না হয়ে থাকে তবে খাবেন না কেন?"

"আমার মোটেই ক্ষিধে নেই, সেই জন্য আমি খাইনি।"

"কোন অসুখ হয় নি, অথচ ক্ষিধেও পায় নি, এ কি কাজের কথা? যা পারেন কিছু খেয়ে নিন। আমি ঠাকুরকে এ ঘরে খাবার এনে দিতে বলছি।" বলিয়া আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেখান থেকে মণিমোহন চলিয়া গেল।

তখনি ঠাকুর থালায় করিয়া খানকয়েক লুচি তরকারী ও অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া গেল। মণি বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল—"নিন খেয়ে ফেলুন। আমি খুব কম করে দিতে বলেছি। যেন খবর পাই সব খেয়েছেন।"

অগত্যা সে খাইতে বসিল। কিন্তু খাইতে বসিয়া তার দুটী চোখ জলে ভরিয়া গেল। কোন গতিকে সে খাওয়া শেষ করিল।

---

[১৩]

নর্ম্মদাকে মণিমোহনের গৃহে বসিয়া যখন নির্ম্মল বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন তার মনে জোয়ার ভাঁটা খেলিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল—নর্ম্মদাকে সেখানে রাখিয়া আসিয়া ভাল করিল কি না। মা, নর্ম্মদাকে যে সব দোষে দোষী করিলেন, সে যে সে সব দোষে একেবারেই দোষী নয় তা তিনি মনে করিতে পারিলেন না। যদি তাই হয় তবে এরকম স্ত্রী লইয়া সে চিরজীবন থাকিতে পারিবে কি না তাহাতেও সন্দেহ হয়। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাকে রেখে এলি কোথায়?"

নির্ম্মল বলিল—"আমার এক বন্ধুর বাড়ী রেখে এলুম।"

মা খুসী হইয়া বলিলেন—"বেশ করেছিস। ঐ বউকে কি সংসারে ঠাঁই দেয় কখনও।"

নির্ম্মল কোন জবাব দিতে পারিল না। সে আগের কথাই ভাবিতে লাগিল।

মা পুনরায় বলিয়া চলিলেন—"আমার ছেলের বিয়ের জন্ত মেয়ের ভাবনা। কালই তোর বিয়ে দিয়ে, আবার ভাল বউ এনে সুখে

ঘর করব। ঐ কলঙ্কিনী বউ নিয়ে কি আবার সংসারে বাস করে?"

নির্ম্মল বলিল—"কেন মা, তার অপরাধ কি? তাকে ধরে নিয়ে গেছে সে কি করবে?"

ওকথা লোকের কাছে বলিস নি। গঙ্গা নাইতে ত আরো অনেক বাড়ীর বৌ যায়, কই আর কারও ত এ রকম হয় না? তুই বাড়ী এনেছিলি, এই জন্যই কত লোক ঠাট্টা করে একবার শুন্‌বি কাল।"

রাত্রে এই পর্য্যন্ত কথা হইল। নির্ম্মল বিশেষ কোন জবাব না দেওয়ায় মাও আর কোন কথা বলিলেন না। বাস্তবিক নর্ম্মদার কোন দোষ আছে কি না নির্ম্মল অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও স্থির করিতে পারিল না।

পরদিন সকালে নির্ম্মলের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। বন্ধু বলিল—"শুনলুম তুমি নাকি কাল স্ত্রীকে বাড়ী এনেছিলে?"

নির্ম্মল বলিল—"হাঁ এনেছিলুম। তাতে ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি নেই! কি বলছো নির্ম্মল? যথেষ্ট ক্ষতি আছে। তুমি কি মনে কর সেই স্ত্রীকে আবার বাড়ীতে ঠাঁই দিতে পারবে? সাধারণ লোক হলে হয় ত পারতো, কিন্তু তোমার মতন লোকের তা উচিত হয় না। কেননা তাহলে তোমার আত্মীয় স্বজন বল্‌বে কি?"

"আত্মীয় স্বজন বল্‌বে কি—এখুনি ত বল্‌তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমি এখনো বুঝেতে পারছি না। বাস্তবিক তার দোষ আছে কি না।"

"আচ্ছা আরো ভেবে দেখ—তারপর বুঝতে পারবে।"

সেদিন খাওয়ার পর দুপুর বেলা নির্ম্মল বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল

শত্রুপুরীর মধ্যে তাহাকে ৮ দিন থাকিতে হইয়াছিল, এই সময়ে যে সে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল তা বিশ্বাস হয় না। সে একা অসহায়া নারী—কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? এইবার সে বুঝিল—মায়ের আপত্তি কোথায়? সুতরাং স্ত্রীকে লইয়া সে কেমন করিয়া ঘর করিবে? এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর নর্ম্মদার সঙ্গে দেখা করিতে গেল না। সন্ধ্যার আগে ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। আজ আর গাড়ীতে বেড়াইতে গেল না—পায়ে হাঁটিয়া যাইতে লাগিল।

খানিক দূর গিয়া একটী গলির ভিতর একটী বাড়ীর মধ্যে সে ঢুকিয়া পড়িল। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সরাসর উপরে চলিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া একটী রমণী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল—"আসুন আসুন কি ভাগ্যি! পথ ভুলে এধারে এলেন নাকি?" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল। নিজেও একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া পাশে বসিল।

ডান হাতটী তার কাঁধে দিয়া সোহাগভরে বলিল—"তারপর কেমন আছেন বলুন।"

"তত ভাল নয়।"

"আচ্ছা আপনার মুখ ভাব দেখে আমার বোধ হচ্ছে আপনার মন খারাপ আছে। কেন বলুন দেখি?"

"কারণ অনেক কনক! সে' সব শুনে আর কি হবে? এখন মনটা যাতে ভাল হয় তাই কর।"

কনক হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা—আমি আস্‌ছি।" বলিয়া উঠিয়া গেল। তারপর একটী মদের বোতল আনিয়া গ্লাসে ঢালিয়া দিয়া বলিল—"খান।"

কনকের বয়স যে কত তা বলা শক্ত, দেখিলে কুড়ি একুশ বছরের বেশী বোধ হয় না। তবে সে যে সুন্দরী এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তার পরণে ছিল—একখানি জরীপাড় উৎকৃষ্ট সাড়ী, গায়ে একটী রেশমী জ্যাকেট—সাম্‌নে জরীর কায করা। হাতে ব্রেসলেট, গলায় হার ও কানে ইয়ারিং। তার গহনার বিশেষ কোন সরঞ্জাম ছিল না। মাথার চুল বাঁধা, তার মাথায় কাপড় ছিল না।

আজ বহুদিন পরে নির্ম্মল আবার আসিল—শান্তি পাইবে বলিয়া। কিন্তু শান্তি পাইল কি না তা সেই বলিতে পারে।

নির্ম্মল বলিল—"কনক, একখানা গান গাও—অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।"

কনক হাসিয়া বলিল—"সে দোষ আপনার না আমার? আপনি ত এধারে আসাই এক রকম ছেড়ে দিয়েছিলেন, কেমন করে শুন্‌বেন?"

তারপর হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল—

"আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি রূপ গান।"—ইত্যাদি।

নির্ম্মল একমনে বসিয়া বসিয়া সেই গান শুনিতে লাগিল।

গান থামিলে সে কনককে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"কনক, তুমি এত সুন্দরী!"

কনক মনে মনে হাসিল। সে বুঝিল নির্ম্মল কতখানি দুর্ব্বল। তাহাকে বলিল—"কিন্তু তোমার স্ত্রীর চেয়ে ত নয়।"

নির্ম্মল বলিল—"না কনক তুমি তার চেয়েও সুন্দরী, তোমার তুলনা নেই। আর আমি তোমায় ছাড়ব না। তুমি বল আমার হবে?"

কনক বলিল—"সে তোমার দয়া!"

আর সেই সঙ্গে জোয়ারের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় নর্ম্মদার স্মৃতি

ক্রমশঃ দূরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ে যে স্থান নর্ম্মদা অধিকার করিয়াছিল—কনক সেই স্থান আবার ফিরিয়া পাইল। আর অলক্ষ্যে আর একজন হাসিলেন।

---

[১৪]

নির্ম্মল স্ত্রীকে নিজের গৃহে না লইয়া যাওয়ার জন্য যেমন একদল লোক তাহার নিন্দা করিতেছিল—তেমনি আর একদল লোক তাহার সুখ্যাতি করিতেছিল। সেই জন্য সংবাদ পত্রে বা লোকের মুখে নর্ম্মদার সংবাদ খুব আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। নর্ম্মদা অবশ্য সব শুনিতে পাইত না তবু কতক কতক কানে যাইত। সে সব শুনিয়া যাইত, কখন কোন মত প্রকাশ করিত না। সে মনে করিত, তাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহা না হইলে সে সকলের কাছে এমন হাস্যাস্পদ হইবে কেন ?

একদিন মণিমোহন কোর্ট হইতে ফিরিয়া নর্ম্মদাকে বলিল—"বিখ্যাত ব্যারিষ্টার চন্দ্রনাথ বাবু আপনার পক্ষে থেকে মোকর্দ্দমা করবেন। নির্ম্মল তাঁর ফি দিক বা না দিক, তবু তিনি দাঁড়াবেন। তিনি আজ আমায় ডেকে বল্‌ছিলেন—তুমি যে কাজ করেছ, এই ত পুরুষ মানুষের কাজ। তিনি নির্ম্মলের নিন্দে করে বল্‌লেন—সে কি স্বামীর উপযুক্ত কাজ করেছে ? নিজের স্ত্রীকে এক বন্ধুর বাড়ী রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। স্ত্রীর সুখ দুঃখ স্বামী দেখবে না ত কে দেখ্‌বে ?

নর্ম্মদা স্বামীর নিন্দায় দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু রাগ করিবার কিছুই

নাই। কেন না—সে যে স্বামীর পক্ষ হইয়া দুটো কথাও বলিবে তিনি সে সুযোগ ও রাখেন নাই।

মণি পুনরায় বলিল—"মোকর্দ্দমার জন্য উকিল নিযুক্ত করতে এসেছিল, কিন্তু কোন ভাল উকিল তার মোকর্দ্দমা নিতে চায় নি। শেষে এক নতুন উকিল টাকার লোভে রাজী হয়েছে। তাকে সবাই এ রকম অপদস্থ করে তুলেছে, যে সে সকলের কাছে বসতে পারে না।"

নর্ম্মদা এবারেও চুপ করিয়া শুনিয়া গেল।

রায় বাহির হইবার দিন কোর্টে লোকে লোকারণ্য। এত বড় মোকর্দ্দমার কি ফলাফল লোকে তা জানিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ সকলেই আসিয়াছে।

বিচারের ফলাফল প্রকাশিত হইল। নিতাইয়ের ছয় বৎসর জেল হইল। এবং বাদাম ও গোলাপের এক বৎসর করিয়া জেল হইল। সকলে শুনিয়া খুসী হইয়া বলিল—উপযুক্ত বিচার হইয়াছে।

রায় বাহির হইবার খানিক পরেই মণিমোহন বাড়ী আসিয়া নর্ম্মদাকে বিচারের ফলাফল শুনাইয়া দিল। নর্ম্মদা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মণিমোহন বলিল—"আপনি যে শুনে চুপ করে রইলেন, কোন মতামত প্রকাশ করলেন না?"

"মতামত আর কি প্রকাশ করব, বা প্রকাশ করবার জানিই বা কি? বিচার অবশ্য ভালই হয়েছে বলতে হবে?"

"যাক—এ একটা কম লাভ মনে করবেন না। অনেক স্থলে এমনও হয় যে প্রকৃত দোষী—উকিলের গুণে খালাস পেয়ে যায়।"

"তা যায় বৈকি। এ দুনিয়ায় সত্যির চেয়ে মিথ্যের জয় বেশী যে?"

"কেন একথা বললেন আপনি? মিথ্যের জয় বেশী এ প্রমাণ আপনি কেমন করে পেলেন?"

"প্রমাণ ত আমার চেয়ে আপনি পাচ্ছেন বেশী। এই দেখুন না, আমার সত্যি কথা অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না—এমন কি বোধ হয় স্বামী পর্য্যন্ত করেন না।"

"কিন্তু কোর্টে নিতাই স্বীকার করেছে যে আপনার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ আছে—আপনি নিষ্পাপ।"

"কিন্তু তার সেই কথাই কি সবাই বিশ্বাস করবে?"

"তা হয়ত করবে না; কেননা সে আসামী নিজেকে বাঁচাবার জন্য হয়ত ওকথা বলতে পারে!"

"তবেই দেখুন মিথ্যার জয় কি না। আমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ বলি—লোকে সেটা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে সকল বোঝবার লোক ত আর বেশী নেই। আমি নিজে জানি আমি ভাল—সেইটাই আমার মনের শান্তি। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে ভেবে আর কি করব বলুন।"

একথা যে কতখানি সত্যি তা মণিমোহন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল; তাই সে নর্ম্মদার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া চলিয়া গেল।

রাবণ দুষ্কর্ম্মের সাজা পাইল, সীতার উদ্ধার হইল, এখন সীতা গ্রহণের পালা। নিতাই, বাদাম ও গোলাপ সকলেই দুষ্কর্ম্মের সাজা পাইল—এখন নর্ম্মদাকে স্বামী গ্রহণ করিলেই সব মিটিয়া যায়।

একদিন মণিমোহন মনে মনে স্থির করিল—নির্ম্মলের সঙ্গে দেখা করিয়া এ সম্বন্ধে তার মনের ভাব স্পষ্ট জানিয়া লওয়া ভাল। তাই সে নর্ম্মদাকে বলিল—"আমি নির্ম্মলের সঙ্গে দেখা করে আসি—কি বলেন?"

নর্ম্মদা নিরুত্তর রহিল।

মণিমোহন যখন নির্ম্মলের বড়ী পৌঁছিল, তখন সে বাহিরে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ মণিমোহনকে দেখিয়া সে কিছু অপ্রস্তুতে পড়িল। কিন্তু মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল—"মণি যে কেমন আছ?"

মণিমোহন উত্তর দিল—"মন্দ নয়।"

মণিমোহন ভাবিল নির্ম্মল নিশ্চয়ই অগ্রে নর্ম্মদার সংবাদ লইবে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সে কোন কথাই বলিল না।

মণিমোহন ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিল—তথায় কতিপয় যুবক মদ্যপান সুরু করিয়া দিয়াছে। তারপর শুনিল—খানিক পরে নাকি বাইজীর গান হইবে। সে বুঝিল—নর্ম্মদার জন্য তার এতটুকুও দুঃখ নাই। দুঃখ হইলে আজ এমন ভাবে আনন্দের আয়োজন করিতে পারিত না। সে এতক্ষণ বুঝিতে পারিল, যে নির্ম্মলের দেখিতে না যাওয়ার কারণ কি? যাই হোক, এই সব ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাই সে বলিল—"ভাই তোমায় কিছু বল্‌বার ছিল—এ ঘরে না হলেই ভাল হয়—অপর ঘরে চল।

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—"তুমি কি পাগল হলে নাকি? এঁরা সব বসে রয়েছেন—এঁদের ফেলে কেমন করে যাই? সেটা কি ভাল হবে? তোমার যা বল্‌বার আছে তা আমি বুঝেছি, এইখানে সে সব সচ্ছন্দে বল্‌তে পার। এঁরা সব আমার বন্ধু।"

মণিমোহন বলিল—"তোমার ব্যাপার কি বল দেখি? তোমায়

স্ত্রীকে আমার বাড়ী রেখে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ—তার পর আর খোঁজ খবর নেই! মোকর্দ্দমা ত মিটে গেল। আর কেন—এইবার তাঁকে নিয়ে এস, আর যদি আন্‌তে না চাও ত তার একটা ব্যবস্থা কর।”

মণিমোহন কথাগুলা রাগ করিয়াই বলিল, কিন্তু নির্ম্মল তাহাতে মোটেই রাগ করিল না। সে হাসিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট এক বন্ধুকে বলিল—“ওহে শোন মণি বলে কি? বলে তোমার স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে এস। বলতো ভাই সেই স্ত্রীকে ঘরে আনা যায় কি না?”

তাহার কথা শুনিয়া মণির অত্যন্ত রাগ হইল। সে অতি কষ্টে রাগ দমন করিয়া বলিল—“কিন্তু নিতাই ত বলেছে তার পবিত্রতা নষ্ট হয় নি।”

“তার কথায় আর বিশ্বাস কি? সে আসামী, নিজেকে বাঁচাবার জন্য ঐ সব বলেছে। যে ধরে নিয়ে গেল, সে তাকে কিছু বল্‌লে না, এ কি কাজের কথা?”

“কিন্তু তোমার স্ত্রী সে কথাও ত বলেছে। তার উপর অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিল পারে নি।”

“তার কথাও বিশ্বাস করা চলে না। কেননা সে কি কখন নিজের বদনাম করে?”

“বেশ তা না হয় বিশ্বাস করলে না। কিন্তু সে যদি সে রকম হবে, তবে সে ঝিকে দিয়ে তোমার কাছে খবর পাঠাবে কেন?”

“তা ঠিক। কিন্তু আমি ত বল্‌ছি না তার দোষ। অসহায়া স্ত্রীলোককে পেয়ে যদি কেউ তার পবিত্রতা নষ্ট করে থাকে, সে কখন কি বাধা দিতে পারে? তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া সেও কেমন সন্দেহ জনক।”

"তোমার স্ত্রীর ব্যবহার দেখে আমার মনে তাঁর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা জন্মেছে। আমার বাড়ী এতদিন রয়েছেন, সকলের সঙ্গে কি সুন্দর ব্যবহার। তিনি যে সতী সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। তুমি যে তাঁর সঙ্গে এই ব্যবহার করেছো—তার জন্য তাঁকে কখন কারুর কাছে অনুযোগ করতে দেখিনি। আর তুমি কিনা তাঁর সম্বন্ধে এই মতামত প্রকাশ করলে? তুমি যে এত হীন, তোমার মন যে এত ছোট তা আমি জানতুম না।"

নির্ম্মল রাগত স্বরেই বলিল—"অত কথার কোন দরকার নেই। তাকে আর ঘরে নেব না—ব্যস। আমি সমাজে বাস করি ত? সুতরাং পাঁচজনকে নিয়ে চলতে হবে আমায়।"

"তাই যদি হয়, তবে তার একটা ব্যবস্থা কর। কোথায় থাকবে বলে দাও। আমার বাড়ী আর রাখা ভাল দেখাচ্ছে না, আর রাখা উচিতও নয়।"

"তুমি আর বাড়ীতে ঠাঁই দিও না—বিদেয় করে দাও।"

এই কথায় মণি শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল—"কোথায় বিদেয় করব? সে কোথায় থাকবে—কি খাবে?"

"সে সব নিজে জোগাড় করে নেবে। ওদের আবার খাবার ভাবনা! রাস্তায় দাঁড়ালেই কত লোক আসবে। দেখতেও খুব সুন্দরী।"

"তোমার যা বলবার আছে দেখা করে বলে এস।"

"আমি সেখানে কোন মতেই যেতে পারি না।"

"বেশ—তবে তাকে চিঠি লিখে তোমার মনের কথা জানাও।"

"আচ্ছা তা লিখে দিচ্ছি।"

সংক্ষেপে মনের কথা জানাইয়া সে নর্ম্মদাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সেখানা মণির হাতে দিল। মণি চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল—

"ভাই, এতক্ষণ ত অনেক রাগারাগি হল, এখন তোমায় বন্ধুভাবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তার জবাব দেবে ?"

"বল কি জান্‌তে চাও।"

"আচ্ছা তুমি কি সত্যই স্ত্রীকে ভালবাস্‌তে ?"

"হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করার মানে ?"

"তা না হলে তুমি আজ তাকে এমন কঠিন সাজা দিতে পার্‌তে না। জান তাঁর কি অবস্থা হবে এর পর ? হয় তাঁকে পথে পথে ভিক্ষে করে খেতে হবে, আর না হয় ত আত্মহত্যা কর্‌তে হবে। তুমি যে পথ দেখালে সে পথে তিনি কখনই যাবেন না একথা ঠিক।"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—"তুমি বিয়ে করনি কেমন করে জান্‌বে বল ? আমি নারীকে ভালবেসে খেলো হতে যাব কেন ? বিয়ে কর্‌তে হয় সুন্দরী স্ত্রী দেখে বিয়ে করেছিলুম—ভালবাস্‌তুম বটে—তা সে রূপের খাতিরে—গুণের খাতিরে। তবে সে এমন ভালবাসা নয় যার সম্বন্ধে তুমি এত উচ্চ ধারণা করেছ। ওসব নভেলী ভালবাসা চখে দেখা যায় না।"

"কিন্তু তিনি যে তোমায় কতখানি ভালবাসেন তা আমি জানি। হয়ত তিনি ভুল করেছিলেন—নয়ত নারীর প্রাণ সরলা বলে এত ভালবাসতে পেরেছিলেন। কিন্তু তুমি আজ বুঝতে পারলে না, যে কি জিনিষ তুমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ কর্‌লে। আজ তুমি রত্ন ফেলে দিলে। হয়ত তুমি আবার বিয়ে কর্‌বে, তাঁর চেয়ে আরো সুন্দরী স্ত্রী পাবে, কিন্তু এমন গুণবতী স্ত্রী পাবে না—এতখানি ভালবাসা পাবে না—এ আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি। যাক—আমি চল্‌লুম, আর আমার কিছু বল্‌বার নেই।"

নির্ম্মল খপ্‌ করিয়া তার হাতখানা ধরিয়া বলিল—"আজ আর গিয়ে কাজ নেই—গান শোন।"

"না ভাই—আজ মনের অবস্থা সে রকম নয়, নইলে থাক্‌তুম—আমায় মাপ কর ভাই।"

নির্ম্মল আর তাকে কোন অনুরোধ করিল না।

---

[১৩]

মণিমোহন নির্ম্মলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার পর নর্ম্মদা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল, সে কতক্ষণে ফিরিয়া আসে। আজকার মতামতের উপর তার সমস্ত ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে।

খানিক পরে মণিমোহনের পায়ের শব্দ পাইয়া নর্ম্মদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, এবং নিতান্ত আগ্রহের সহিতই জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্‌লেন তিনি ?"

মণিমোহন প্রথমে ভাবিয়াছিল, তার স্বামীর মনের ভাব এখন তাহাকে জানাইবে না। পরে সময় বুঝিয়া—মনের অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে জানাইবে। কিন্তু তাহার জানিবার আগ্রহ দেখিয়া বুঝিল, তাহাকে আর লুকান চলে না। তাই সে বলিল—"নির্ম্মল বলেছে আপনাকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে তার বংশমর্য্যাদা নষ্ট করতে পারবে না। সুতরাং তিনি আপনাকে ত্যাগ করেছেন এবং আপনাকে যে কোন উপায়ে নিজের ভরণ পোষণের উপায় করে নিতে বলেছেন। কেননা—তিনি আপনার ভরণ পোষণের সাহায্যও করবেন না। তা ছাড়া—"

আর তাহাকে বলিতে হইল না—নর্ম্মদা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মণিমোহন ও এই রকম কল্পনা করিয়াছিল, তাই সে তখন খবর দিতে

দ্বিধা বোধ করিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া চাকরকে দিয়া একজন ডাক্তার আনিতে পাঠাইল এবং নিজে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। যখন ডাক্তার আসিলেন তখন তার জ্ঞান হইয়াছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—"হঠাৎ এ রকম মূর্চ্ছা হয়েছিল না মাঝে মাঝে এরূপ হতো?

না আজ এই প্রথম।

"কারণ?"

মণিমোহন বলিল—"মানসিক উত্তেজনা।"

"যাক—তাহলে আর ভাবনা নেই। খানিকটা গরম দুধ খেতে দিন, আর মনটা ভাল রাখ্‌তে চেষ্টা করবেন।" ডাক্তার বাবু ভিজিট লইয়া প্রস্থান করিলেন।

নর্ম্মদা তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সে বলিল—"মিথ্যে কেন ডাক্তার এনে কতকগুলা টাকা খরচ করলেন? আমার জন্ত আপনার ভাবনার দরকার কি? এর চেয়ে যদি আমার মূর্চ্ছা না ভাঙত তাহলে বেশ হত, তা হলে আপনাদের আর আমার এ কালামুখ দেখাতে হত না।"

তাহার কথা শুনিয়া মণিমোহনের চোখেও জল আসিল। প্রত্যেক কথাগুলি যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাহির হইতেছে। সে অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া বলিল,—"এখন আর ওসব ভাববেন না এখন ঠাণ্ডা হোন। তারপর ভেবে চিন্তে কোন একটা উপায় স্থির করা যাবে। আপনি তো আর অকুলে পড়েননি।"

নর্ম্মদা চোখের জল মুছিয়া বলিল—"তা পড়িনি সত্যি, কিন্তু সে কেবল আপনার দয়ায়! আপনি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করছেন, অতি বড় আত্মীয় ও সে রকম পারে না।"

মণিমোহন এসব প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিল—"ক্ষিধে পেয়েছে খেতে দিন। রাত হয়েচে খেয়ে শুয়ে পড়িগে।"

এই কথা শুনিয়া নর্ম্মদা আর সেখানে দাঁড়াইল না। তখনি খাবার আনিতে চলিয়া গেল। এখানে আসার কয়েকদিন পরেই নর্ম্মদা খাইতে দিবার ভারটী নিজেই লইয়াছিল। সে নিজে রাঁধিতে পর্য্যন্ত চাহিয়াছিল। বলিয়াছিল—"উড়ে ঠাকুর রাঁধিতে পারে না কেবল অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ হয় মাত্র—তার চেয়ে সে নিজে রাঁধিবে।"

মণিমোহন বলিয়াছিল—"আপনি যে কদিন এখানে আছেন সে কদিন না হয় রাঁধলেন। তারপর আপনি চলে গেলে কে রাঁধবে? মিথ্যে আপনি দিনকতক রেঁধে আমার মুখ খারাপ করে দেবেন। তার চেয়ে এ বরং ভাল—বরাবরই এক রকম রান্না খাচ্চি।"

নর্ম্মদা বলিয়াছিল—"আমি চলে গেলে রাঁধতে পারে—আপনাকে সেবা যত্ন করে—এমন তর একটী টুকটুকে গৃহিণী এনে দেব।"

মণিমোহন বলিয়াছিল—"সে সম্বন্ধে কোন তর্ক না করে আপনার কথা মেনে নিচ্চি। কিন্তু সে কি পাল্‌কী থেকে নেমেই রেঁধে দেবে—না সংসারের সমস্ত কাজ করবে?"

"সংসারের সমস্ত কাজ না করলেও আপনাকে সেবা যত্ন করবে এ কথা ঠিক। ওটা ভগবানের দেওয়া ক্ষমতা—নারী ছেলেবেলা থেকেই ওটা শেখে।"

মণিমোহন এই সব কথাই ভাবিতেছিল।

খাইতে গিয়া মণিমোহন দেখিল, তাহাকে খাইতে দিয়া অন্য দিনের মতনই নর্ম্মদা খানিক দূরে বসিয়া আছে। শত দুঃখে যার বুক ফাটিয়া যাইতেছে—হয় ত কাল তাহাকে পথে বসিতে হইবে সে আজ সমস্ত ভুলিয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসিয়া আছে। আজ নর্ম্মদার এই ব্যবহার

সত্যই মণিমোহনকে মুগ্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির উপর যে বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, তাও অনেকটা কমিল। এরকম সেবা যত্ন নারী ছাড়া আর কে করিবে? নর্ম্মদা অন্য দিনের মতই এটা খান ওটা খান করিয়া খাওয়াইল। মণিমোহন খাওয়া শেষ করিয়া নিজের মনে চলিয়া গেল।

নর্ম্মদা চাকরকে বলিল—"তুমি জায়গা পরিষ্কার করে ফেলে সকলে খেয়ে নাওগে। ঠাকুরকে বলগে আমি আজ আর কিছু খাব না।"

চাকর জিজ্ঞাসা করিল "কেন খাবেন না মা?"

"আমার শরীরটা আজ আর ভাল নেই।" বলিয়া আলো নিভাইয়া সে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

সে শুইয়া ভাবিতে লাগিল—সে এখন কি করিবে—কোথায় যাইবে? মণিমোহনের গৃহে আর থাকা চলে না—কেন না তিনি কি মনে করিবেন? তা ছাড়া যাঁর খাতিরে তাহাকে গৃহে ঠাঁই দিয়াছিলেন, তিনিই যখন ত্যাগ করিলেন—তখন কেমন করিয়া তাকে বাড়ীতে রাখিবেন? চিরজীবন ভরণ পোষণ কেন নির্ব্বাহ করিবেন? যত শীঘ্র সম্ভব হয় এ গৃহ ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু এ কালামুখ লইয়া যাইবা কোথা? এ সংসারে একমাত্র পিতা মাতা ছাড়া আর বোধ হয় কেহ তাহাকে সংসারে ঠাঁই দিবেন না।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া নর্ম্মদা স্থির করিল—সে মা বাবার কাছেই যাইবে। প্রথম দিনকতক সেখানে থাকিয়া কোথাও রাঁধিবার কাজ জুটাইয়া লইবে। এই কাজেই সে কোন গতিকে জীবন কাটাইয়া দিবে।

তখন চারিদিক নিস্তব্ধ। কলিকাতা মহানগরী যেন মায়াময়ী সকাল হইতেই নর্ম্মদা উঠিয়া পড়িল। সারারাত মোটেই ঘুম হয় নাই।

সে উঠিবার পরই মণিমোহন তার খবর লইতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তার দেহের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক রাত্রির মধ্যে সে যৌবন হইতে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি সারারাত ঘুমোন নি?"

নর্ম্মদা উত্তর করিল—"এ কথা জিজ্ঞাসা করবার কারণ কি?"

"কারণ কি আপনিও বুঝতে পারবেন যদি একখানা আয়না নিয়ে আপনার চেহারা দেখেন। কি বিশ্রী হয়ে গেছেন আপনি!"

"এই কথা। সেত ভালই হয়েচে, আমার ত আর শ্রীর দরকার নেই মণিবাবু! স্ত্রীলোকের রূপ, ভাল বেশভূষা, এ সবের আদর যতক্ষণ স্বামী আছেন। আমি যখন স্বামী পরিত্যক্তা তখন আর এ সবে দরকার নাই। এখন কোন মতে বেঁচে থাকা।"

"আমিও কাল রাত্রিতে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবলুম। আপনার বয়স বেশী নয়, সংসারে এখনো অনেক দিন থাকতে হবে। কোথায় থাক্‌বেন—কি করবেন কিছু বুঝতে পারছি না। তাই মনে—"

মণিমোহনের কথায় নর্ম্মদা বাধা দিয়া বলিল—"আমি কাল ভেবে স্থির করেছি এখন বাবার কাছে যাব। মা, বাবা অবশ্য ত্যাগ করতে পারবেন না। তারপর কোথাও না কোথাও রাঁধুনীর কাজ করব। তা হলেই জীবনের কটাদিন কেটে যাবে।"

"কিন্তু বেশ বড় গলায় বল্‌তে পারি আপনি অত কষ্ট করতে পারবেন না। বড়লোকের বাড়ী বিয়ে হয়েছিল—সেই রকম ভাবেই ছিলেন। এখন রাঁধতে গেলে সে কষ্ট সহ্য আর করতে পারবেন না। আর অত কষ্ট করলে বেশীদিন বাঁচবেনও না।"

"খুব পারব—আপনি সেজন্য ভাব্‌বেন না। আমি গরীবেরমেয়ে

বরাবর গরীবের ঘরেই মানুষ, এসব কাজ করা আমার অভ্যাস আছে। স্বামী গৃহে মাত্র ত তিন বছর ছিলুম। এর মধ্যে সব ভুলে যাইনি এ কথা ঠিক। তা ছাড়া বাঁচার ত দরকার নেই—এখন যত শীগ্‌গির যেতে পারি—ততই মঙ্গল।”

মণিমোহনের চোখে জল আসিল। নর্ম্মদার দুঃখের কথা শুনিলেও বোধ হয় অতিবড় পাষণ্ডকেও চোখের জল ফেলিতে হইবে। আর স্বামী কিনা সমস্ত জানিয়া শুনিয়া দূরে রহিল। ত্যাগ করিলেও ত তার খাওয়া পরার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারিত। তাঁর ত টাকার অভাব নাই! বাগান বাড়ীতে এক রাত্রি আমোদ করিতে কত টাকা খরচ করেন। আর স্ত্রীকে মাসে ২৫৲টী করে টাকা দিতে পারে না? মণিমোহন ভাবিল সে নিজেই তাহাকে অন্ততঃ দশহাজার টাকা দিবে। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলে তার সুদে যাবজ্জীবন তার খাওয়া পরার কোন কষ্টই হইবে না। তাই সে বলিল—“আমি মনে করছি আপনার নামে দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেব। তার মাসে ৫০৲ টাকা করে সুদ পাবেন—সেই টাকা থেকে বোধ হয় আপনার খাওয়া পরার কোন কষ্ট হবে না।”

নর্ম্মদা জবাব দিল—“অপরের কাছে ভিক্ষে করার চেয়ে আপনার স্নেহের দান আমার নিতে কোন আপত্তি নাই।”

মনিমোহন বলিল—“যাক আমি শুনে সুখী হলুম। আপনার নামে কাল টাকা জমা দিয়া তারপর আপনাকে বাবার নিকট পৌঁছে দিতে যাব।”

———

নর্ম্মদার বাপের বাড়ী ২৪ পরগণা জেলার চারঘাটা গ্রামে। গ্রামখানি ই, বি, আর গোবরডাঙ্গা রেল ষ্টেশন থেকে ৬।৭ মাইল দূরে।

একদিন নর্ম্মদা ও মণিমোহন চারঘাটা উদ্দেশে যাত্রা করিল। ট্রেণে উঠিয়া নর্ম্মদা কত কথাই ভাবিতেছিল।

ট্রেণ আসিয়া গোবরডাঙ্গায় দাঁড়াইল। তারা নামিয়া পড়িল। সেখান থেকে যমুনা নদীর ঘাট তারা গরুর গাড়ীতে গেল। তারপর যমুনার ধারে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল—সেইখানে তাদের সালতীতে উঠিতে হইবে। মণিমোহন নদী দেখিয়া বুঝিতে পারিল—যমুনার আর সেদিন নাই। একদিন যে নদীর জল দুকূল ছাপাইয়া যাইত—এখন সে ক্ষীণকায়া। কেবল মাঝখান দিয়া—সামান্য একটু জলধারা এখনও যমুনা বলিয়া পরিচয় দিতেছে। নদীর জল নানারকম জলজ লতা গুল্মে পূর্ণ।

মণিমোহন তাহাদের দুইজনের জন্য দুইখানি সালতী ভাড়া করিয়া দুইজন তাহাতে উঠিয়া বসিল। সালতী ছাড়িয়া দিল। নদী দেখিয়া তার মনে পড়িল কবির গান—"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।"

ছোট সালতী বেশ জোরে চলিতে লাগিল।

সালতী যত গ্রামের কাছে আসিতে লাগিল, নর্ম্মদার ততই বক্ষ স্পন্দন দ্রুত হইতে লাগিল। না জানি মা বাপ তার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া

কি বলিবেন ? পাড়ার লোকেরা তাহাকে কি বলিবে ? স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর যে কিছুই নাই। তার তাই ভাবনা হইল। এই সমস্ত কলঙ্কের ভার মাথায় করিয়া, অপরাধীর মতন সে কেমন করিয়া দাঁড়াইবে ? কেমন করিয়া সে বলিবে আমায় স্বামী ত্যাগ করিয়াছেন ! কিন্তু তবুও তাকে সব কথাই বলিতে হইবে। তাঁরা বিশ্বাস করুন বা না করুন তাহাকে বলিতেই হইবে। মা বাপের কাছে ত আর লজ্জা করিলে চলিবে না ?

সাল্‌তী ক্রমশঃ ঘাটে আসিয়া লাগিল। মণিমোহন তখনো বিভোর হইয়া দেখিতেছে। নর্ম্মদা বলিল—"কি দেখছেন অমন করে ?"

নর্ম্মদার কথায় মণিমোহনের যেন চমক ভাঙিল। সে বলিল—"চারিদিকের দৃশ্য দেখ্‌ছিলুম। তোমাদের গ্রামখানি তো বড় সুন্দর।"

নর্ম্মদা হাসিয়া বলিল—"চলুন এখন যাওয়া যাক।" মাঝির ভাড়া চুকাইয়া দিয়া তারা দুইজনে ঘাটে নামিয়া পড়িল। নর্ম্মদার মনে পড়িল—এই ঘাটেই সে আর একদিন বধূবেশে নৌকারোহণ করিয়াছিল। সেদিন তার কি আনন্দ। সে যখন স্বামীর সঙ্গে নৌকায় উঠিয়াছিল—তখন তার সঙ্গে এত নারী আসিয়াছিল, যে ঘাটে লোক ধরে না। মা তাহাদের তুলিয়া দিয়া সজল নেত্রে বিদায় লইয়াছিলেন। তার কোন কোন বন্ধু তার সৌভাগ্যের সুখ্যাতি করিয়াছিল। বলিয়াছিল—অমন মেয়ের এই রকম বিয়ে না হলে কি মানাত ? সকলেই তার সুখ্যাতি করিয়াছিল। কিন্তু আজ সে কি লইয়া আসিতেছে। সে ঘাট আছে, ঘাটের পাশে বাঁশ বাগান আছে। কিন্তু তার যা ছিল তা আর নাই। আজ সে রিক্তা, যে জন্মভূমি হইতে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, আশা, আকাঙ্ক্ষা লইয়া গিয়াছিল সেইখানেই সব শেষ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

নর্ম্মদা আগে আগে যাইতে লাগিল, আর মণিমোহন তার পিছন যাইতে লাগিল। কেননা সে স্থান তার মোটেই পরিচিত নয়। খানিক পরে তারা বাড়ী পৌঁছিল।

নর্ম্মদার পিতা কন্যার সহসা আগমন কোন দিনই কল্পনা করেন নাই সুতরাং তাহাকে এ রকম ভাবে আসিতে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইলেন। তার সঙ্গে একজন অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া আরো আশ্চর্য্য হইলেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কে?"

"বলচি—আপনি বাড়ীর ভেতর আসুন। আপনি এঁকে বসবার জায়গা দিন।" বলিয়া নর্ম্মদা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। তাহার পিতা মনিমোহনকে বসিবার জায়গা দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

নর্ম্মদা বাপকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, ওঁকে বস্‌বার জায়গা দিয়েছেন? উনি আপনার জামাইয়ের বন্ধু। আমার অত্যন্ত উপকার করেছেন।"

মেয়েকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া মা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তার উপর স্বামীর এক বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে শুনিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েচে নর্ম্মদা? এমন ভাবে হঠাৎ চলে এলি যে?"

নর্ম্মদা বলিল—"মা, আমায় স্বামী ত্যাগ করেছেন। তারপর সব ঘটনাই একে একে বলিল।"

মা সেই কথা শুনিয়া সেইখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"ব্যাপার এতদূর হয়েচে তা আমায় খবর দিসনি কেন?"

"কেন মা তোমরা কি কিছু জান্‌তে না?" কিছু শোনও নি?

"হাঁ জান্‌তে পেরেছিলুম অনেক পরে। সেই জন্য উনি একদিন.

কলকাতা যাবেন বল্‌ছিলেন। তারা না হয় ত্যাগ করলে—তুমি কি বলে চলে এলে মা?"

চলে না এসে কি করব মা! আমি ত স্বামীর বাড়ী ছিলুম না। ছিলুম তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী, যিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। দেখ্‌লুম, স্বামী যখন আশ্রয় দিলেন না, তখন ওঁর বাড়ী থেকে ওঁকে কেন কষ্ট দিই—তাই আজ চলে এলুম। আর ত আমার কোথাও যাবার ঠাঁই নেই মা "

নর্ম্মদার মা কি বলিতে যাইতেছিলেন,—তাঁহাকে বাধা দিয়া তার পিতা বলিলেন—"কিন্তু আমরাই বা তোমাকে ঘরে ঠাঁই দেব কেমন করে? আমাদের সমাজে বাস করতে হবে, ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। এমন কি তোমায় ঘরে ঠাঁই দিলে মৃত্যুকালে দাহ করতে পর্য্যন্ত কেউ আস্‌বে না। না—আমি তোমায় ঠাঁই দিতে পারব না। তাই—"

নর্ম্মদা আর শুনিতে পারিল না। তার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—সে সেইখানে বসিয়া পড়িল। মা চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওগো দেখ্‌ছ কি, শিগ্‌গীর গিয়ে একখানা পাখা নিয়ে এস, একঘটী জল আন, মেয়েটা কেমন হয়ে গেল।" তার পিতা পাখা আনিয়া দিতে মা তার মাথায় হাওয়া করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। সে বলিল—"ভয় নেই মা আমি মরব না। আজ যদি মা বাপের কাছে মরতে পারতুম, তবে ত সুখের মরা হত মা। সে সৌভাগ্য যদি আমার হবে তবে এত দুঃখ, এত অপমান কে ভোগ করবে! আজ দুনিয়ায় আমার আপনার কেউ নেই। স্বামী ত্যাগ করেছেন—মা বাপ ত্যাগ করলেন আমার আর বাঁচবার দরকার কি?"

মা কি বলিতে যাইতেছিলেন—এমন সময় নারায়ণ ভট্টাচার্য্য,—

"সুরেন বাড়ীতে আছ না কি"—বলিয়া বাড়ীতে ঢুকিলেন। কোন ভূমিকা না করিয়া বলিলেন—"কি হে মেয়েকে তুমি ঘরে ঠাঁই দিলে না কি? যে মেয়েকে স্বামী ত্যাগ করলে, সেই মেয়েকে তুমি বাড়ীতে ঠাঁই দেবে, সমাজের বুকে বসে এই সব অন্যায় কাজ করবে তা আমরা হতে দেব না। আমি গৌর দাদাকে ডেকে এনেছি। চণ্ডী, নিতাই, আরও সব আস্‌ছে। আমরা থাক্‌তে এ রকম অন্যায় হতে দেব না।"

শুধু নারায়ণেই কুলায় না তার উপর আবার গৌরদাদা। সুরেন বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তোমরা আসবার আগেই আমি ঠিক করে ফেলেছি নারাণ দাদা। আমার আরও দুটী মেয়ে রয়েছে তাদেরও আবার পার করতে হবে তো?"

বৃদ্ধ নারায়ণ খুসী হইয়া বলিল। "এই ত মানুষের মতন কথা। তোমরা হলে বনেদীবংশের লোক, তোমরা কি এই সব অনাচার করতে পার?"

ততক্ষণে অপর সকলেও আসিয়া হাজির হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে বিপদে কেউ সমবেদনা প্রকাশ করুক বা নাই করুক—এই সময় কিন্তু সদলে লোকজন, বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে উপযাচক হইয়া আসে। সুতরাং সুরেন বাবু না ডাকিলেও যদি তিনি সেটাকে সংসারে ঠাঁই দেন, সেই জন্য পাঁচজনে উপদেশ দিতে আসিতেছিলেন। গৌর দাদা বলিলেন,—"বাস্তবিক ওই কুলটা মেয়েকে কি সংসারে ঠাঁই দিতে আছে?"

অপরাধী যেমন নির্ব্বাকভাবে নিজের বিচার দেখে, নর্ম্মদাও এতক্ষণ তাই দেখিতেছিল। কিন্তু গৌর দাদা কুলটা বলাতে সে আর তা সহ্য করিতে পারিল না। বলিল—জ্যাঠামশাই আর যাই বলুন, আমায়

কুলটা বলবেন না। আমি বড় গলায় বল্‌তে পারি—এখনও পর্য্যন্ত আমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে।"

গৌরদাদা হাসিয়া বলিল—"তা-ত থাক্‌বেই। একজন লোক তোমায় ধরে নিয়ে গিয়ে দিন কতক তার বাড়ীতে রাখলো, তাতেও তোমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রইল। ওসব যেখানে চলে—সেখানে চলে—এখানে চল্‌বে না। আমরা যতদিন বাঁচব, ততদিন ধর্ম্মের উপদেশই মানব। নইলে তোমার মা বাপের কাছে তুমি থাক্‌বে, তাতে আমাদের আপত্তি কি?"

"কোন স্ত্রীলোক যদি ষড়যন্ত্র করে আমায় ধরে নিয়ে যায়, তাতেও কি আমার দোষ?"

"নিশ্চয়। ভগবান তোমায় অসতী প্রমাণ করবেন বলেই ত এমন করেছেন।"

নর্ম্মদার অত্যন্ত রাগ হইল। সে বলিল—"আমাকে বিনা অপরাধে অসতী বল্‌ছেন, কিন্তু আপনার বোন তা হলে অসতী হবে না কেন? সে ধরা পড়েনি বলে?"

গৌর দাদার এইবার ভদ্রতার খোলস খুলিয়া গেল। সে ক্রোধে ও ক্ষোভে কাঁপিতে লাগিল। বলিল—"তোমার যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! এতখানি বয়স হল, গৌর বোসকে কেউ কখন কিছু বল্‌তে পারেনি, আর আজ কিনা সুরেনের একটা অসতী পাজী মেয়ে আমায় এই সব বলে? নারাণদাদা, তুমি এখনি এর একটা ব্যবস্থা কর। সুরেনকে জিজ্ঞাসা কর, সে মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দেবে কি না। যদি দেয়, তা হলে সেই রকম ব্যবস্থা করব। এখনি সবাইকে ডেকে ওর সঙ্গে আহার ব্যবহার বন্ধ করে—তবে এখান থেকে যাব। ওঃ—আমায় এত অপমান করা!"

নারায়ণ প্রভৃতি সকলে বলিল,—"গৌরদাদাকে এ রকম অপমান করা খুব অন্যায় হয়েছে। সুরেন্ তোমার কি মত শীগ্ গির বলে ফেল।"

সুরেন কি করিবে তা আগেই ঠিক করিয়াছিল। কেননা সে এমনটা যে হইবে তা জানিত। কোন পিতা সন্তানকে ত্যাগ করিতে চায়? কিন্তু ওকে ঘরে ঠাঁই দিলে অপর মেয়েদের বিবাহ দিতে পারিবে না। তখন সে কি করিবে? বিবাহ না দিয়া রাখিবার ত ক্ষমতা নাই। তা ছাড়া তাহাদের উপরও অন্যায় ব্যবহার করা হইবে। এই সব ভাবিয়া জবাব দিলেন—"আমি ত বলে দিয়েছি আমি কি করব। তবে যখন এসেছে, তখন আজকের দিনটা থাকুক, কাল যাবে।"

নারায়ণ কি বলিতে যাইতেছিল—নর্ম্মদা তাকে বাধা দিয়া বলিল—"আমি যে যাব এ জানা কথা। কিন্তু যাবার আগে সমাজের যাঁরা মাথা তাঁদের ঘরের কেলেঙ্কারী গুলা বলে দিয়ে যাই। যথা নারাণ দাদার বিধবা ভাদ্রবধূ একটী, চণ্ডীকাকার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী একটী, গৌর জ্যাঠার বোন একটী! এঁদের কলঙ্কের সীমা নেই কিন্তু তবুও এঁরা সমাজের চক্ষে সতী—কেননা এঁরা ধরা পড়েন নি, কর্ত্তারা সব ঢেকে রেখেছেন। অথচ এঁদের পাপ কাজের অন্ত নেই—প্রাণী হত্যা পর্য্যন্ত।"

সমাজ কর্ত্তারা পাগল হইয়া উঠিলেন। নর্ম্মদা প্রত্যেকের লুকান গলদগুলি লোকের সামনে বলিয়া দিতে লাগিল। যাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই, তাদেরও ভাবনা হইল, হয়ত তাদের সম্বন্ধেও কিছু বলিবে। সুতরাং সকলে নিষ্ফল আস্ফালন সুরু করিয়া দিল। সুরেন বাবু আসিয়া নর্ম্মদাকে বলিলেন—"কেন মা এঁদের এমন করে বলা, এঁরা শেষে আমার উপর রাগ করবেন।"

নর্ম্মদা বলিলেন—"ওঁরাই ত বাবা গায়ে পড়ে আপনাকে উপদেশ দিতে এলেন। আপনি ত ওঁদের ডাকতে যান নি? আমি এসেছি

শুনেই অমনি তাড়াতাড়ি সব দল বেঁধে এলেন। যাঁদের নিজেদের দোষের অন্ত নেই—তাঁরা হলেন সমাজের কর্ত্তা।"

গৌর দাদা বলিলেন—"সুরেন, তুমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি ? তোমার মেয়েকে শীঘ্র বিদেয় কর। তা না হলে আমরা তোমার বাড়ী জলগ্রহণ করবো না।"

নর্ম্মদা পিতার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"বাবা, আমায় বিদায় করবার জন্য তোমার ভাবনার কোন দরকার নাই—আমি যাচ্চি এখনি। তবে যাবার আগে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাই।" বলিয়া নর্ম্মদা মার কাছে গেল।

নর্ম্মদা মার কাছে গিয়া, মার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল—"চল্‌লুম মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন শীঘ্র মরি।"

মা মেয়েকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। জগতে যদি নিঃস্বার্থ স্নেহ কোথাও থাকে সে তবে মায়ের স্নেহ। স্নেহময়ী মা আজ নিজের মেয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"না মা তোর যাওয়া হবে না, আমার কাছেই থাক। না হয় আমরা সমাজে একঘরে হয়ে থাকব। কিন্তু তোকে এমন করে পথে বসাতে পারবো না।"

নর্ম্মদা বলিল—"মা সবই বুঝি; কিন্তু কি করব উপায় নেই। ভেবে দেখ্‌লুম—এখানে থাকা উচিত নয়। আমায় ঠাঁই দিতে গিয়ে ছোট বোনেদের যে অনেক অসুবিধা হবে মা ? তাদেরও ত বিয়ে দিতে হবে ? আজ বুঝলুম—যে স্ত্রীলোককে, স্বামী বাড়ীতে ঠাঁই দেন না, তার স্থান এ সংসারে আর কোথাও নাই। সুতরাং দুঃখ করে আর কি হবে মা ?"

নর্ম্মদার ছোট ভাই ভগ্নীরা দিদি এসেছে বলিয়া ছুটিয়া দেখিতে আসিয়াছিল—তারা দুজনের চক্ষে জল দেখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া

ছিল। নর্ম্মদা ছোট ভাইটীকে কোলে তুলিয়া লইল—অপর সবাইকার, সঙ্গে সামান্ত কথাবার্ত্তা কহিল। এর আগে যখন আসিত, তখন কত খেলনা, কত জিনিষ তাহাদের জন্ত লইয়া আসিত। কিন্তু এবার আর তাদের দিবার জন্য কিছুই আনে নাই। আজ সে যে রিক্তা, তার যে দিবার কিছুই নাই।

মা কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ মা, তুই কোথায় থাকবি?"

নর্ম্মদা বলিল—"তা কেমন করে বলব মা! বোধ হয় কোন লোকের বাড়ী রাঁধুনীর কাজ করতে হবে, তা না হলে আর পেট চল্‌বে কেমন করে? কিন্তু কি হবে এখন ত কিছুই ঠিক করিনি।"

তিনি স্বামীকে বলিলেন—"ওগো তুমি মেয়েকে কোথায় পাঠাচ্ছ বলে দাও। না না, ওকে যেতে দেবনা—আমি নিয়ে থাকবো। আমার মেয়েদের বিয়ে হয়ে কাজ নেই। নর্ম্মদাকে এমন করে বিদায় করতে পারব না। ও যে আমার বড় আদরের মেয়ে।"

স্বরেন বলিল—"মেয়েদের বিয়ে তোমায় দিতেই হবে। নতুবা উপায় নাই। আমার কি ইচ্ছে যে, নর্ম্মদা এমনি ভাবে চলে যায়? কি করব বাধ্য হয়ে এমনি করতে হচ্ছে।"

বাহির হইতে নারায়ণ চীৎকার করিয়া বলিল—"কি হে স্বরেন, তা হলে মেয়েকে নিয়েই থাক্‌বে না কি? তাহলে তাই সবাইকে বল, আমরা একটা ব্যবস্থা করি।"

পিতা কিছু বলিবার আগেই নর্ম্মদা বলিল—"মা, তবে আমি চল্‌লুম। তুমি দুঃখ কর না মা, যখন হিন্দু নারী হয়ে জন্মেছি—যখন এই রকম সমাজে বাস করতে হবে, তখন এ সব সইতেই হবে। কি করবে মা? তোমার মনে কি হচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝতে

পারছি। আমার অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে।" তার পর পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল—"তবে চল্‌লুম বাবা।"

মা বলিলেন—"তোর খবর কেমন করে পাব মা?"

"যদি বেঁচে থাকি তবে নিশ্চয়ই পাবে—আর যদি খবর না পাও ত জান্‌বে আমি মরেছি। জানি না আমার মরণ শীগ্‌গির হবে কি না।"

"আচ্ছা মা, আমায় খবর দিস; আমি তোকে কলকাতা গিয়ে দেখে আস্‌ব।"

"কিন্তু কেমন করে দেখ্‌বে মা? আমায় দেখ্‌তে গেছ শুন্‌লে, সমাজ তোমাকেও ত্যাগ করবে।"

"তার আর কি করব। দু'জনে সংসারের বাইরে বাস করব।"

নর্ম্মদা ছোট ভাই বোনদের কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিল। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ী ত্যাগ করিল।

মা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁর মুখ চোখের দৃশ্য দেখিলে অতি বড় পাষাণের ও বুক গলিয়া যায়। মেয়ে শ্বশুর বাড়ী গেলে মা কাঁদে। কিন্তু সে কান্না দুঃখের কান্না নয়। কিন্তু আজ তিনি মেয়েকে কোথায় পাঠাইলেন? হয়ত আর এ জীবনে মেয়ের সঙ্গে দেখা হইবে না। তাই আজ হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ, ব্যথায় টলমল করিতেছিল।

মণিমোহন বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল—নর্ম্মদাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া মণিমোহন বলিল—"চলুন যাওয়া যাক, আর ভেবে কি করবেন?"

নর্ম্মদা বলিল—"হাঁ চলুন যাই। আমি যা বল্‌ছিলুম সব শুনেছেন তো? এখন এই বিপদে সহায় একমাত্র আপনি! আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানেই যাব। আমি এখন আপনার দ্বারে ভিখারিণী।"

মণিমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"চলুন যাওয়া যাক। গ্রামে

ঢুকে মনে হয়েছিল—গ্রামখানি যেমন সুন্দর, গ্রামের লোকগুলিও বুঝি তেমনি ভাল। কিন্তু দেখ্‌লুম, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর চেয়ে বোধ হয় সহর ভাল।"

দুজনে বাহির হইয়া বরাবর খেয়া ঘাটে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে আর কোথাও চাহিয়া দেখিল না।

ঘাটে আরো পারের যাত্রী ছিল—মণিমোহন তাদের সঙ্গে না গিয়ে আলাদা একখানা সাল্‌তী ভাড়া করিল, এবং তাহাতে দুজন উঠিয়া বসিল। নর্ম্মদা বলিল—"এ অভাগীর জন্য আপনি কত কষ্টই না পেলেন। এতখানি রাস্তা এলেন গেলেন, একটু জল পর্য্যন্ত খেতে পান নি। এখন ষ্টেশন না যাওয়া পর্য্যন্ত খেতে পাবেনও না।"

মণিমোহন বলিল—"আপনার এই বিপদের চেয়ে কি খাওয়া বড়? তা ত নয়। আর আমার এমন কিছু ক্ষিধে পায় নি, যে আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত যেতে পারব না।"

নর্ম্মদা বলিল—"আর না পারলেও পারতে হবে। কেননা উপায় ত নেই।"

নর্ম্মদা ভাবিতে লাগিল—এইবার সে কি করিবে? তখন ত কোন উপায়ই ছিল না তাই মণিমোহনের সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিয়াছিল এবং এখনও তাহারই সঙ্গে যাইতেছে। আত্মীয়স্বজন, স্বামী-মাতা পিতা সকলেই ঠেলিয়াছেন—একজন পর কেবল তাহাকে আপন করিয়া টানিয়া লইয়া রাখিয়াছে। কবির ভাষায়—

"দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

নর্ম্মদা মণিমোহনের সঙ্গে আবার তার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। যখন তারা বাড়ী পৌঁছিল—তখন অনেকখানি রাত্রি হইয়াছে। নর্ম্মদার মনে পড়িল—এমনি আর একদিন তার স্বামী তাহাকে এই বন্ধুর গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তখন কিন্তু সে স্বামীর এই বন্ধুটীকে ঠিক পরমাত্মীয়ের মতন গ্রহণ করিতে পারে নাই। তখন খোলাখুলি ভাবে মিশিত না, কথা কহিতে কত লজ্জাই না করিত। কিন্তু এখন তা নাই। এখন বুঝিল এই পরমাত্মীয়—এই বাড়ীই তার কাছে পবিত্র।

নর্ম্মদা বাড়ী পৌঁছিয়াই ঝিকে উনানে আঁচ দিতে বলিল। এতখানি রাত অবধি মণিমোহনের কিছু খাওয়া হয় নাই—সেইজন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মণিমোহন বলিল—"এতদূর থেকে এসে আজ আর রান্নার দরকার নেই। আর আমার ক্ষিধেও নেই—সামান্য কিছু খাবার আনিয়ে খেলেই হবে।"

নর্ম্মদা বলিল—"আপনার ক্ষিধে নেই একথা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, আপনি বিলক্ষণ ক্ষুধার্থ।"

মণিমোহন হাসিয়া বলিল—"তা হলে আপনি জ্যোতিষ জানেন বলুন ?"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাইতে বসিয়া মণিমোহন বলিল—"দিন কতক আমায় অত্যন্ত যত্ন করে এমন করেছেন যে—আপনার রান্না, না হলে—এই রকম যত্ন করে না খাওয়ালে বোধ হয় আর আমার খাওয়াই হবে না। খানিক আগে আপনাকে বলেছিলুম আমার ক্ষিদে নেই।

কিন্তু এখন এমন সুন্দর রান্না খেয়ে মনে হচ্ছে বেশ খেতে পারব। সত্যি আপনি মানুষের মনের কথা—অন্ততঃ আমার মনের কথা টের পান।”

নর্ম্মদা হাসিয়া বলিল—“তা হলে ভবিষ্যতে সাবধান থাক্‌বেন। কখন কি মনে করবেন—আর আমি তা জানতে পারব।”

মণিমোহন হাসিয়া বলিল—“সে যাই হোক গে, আমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে এতখানি যত্ন করে কেউ খাওয়ায় নি। এমন পরিতৃপ্তি করে অনেকদিন খাওয়া হয় নি।”

মণিমোহনের খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। নর্ম্মদা বলিল—“না, না উঠবেন না; আর খান কয়েক লুচি দিই আপনাকে।”

“না আমায় আর দেবেন না। আর খেতে পারব না।”

“খুব পারবেন।” বলিয়া আর খানকয়েক লুচি আনিয়া পাতে দিল। মণিমোহন খাইতে খাইতে বলিল—“বেশ আমুন, কাল অসুখ করলে শেষে আপনিই ভুগবেন। আমার আর কি—চুপ করে শুয়ে থাকব।” নর্ম্মদা হাসিয়া বলিল—“ভাল করে খান দেখি—আপনার কোন অসুখ হবে না।”

মণিমোহন খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলে, নর্ম্মদা তাকে পান দিয়া—বিছানা পরিষ্কার করিয়া দিয়া—নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তার খাইতে প্রবৃত্তি ছিল না। কেননা যার মনের অবস্থা এইরকম সে কেমন করিয়া খাইবে? তাই সে আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। তার ঘুম আসিল না।

দিন কয়েক পরে মণিমোহন একদিন নর্ম্মদাকে বলিল—“নির্ম্মল, আবার বিয়ে করবে যে?”

নর্ম্মদা এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল না—সুখীও হইল না। তবে

এ কথা সে কল্পনাই করিয়া রাখিয়াছিল যে, তিনি শীঘ্র বিবাহ করিবেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কবে বিয়ে হবে?"

মণিমোহন বলিল—"পরশু। কোর্টে আমায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। এত বড় পাজী, বাড়ী এলে পাছে আপনার সঙ্গে দেখা হয়, সেই ভয়ে আর আসে নি। তার বিয়ের কথা শুনে আমার রাগ হল—আমি বল্লুম—'একজনকে বিনা দোষে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে? স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য কত লোক তোমায় নিন্দে করছে। সে তখন বল্লে—"কি করব, মার কথা ঠেলতে তো পারিনে?' আমি বল্লুম,—এর আগে ত কখন এমন মাতৃ-ভক্ত হতে দেখিনি বা শুনিনি।"

সে তখন চুপ করে গেল।

নর্ম্মদা মণিমোহনকে আর কোন কথা বলিল না। সে নিজের ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্বামী যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি আবার যে বিবাহ করিবেন, তা সে আগেই জানিত! তবু আজ এই সংবাদ পাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। তার মনে হইল, স্বামীর হৃদয়ের কোলে তার সামান্য মাত্র যে স্মৃতিটুকু ছিল—তাহাও আজ মুছিয়া যাইবে। নর্ম্মদা বলিয়া তাহার যে একটী স্ত্রী ছিল—তা আর তার মনে থাকিবে না। সে মনে মনে বলিল—"হে ভগবান আর দুঃখ সইতে পারি না, এর চেয়ে মৃত্যু দাও।"



মাসখানেক পরে একদিন চন্দ্রবাবু মণিমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা মণিবাবু, সেই নর্ম্মদার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হল, তাত শুনি নি? সে এখন কোথায় আছে?"

চন্দ্রবাবু নর্ম্মদার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খোঁজ খবর করেন তা সে জানিত, সেইজন্য সে তাহার কাছে কিছু গোপন করিল না। বলিল—"আপনি ত জানতেন স্বামী তাকে ত্যাগ করেছেন। তারপর বাপের বাড়ী নিয়ে গেলুম, বাবাও বাড়ীতে ঠাঁই দিলেন না। অবশ্য তাঁরও তখন দোষ ছিল না, লোকজন এসে তাঁকে এমনি অবস্থায় ফেলেছিল যে বাধ্য হয়ে তাঁকে এই রকম ব্যবস্থা করতে হল। তাঁর আরো মেয়ে রয়েছে, ছেলে রয়েছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে ত? কাজেই এখন আমারই বাড়ী রয়েছে। আমিও স্থির করেছি, আমার যতটুকু সাধ্য তাকে ভাল ভাবে রাখ্‌তে চেষ্টা করব।"

চন্দ্রবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"আমি এই ব্যবস্থা শুনে খুব খুসী হলুম। আজ মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে তোমার স্থান অনেক উঁচুতে—তাই তার দুঃখে এমন সমবেদনা করতে পেরেছিলে।"

পরে চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"নির্ম্মল বাবু তা হলে বিয়েও করেছেন?"

"হাঁ—প্রায় কুড়ি একুশ দিন হল।"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"দুনিয়ার নিয়মই এই। তা যাক সে ত কিছু করবে না বোঝা যাচ্ছে, এখন যে দায়িত্ব তুমি নিজে নিয়েছ—তা সম্পন্ন কর। আমার মনে হয় তাকে তোমার বাড়ীতে না রেখে, কোন

তীর্থস্থানে রাখ্‌লে ভাল হত। সে যুবতী, তীর্থস্থানে ও সৎসংসর্গে থাক্‌লে তার মনের গতি হয়ত পরিবর্ত্তন হতে পারে। সে যখন সধবা হয়েও বিধবা—তখন বিধবার মতন ব্রহ্মচারিণীর জীবন ধারণ করাই তার উচিত। তুমি অবশ্য মনে করো না, যে আমি তোমায় বা নর্ম্মদাকে অবিশ্বাস করছি। তারপর তুমিও বিবেচনা করে দেখ।"

মণিমোহন বলিল—"আমারও এ যুক্তি খুব ভাল বলে বোধ হচ্ছে। তার তীর্থে গিয়ে বাস করাই উচিত। তবে একা থাকা উচিত হবে না। কেননা তারও বিপদ অনেক। ভাল লোকের সঙ্গে থাক্‌লে তবে সুবিধা হবে।"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"আমার মা কাশীতে থাকেন। আমি তাঁর কাছে না হয় থাক্‌বার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। আর এও আমি জোর করে বল্‌তে পারি যে, মার কাছে কিছুদিন থাক্‌লে, নর্ম্মদার অনেক উন্নতি হবে।"

মণিমোহন বলিল—"তাই করুন। আমি তাহলে একবারে নিশ্চিন্ত হতে পারি। কেবল মাসে মাসে খরচ পাঠিয়ে দেব।"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"সে কথা ভাল। তুমি তাহলে তার মতামত জেনে বল্‌বে। আমি তারপর মাকে চিঠি লিখব। তিনি যদি মত করেন, তবে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত হবে।

"আচ্ছা, আমি আজ তার মতামত জান্‌ব। তবে আমার বোধ হয় তার অমত হবে না। কিন্তু আপনি তার সম্বন্ধে এতখানি ভাবছেন এর জন্য কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব—আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আপনাকে শতবার ধন্যবাদ।"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"এতে আর কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু নাই। তুমি যা করেছ তা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। নইলে আমি এমন কি করেছি

যার জন্য তুমি এতখানি প্রশংসা করতে পার?" তারপর মণিমোহন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি সেইস্থান ত্যাগ করিলেন।

মণিমোহন তাঁর গুণে সত্যই মুগ্ধ হইল।

বাড়ী ফিরিবার সময় মণিমোহন নানা কথা ভাবিতে লাগিল। যেদিন হইতে নর্ম্মদা তাহার বাড়ীতে আসিয়াছে ঠিক তার দিন কতক পর হইতেই তাহার জীবন বেশ সুখে কাটিতেছিল। আগে হয়ত বাসায় গিয়া দেখিত—ঠাকুর আসে নাই, কি চাকরটা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে, ঘরগুলায় হয়ত ঝাঁট দেওয়া হয় নাই, কাপড় গুলা ময়লা হইয়া পড়িয়া আছে, ইত্যাদি নানা বিশৃঙ্খলা হইত। এখন সে সমস্ত নাই। আগে অর্থ খরচ করিয়াও সে খুব সুখে থাকিতে পারিত না। নর্ম্মদা ভাবিতেছিল, মণিমোহনকে যাহাতে আবার সেই রকম অবস্থায় পড়িতে না হয় তার কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তবে যাওয়া উচিত। নইলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। যিনি তাঁর জন্য এতখানি করিয়াছেন। এখনো পর্য্যন্ত তিনি তার মঙ্গলের জন্য কত না ভাবিতেছেন, তিনি যাতে সুখে জীবন কাটাইতে পারেন, তা তার দেখা উচিত। কিন্তু আন্তরিকতায় সে রকম যত্ন করিতে এক স্ত্রী ছাড়া আর কেহই পারিবে না। দশটা চাকর রাখিলেও কিছুই হইবে না। সে মণিমোহনকে বলিল—"দাদা, যাবার আগে আমার একটী অনুরোধ আছে। বলুন রাখবেন?"

মণিমোহন হাঁসিয়া বলিল—"আচ্ছা ত! কথা কি তা বল্‌লে না অথচ আগে থেকেই বলে বসলে বল্‌তে হবে কথা রাখবো কি না?"

নর্ম্মদা বলিল—"যে কথাই হোক—আগে বলেছি, বলুন আমার কথা রাখ্‌বেন কি না।"

মণিমোহন বলিল—"আচ্ছা কি কথা আগে শুনি তারপর রাখ্‌তে পারব কি না বলব।"

"সে হবে না। আগে আপনি কথা দিন।"

"আচ্ছা কথা দিচ্ছি—রাখবার উপযুক্ত হলে রাখব।"

নর্ম্মদা বলিল,—"আমায় একটী বৌদিদি এনে দিন। আমি তাকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে—কাজ কর্ম্ম শিখিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। তা নইলে দাদা, আপনার বড্ড কষ্ট হবে। আপনি যতই ঠাকুর বা চাকর রাখুন না কেন, আপনার বলে কেউ কিছু করবে না। তা ছাড়া একটী বউ না হলে কি বাড়ী মানায়। এ যেন লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী।"

মণিমোহন বলিল—"কেন আমার এমন লক্ষ্মী বোন রয়েছে—এটা লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী কি রকম?"

নর্ম্মদা বলিল—"না দাদা, আমি লক্ষ্মী নই। আমার মতন লক্ষ্মী যেন কোন নারীকে না হতে হয়।"

সে যে কত দুঃখে এই কথাগুলি বলিল—তা মণিমোহন বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল—এই কথা বলিয়া নর্ম্মদার মনে কষ্ট দেওয়া ভাল হয় নাই। তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

নর্ম্মদা বলিল—"চুপ করে রইলেন যে দাদা—জবাব দিন?"

মণিমোহন বলিল—"দাঁড়াও ভেবে দেখি। এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"আমি চলে যাব যে!"

"বিয়ে করতে বল্‌লেই ত আর এই মাসের মধ্যে বিয়ে হবে না। খোঁজ করতে—কথা বার্ত্তা কইতে প্রায় চার পাঁচ মাস লেগে যাবে। ততদিন কি আর তুমি থাক্‌বে?"

সেইদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া মণিমোহন নর্ম্মদাকে বলিল— "তোমার এখানে থাকতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে কি ?"

নর্ম্মদা বলিল—"না দাদা, আমার এখানে কিছুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে না। একে যদি অসুবিধা মনে করি—তবে এর চেয়ে সুখের জায়গা আর পাব কোথায় ?"

মণিমোহন বলিল—"আজ চন্দ্রবাবু বলছিলেন যে তোমার কাশী থাকার ব্যবস্থা হলেই সুবিধা হয়। কেননা তীর্থে ও সৎসঙ্গে থাকলে তোমার নিজের অনেক উন্নতি হবে। আমিও তাঁর প্রস্তাবে মত দিয়েছি। এখন তোমার মতামত হলেই তাঁকে বলি।"

নর্ম্মদা বলিল—"এ কথার আমায় জিজ্ঞাসা করার কি আছে ? অমৃতে কখনও কি কারো অরুচি হয় ? আমার কি এমন ভাগ্য হবে যে মা অন্নপূর্ণা আমায় টানবেন ?"

মণিমোহন বলিল—"চন্দ্রবাবু যখন কথা দিয়েছেন, তখন সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তিনি যাবার ব্যবস্থা করবেনই।"

"আমার যে ভাগ্য দাদা তাতে বিশ্বাস হয় না। হয়ত কোন গোলমাল হয়ে যাবে।"

"সে কথা আলাদা। ভবিষ্যতে কি হবে তা কে বলতে পারে ?"

নর্ম্মদা ভাবিতে লাগিল—যদি তার যাওয়া হয়, তবে সে খুব সুখী হবে তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু মণিমোহনের অত্যন্ত কষ্ট হইবে। সে যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখন ত দেখিয়াছিল যে সেখানে কত অসুবিধা কত কষ্ট।

নর্ম্মদা হাসিয়া বলিল—"ততদিন লাগবে কেন? আপনি মত দিন না। আমি সাতদিনের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দেব। কনে ত ঠিক করাই আছে, কেবল আপনার মত পাইনি বলে তাদের কোন পাকা কথা দিতে পারিনি। মেয়েটী সুন্দরী, তা ছাড়া গেরস্ত ঘরের মেয়ে সমস্ত কাজই জানে, আর নিজের হাতে সব কাজ করতেও পারে। বয়সও ১২।১৩ বছর। অল্প দিনেই আপনার সংসার চিনে নিতে পারবে।"

মণিমোহন বলিল—"আচ্ছা ভেবে দেখি আমি। কাল তোমায় বল্‌ব।"

"বেশ সারারাত শুয়ে শুয়ে ভাবুন গে; কিন্তু কাল সকালে আমায় জবাব দিতে হবে। এ বেলা নয় ও বেলা করে কাটিয়ে দিলে চল্‌বে না।

"আচ্ছা আমি কাল সকালেই বলব তোমায়।"

সেইদিন রাত্রে মণিমোহন ঘুমাইতে পারিল না, কেবল এই সব কথাই ভাবিতে লাগিল।

পরদিন সকালে উঠিতেই নর্ম্মদা জিজ্ঞাসা করিল—"ভেবে কি স্থির করলেন দাদা?"

মণিমোহন বলিল—"স্থির করলুম বিয়ে করব।"

নর্ম্মদা বলিল—"যাক, আমি নিশ্চিন্ত হলুম। সত্যনারায়ণের পূজা দেব। আপনি সব যোগাড় করে দিন। আমি পূজা মানত করেছিলুম।"

মণিমোহন বলিল—"তুমি কি আবার এর জন্য পূজা মানত করেছিলে? মা, তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই! আচ্ছা, এখন যদি বিয়ে করব না বলি?"

নর্ম্মদা বলিল—"আমি জানি, আপনার কথার তফাৎ হবে না।"

মণিমোহন এরপর আর জবাব দিতে পারিল না। বুঝিল যে তার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। নর্ম্মদা বলিল—"আপনি তাহলে আজ বিকাল বেলা মেয়ে দেখে আসুন।"

মণিমোহন বলিল—"তার আর দরকার নেই। তুমি ত দেখেছ?"

"আমি দেখিছি বলে আপনি আর দেখবেন না, এ কি রকম কথা? না দাদা তা হবে না, আপনাকে মেয়ে দেখ্‌তেই হবে, তা না হলে আমি এ বিয়ের কোন কথায় থাক্‌ব না। আপনি যাকে চিরজীবনের জন্য গ্রহণ করবেন—সে ভাল কি মন্দ একবার দেখ্‌বেন না?"

"আমি যখন বল্‌ছি আমার দেখার কোন দরকার নেই তখন তুমি ভাবছ কেন? তোমার কি পছন্দ নেই?"

"তা হলেও আপনাকে দেখ্‌তে যেতে হবে। তা না হলে হবে না।"

নর্ম্মদার অনেক অনুরোধে শেষে তাহাকে যাইতে হইল। মেয়ে দেখিয়া তার পছন্দ হইল। তাহার নামটী নীহার। বয়স ১২।১৩ বছর হইবে। রংটী খুব ফর্শা—দেখ্‌তেও খুব সুন্দর—দেহের গঠনও সুন্দর। মুখখানিতে কোমলতা মাখান। তার পরণে একখানি জরীপাড় সাড়ী, এবং গায়ে একটী জ্যাকেট ছিল। হাতে ছয় গাছি করিয়া সোনার চুড়ী এবং গলায় সোনার হার ছিল। এই অল্প গহনাতেই তাহাকে বেশ মানাইতেছিল। ভগবান যাকে রূপ দিয়াছেন, তাকে ওসব সাজ পোষাক না করিলেও রূপসী দেখাইবে। মণিমোহনের মেয়ে পছন্দ হইল। সে বুঝিল যে নর্ম্মদার পছন্দ আছে, অবশ্য আগেই সে জানিত, তাই সে প্রথমে দেখিতে আসিতে রাজী হয় নাই।

অল্পদিন বিবাহ হইয়া গেল। নর্ম্মদা বধূবরণ করিয়া ঘরে তুলিল।

নববধূ যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, সেই বিষয়ে সে খুব চেষ্টা করিতে লাগিল। সে ভাবিত যদি মণিমোহনের মা থাকিতেন, তবে তিনি যেমন করিয়া বধূর যত্ন করিতেন—তাহাকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন—সে হয়ত তেমন পারবে না। তার জন্য যদি দাদা কিছু মনে করেন।

বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কনে সম্পূর্ণ অপরিচিতই থাকে। সুতরাং বিবাহের পরে অল্পদিনের মধ্যেই দুজনের ভালবাসা জন্মে না।

পূর্ব্বে মণিমোহন কাছারী থেকে ফিরিলে, নর্ম্মদা পোষাক ছাড়িবার জন্য কাপড় গোছাইয়া দিত, খাবার দিত। কিন্তু এখন সে আর নিজে এই সব করিত না। নীহার কে দিয়া করাইয়া লইত। সে নিজে খাবার সাজাইয়া নীহারকে দিয়া তার ঘরে পাঠাইয়া দিত। তাহাকে দিয়া পান পাঠাইয়া দিত। রাত্রেও তাহাকে দিয়া খাবার দিত। তাহার এইরূপ করার ফলে তাহার লজ্জা সঙ্কোচ অল্প দিনের মধ্যেই কমিয়া আসিল।

এমনি করিয়া আরো কিছুদিন গেল। নীহার ক্রমশঃ অনেক কাজ শিখিয়া ফেলিল। স্বামীর কাছেও লজ্জা কমিয়া আসিল। নর্ম্মদা মণিমোহনকে বলিল—"দাদা, এইবার আমায় কাশী পাঠিয়ে দিন। বৌদিদি এইবার কাজ কর্ম্ম বেশ শিখেছে, আমি না থাক্‌লেও আপনার আর কোন অসুবিধা হবে না।"

মণিমোহন বলিল—"বেশ আমি আজ চন্দ্রবাবুকে বলব এখন।

তিনি ত সেদিন বলছিলেন—তাঁর মা তাঁর কাছে রাখ্‌তে মত করেছেন।"

নর্ম্মদা এই সংবাদ পাইয়া খুব সুখী হইল।

সেইদিন দুপুর বেলা নর্ম্মদা নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তার সামনের জানলাটা খোলা ছিল, সেই দিক দিয়া মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। সে নিজের দুরাদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল। তার ছিল না কি? রূপবান স্বামী, সুখের সংসার ও অতুল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু তার সবই গিয়াছে, আছে কেবল সেই সুখের দিনের স্মৃতি। তার চোখ দিয়া জল আসিল।
পাইতেছে—সে নববিবাহিতা স্ত্রী লইয়া কত সুখে ঘর করিতেছে।

এই সময় নীহার সেই ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া নর্ম্মদা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহা নীহারের দৃষ্টি এড়াইল না। সে বলিল—"তুমি কাঁদছিলে?"

নর্ম্মদা বলিল—"না কাঁদিনি। চোখে কি পড়েছিল তাই।"

নীহার বলিল—"লুকিয়ে আর কি হবে, আমি সব জানি।"

"কার কাছে শুন্‌লে?"

"তা তুমি নাইবা শুন্‌লে?"

"দাদার মুখে বুঝি?"

নীহারের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে বলিল—"সে ছাড়া আর কোন লোকের কাছে শুন্‌তে নেই নাকি?"

নর্ম্মদা এ কথার কোন জবাব দিল না।

নীহার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার স্বামী তোমায় ভালবাস্‌তেন?"

নর্ম্মদা সংক্ষেপে জবাব দিল—"তাই ত মনে হয়।"

নীহার বলিল—"কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি তোমায় ভালবাস্তেন না, তাহলে কখন এমন ভাবে ত্যাগ করতে পারতেন না।"

নর্ম্মদা বলিল—"রামচন্দ্র ত সীতাদেবীকে বনবাস দিয়েছিলেন—তিনি কি সীতাদেবীকে ভালবাস্তেন না?"

নীহার বলিল—"তাঁর কথা আলাদা। তিনি সীতাদেবীকে বনবাস দিয়েছিলেন সত্যপালনে কিন্তু তারপর আর বিয়ে করেন নি।"

নীহার ভাবিল, সে খুব জবাব দিয়াছে, এরপর আর নর্ম্মদা কিছুই বলিবে না। কিন্তু তার জবাব শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইল। নর্ম্মদা বলিল—"কিন্তু মানুষ আর ভগবানে তফাৎ থাকেই।"

নীহার তার স্বামী ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধা হইল। এরই যথার্থ নাম ভালবাসা। স্বামী যে তার উপর কতখানি অন্যায় করিয়াছে, তা তার অবিদিত নাই, তবুও সে স্বামীর নিন্দা করিতে নারাজ।

নীহার জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি না কি কাশী যাবে?"

"হাঁ যাব।"

"তা বেশ, তুমি যাও। তোমায় বাধা দেব না। নিজের সুখের জন্য তোমায় বাধা দেওয়া অন্যায় হবে। সংসারে থাক্‌লে কেবলই কষ্টভোগ করতে হবে। তার চেয়ে কাশী গিয়ে মা অন্নপূর্ণার চরণে পূজা করগে—মা যদি সতীর দুঃখ দূর করেন।"

"মা কি এমন দয়া করবেন! আমি কি মাকে পূজা করতে পারব!"

"খুব পারবে।"

"তাই বল বৌদি, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

ইহার দিন দুই পরে নর্ম্মদার যাওয়া ঠিক হইয়া গেল। নীহার নর্ম্মদার চুল বাঁধিতে বসিল। নর্ম্মদা বলিল—"চুল বাঁধার আর কি দরকার?"

নীহার বলিল—"দরকার আছে বৈ কি, তুমি যে সধবা। সধবা মেয়ে, মার কাছে যাচ্ছে—চুল বেঁধে সিঁদুর পরে যাবে না?"

নর্ম্মদা বলিল—"এমনি একটু সিঁদুর দিয়ে দাও।"

নীহার শুনিল না, ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া, মাথায় সিঁদুর দিল ও পায়ে আল্‌তা পরাইয়া দিল।

তারপর নীহার একটা বড় ট্রাঙ্কে নর্ম্মদার জন্য জিনিস পত্র গুছাইল। নিত্য প্রয়োজনীয়, সমস্ত জিনিষই দিল। নর্ম্মদা বলিল—"আমার জন্য নানা জিনিষ দেওয়া কেন বৌদিদি, আমার কিছুরই দরকার নেই।"

কথাগুলা শুনিয়া নীহারের চোখে জল আসিল। সে যে কত দুঃখে এই কথাগুলি বলিল—তা তার কাছে গোপনীয় রহিল না, সে বলিল—"বিশেষ কিছু দিই নি, সামান্য দুই একটা জিনিষ দিয়েছি। তুমি এ সব দিকে দেখো না, আর কি কাজ আছে করগে।"

নর্ম্মদা চলিয়া গেল। নীহার ভাবিতে লাগিল,—নর্ম্মদার অদৃষ্টের কথা। তাহার মতন গুণবতী নারীর এ রকম দুরাদৃষ্ট কেন? এই কয়দিন তাহার সঙ্গে মিশিয়া দেখিয়াছে যে, সাধারণ নারীর চেয়ে নর্ম্মদার প্রাণ অনেক উঁচু, লোকের প্রতি ব্যবহার খুব মধুর, সব চেয়ে তার ভাল লাগিয়াছিল, তার স্বভাব। স্বামী তাহার উপর এই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাহাকে স্বামীর নিন্দা করিতে শুনে নাই। পরিত্যক্তা হইয়া সে যে মনে মনে যন্ত্রণা পাইতেছে, তা সে তার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল। সে কখনও তাকে খোলা প্রাণে হাসিতে দেখে নাই।"

মণিমোহন নিজে নর্ম্মদাকে রাখিতে যাইবে, সেজন্য নর্ম্মদার জিনিষ গুছাইয়া নীহার স্বামীর ব্যাগে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সাজাইয়া দিল। আজ আর সে নর্ম্মদাকে কোন কাজ করিতে দিল না।

ক্রমশঃ যাওয়ার সময় হইল। মণিমোহন নর্ম্মদাকে বলিল—"শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও, বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

নর্ম্মদা বলিল—"আমার আর দেরী সবে না। আমি যাচ্ছি।" তারপর নীহারকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"বৌদিদি, তবে আসি।"

নীহার বলিল—"এস, তবে দেখো যেন আমায় ভুলে থেক না। মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিয়া দিয়ো। মা যখন তোমায় ডেকেছেন, তখন আর তো তোমায় ধরে রাখা ঠিক হবে না, তা না হলে কি তোমায় যেতে দিতাম। এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার সব দুঃখ সইবার ক্ষমতা দেন।"

নীহার নর্ম্মদার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। তারপর বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। গাড়ীখানা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল—তখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। তার মন প্রাণ যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে এমন কেউ লোক ছিল না যার সঙ্গে বসিয়া কথা কয়। বাড়ীখানা তার বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। সে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

তখন পাশের বাড়ীতে কে গাহিতেছিল—

"আমি সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারই দুয়ারে এসেছি,
সকলের প্রেমে বঞ্চিত হয়ে, তোমারে ভালবেসেছি।"

নীহারের মনে হইল—গায়ক যেন নর্ম্মদারই হৃদয়ের ব্যথাকে গানে ফুটাইয়া জানাইয়া দিতেছে। সংসারে নর্ম্মদা স্বামীর এবং পিতার আশ্রয় পাইল না, তাই এইবার মা অন্নপূর্ণার আশ্রয় লইতে গিয়াছে। সেখানে কোন ভেদাভেদ নাই—সুতরাং আশ্রয় মিলিবেই।

সমাপ্ত।

প্রেমময়ী—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	...	১৸০
একাল-সেকাল—নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	২৷৷০
নারীর দান— ঐ	...	...	১৷৷০
বড়-ছোট— ঐ	...	...	১৷৷০
পুণ্য-স্মৃতি— ঐ	...	...	১৷৷০
সিঁথির সিঁদুর— ঐ	...	...	১৷০
ঘরভাঙ্গা— ঐ	...	...	১৷০
গ্রাম্য-গৃহ— ঐ	...	...	৸০
পথ-নির্দ্দেশ— ঐ	...	...	১৷০
মাতৃ-মন্দির— ঐ	...	...	১৲
পল্লী-নারী— ঐ	...	...	১৲
লক্ষ্য-হীন— ঐ	...	...	১৲
মিলন রাত্রি— ঐ	...	...	১৲
প্রীতি-উপহার—প্রভাসচন্দ্র ঘোষ	...	...	১৲
সানাইদার—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	...	১৲
ঘরজামাই— ঐ	...	...	১৲
রোকশোধ— ঐ	...	...	১৷৷০
নিয়তি— ঐ	...	...	১৲
রূপহীনা— ঐ	...	...	১৲
হিসাব-নিকাশ— ঐ	...	...	১৷৷০
দুর্গার মর্ত্ত্যে আগমন—অমরেন্দ্রনাথ রায়	...	...	১৲
সহচরী—শ্রীপতিমোহন ঘোষ	...	...	১৷৷০
বন্দিনী— ঐ	...	...	১৷৷০
দেল মোহর— ঐ	...	...	১